পীরগোরাচাঁদ।

প্রথম খণ্ড

প্রকাশক

শ্রীসারদা কান্ত শর্ম্মা।

৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্।

কলিকাতা

৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্

বেদ যন্ত্রে

শ্রীনটবর দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

রেজিষ্টার্ড

মূল্য ৷৶৹ দশ আনা।

গোরাচাঁদ।

গ্রাজুয়েটের ঈশ্বর স্তোত্র।

১

ওরে ব্যাটা ভগা,
দুষ্ট হত ভাগা,
বারেকের তরে যদি দেখা পাই।
তা হ'লে তোমার
হাড় চুর মার
করি একেবারে আক্ষেপ মেটাই॥

২

দাও লোকে জ্বালা,
সকালা বিকালা,
দিন রাত্ পেসো দুখের জাঁতায়।
যে সহিছে যত
তারে দুঃখ তত
এবা কোন্ রীতি, শিখিলে কোথায়?

৩

গরিব বাঙ্গালী
বেচারা কাঙ্গালী,
মরে দিন রাত পেটের জ্বালায়।
বারেক না চাহ
চোখ্ বুজে রহ
খেয়ে চক্ষু মাথা ধিক্ হে তোমায় ॥

দিন রাত মাটি খেয়ে করিলাম পাশ
সে পাস্ হইল ফাঁস—মাত্র উপহাস!!!
করিতেছি উমেদারি চাকরি না পাই
জীবন হইল বৃথা ফাই!! ফাই!! ফাই!!!
চির দিন পান্তা মারি গরম না জোটে,
চড়ালে গরম, যায় হাঁড়ি ফেটে চোটে।
যেখানে কাঁদিতে যাই শত মুখী তথা,
ল্যাজ্ তুলে মারি পাড়ি কোরে মুখ ভোঁতা।
বাড়ীতে দ্বিগুণ জ্বালা, ঝালা পালা তায়,
ঢন্ ঢন্ হাঁড়ি উপবাসী বাপ মায়।
প্রেমময়ী উপবাসি হাসি খুসি নাই,
ধিক্‌রে জীবন মম, ফাই! ফাই!! ফাই!!!

একি অবিচার তব
হে দেব!
ইংরাজে করিলে কেন অত সাদা?
কেন বা বাঙ্গালি কাল এত!!
একি কম্ দুঃখ।
চাহে না বারেক শ্বেতাঙ্গিনীগণ
বাঙ্গালীর পানে প্রেম ভাবে।!!
করে হেয় জ্ঞান
তুচ্ছ রে পরাণ বাঙ্গালির—
কত না সহিনু করিতে উন্নত দেশ,
বিবিয়ানা ঢঙ্গে সাজানু পদিরে—
দিনু স্বাধীনতা, পড়ানু ইংরাজি—
কিন্তু হায়!
"গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।"
হইল না—পুরিল না আশা-
কালামুখী রাঙ্গমুখী কৈ হ'ল?
একি দেব—একি অবিচার
ইংরাজেরে এত দয়া কেন?
বাঙ্গালি কি তব পাতে ঢালিয়াছে ছাই?
আর কাজ নাই—

আর নাহি চাই ধর্ম্ম, আর ডাকিব না,
রে ভগবান স্বার্থপর !
তুমিও ত তোষামোদ প্রিয়
নাহি দয়া লেশ—
কি দোষে বাঙ্গালী অপরাধি তব পদে ?
করিলাম পাস্,
হতে চাই দাস
দিলে না চাকুরি তবু—
অনাহারে মরি
করি জুয়োচুরী
তবু তুমি নহহে সদয়।
ছাই তাই বল কি করিলে ভাল বাস ?!!
ইংরাজে যা করে সকলই ত করি মোরা
তবু কেন নিদয় এ হতভাগা প্রতি !!।

তুমি উচ্চ, তুমি নীচ,
তুমি যত খির্ কিচ্,
তোমার সমান কেহ নাই
দিয়েছ আভরা পেট, তাই এত মাথা হেট
যাতনা এতেক তাই পাই॥

তার উপর মাগছেলে, ঘাড়েতে দিয়েছ ফেলে
দিল্লিকা লাড্ডু সমান হায়।
খাইলেও যাই মারা, না খেলেও লোভে সারা
সাঁক্ কাটা করাতের প্রায়।
রোগ শোক অপমান, কত যে করেছ দান
বলি হারী দানাই তোমার।
যা দিয়েছ নাও ফিরে, মানে মানে যাই ফিরে
দিব্বি মোর, রাখ কর্ণধার।
আর না সহিতে পারি, প্রাণ যায় মরি মরি
ধরি পায় বাঁচাও বাঁচাও।
পাইয়াছি যা পাবার, ভিক্ষা নাহি চাহি আর
মানে মানে কুত্তাটী বোলাও।

ইতি শ্রীগোরাচাঁদীয় শত সহস্র লক্ষকোটী সংহিতায়াং বিরাশী শিক্কার আদিপর্ব্বান্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যায়াং অর্থ বিয়োগ শাস্ত্রে ভগা গ্রাজুয়েট সংবাদে ভগবান্ স্তোত্র নামক প্রথম ঘুসি ॥

তত্ত্ব কথা।

ঝাঁকোড়ে বিবাহ।

নং ১

বাঙ্গালী বড় লোক ত তুমি হয়েছ, কারণ তুমি হ্যাট কোট পরিতে শিখিয়াছ, উইলসনের হোটেলেও দিব্য চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করে আহার করতে বিলক্ষণ মজবুত হইয়াছ, স্ত্রীকে যার তার কাছে স্বাধীনভাবে যাইতে দিতে শিখিয়াছ, টাউনহলে ইংরেজি বলিতে পার, চস্‌মা পরিয়া চক্ষু লজ্জার মাথা খাইয়া বাপ মার মস্তকে বিলক্ষণ করিয়া জুতা মারিতে শিখিয়াছ, সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই বড় লোক। ঈশ্বরকে ত তৃণ জ্ঞান কর, হিন্দুধর্ম্ম মানিবার জিনিষই নহে, পুরাতন ধর্ম্মগুলা নিষ্কর্ম্মা তাই তুমি স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তি বলে নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতেছ। আর উন্নতির বাকী কি? অনেক এগিয়েছ, ব্যবসা ও চাকুরি করিতেও তোমার উন্নতি যথেষ্ট, তুমি যো ছাড়িবার পাত্র নহ, যাই সুবিধা পাইয়াছ অমনি ঠকাইয়াছ, যথাসাধ্য ঠকাইতে বাকি রাখ না, অবশেষে বখ্‌রাদারের পর্য্যন্তও মাথা খাও, চাকুরি করতে তোমার জোড়া নাই, তুমি একেবারে টাকা আনা ঠিক দিতে পার। তোমার অদ্ভুত শক্তি অনন্ত মহিমা। তুমি

উপরিস্থ কেরাণির বিরুদ্ধে সাহেবের কাছে বেশ দশ কথা লাগাইতে পার। আপনার মাহিনা বাড়াইবার কৌশল বেশ করিতে জান! সভা করিতে পার, সমিতি করিতে পার, দশ জনের নিকট চাঁদা লইয়া আপনার পেট মোটা করিতে পার, তুমি না পার তাত দেখি না, হে মহাত্মন্ বাঙ্গালি! তুমি সকলিই পার, এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছ যে সহোদর ভাই, আপনার ভাইকে এক পয়সা দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, বাপ বেটাকে বিশ্বাস করিতেছে না, ঠিক হইয়াছে, মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই হইয়াছে। গাদা গাদা রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, হইতেছ; কিন্তু মুষ্টি ভিক্ষার উপর খড়্গ হস্ত, এর অপেক্ষা উন্নতি আর কি হবে? সকলই ঠিক হয়েছে, কিন্তু ভাই একটু তোমাদের এখনও আন্তরিক কষ্ট আছে। কষ্ট তা অতি যৎসামান্যই বটে, এমন বেশি কিছু নয়, কেবল তোমাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট, কেবলমাত্র খেতে পাও না আর পরতে পাও না বৈত নয়! তা অনুগ্রহ করে আমার যদি একটা উপদেশ শুন তা হলে এ কষ্টটুকুও থাকবে না। বাপ মা ভাই ভগ্নি এদের ত দূর করিয়াছ, অন্ন দিতে হয় না বেশ করিয়াছ, আত্মীয় কুটুম্বের সহিতও সম্বন্ধ রাখ নাই, ভালই হয়েছে, এখন তোমার সংসারে তুমি ও তোমার স্ত্রী ও ২।১০ টী ছেলে-

পিলে, ১০ টাকা বেশ রোজগারও কর, কিন্তু খরচ কুলাতে পার না। আমার পরামর্শ শুন, জীবন সত্ব বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দাও, জাঁকোড়ে ব্রাহ্ম ভগ্নি বিবাহ কর (হিন্দুর ঘরের অরক্ষণীয়া কন্যা হইলেও চলিবে) পরিবারের সহিত এই সরং থাকিবে যে যখন ইচ্ছা তোমাকে আমি ছাড়িতে পারিব। এইটুকু বাঁদাবাঁদি না থাকিলে আইন কানূন ঠিক থাকে না, পরে নালিস চলিতে পারে। আর যাই দেখিলে তোমার হাতে পয়সা নাই, অমনি পরিবার ছাড়িলে, আবার যাই দেখিলে অন্ন বস্ত্র চলিবে, হাতে দু পয়সা হইয়াছে অমনি আবার বিবাহ কর, তা হলে তোমাদের আর অন্ন বস্ত্রের অভাবটুকু থাকবে না। ওহে ভায়া আজকালকার বাজার বড়ই খারাব, চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা, তাই বলি ভাই আমার কথা তাচ্ছল্য করিও না, এখনি সভা কর, সমিতি কর, আবার বলি, প্রাণপণে আন্দোলন কর, যাহাতে জাঁকোড়ে বিবাহ হয় সেই জন্য বড় লাট বাহাদুরের কাছে আইন পাস করাও, নতুবা তোমাদের অন্ন কষ্ট ঘুচিবার নহে, আরও দেখ, মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর, স্বার্থপরতাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, যত বড় লোক দেখ তাহারা তত বেশী স্বার্থপর, স্বার্থপর না হইলে বড় লোক কখনই হইতে পারা যায় না। তোমার রাজার দৃষ্টান্ত দেখ

না কেন, ইংরাজ ত বণিক্ জাতি, একছত্রী রাজা হইলেন কি গুণে? কেবল স্বার্থপরতার জন্য, কেমন হিন্দু মুসলমানকে ফাঁকি দিয়ে বাঙ্গালা বিহারের নবাব হলেন, তার পর মোটামুটী, ব্রহ্মদেশ জয় ও মুচিখোলার নবাবের জিনিশ নীলাম এবং তঙ্খা বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজকীর্ত্তি (মায় টেক্স মেক্স) ভাল করিয়া দেখ, পদে পদে দেখিবে আমাদের রাজা স্বার্থপরতার বাদসাহ না হইলে ভারত জয় করিতে পারিতেন না এবং রাজ্য রক্ষাও করিতে পারিতেন না, সুতরাং মহাজনের পথ অবলম্বন করাই উচিত। অতএব আমার উপদেশ, তোমরা আরও স্বার্থপর হও, ধর্ম্ম ভয় তিলার্দ্ধও করিও না, দয়া মায়া মন হইতে একেবারে নির্ম্মূল কর, লজ্জা সরম তাড়াইয়া দাও, কাহারও কথায় দৃকপাত করিও না, চক্ষু বুজিয়া স্বার্থপরতার পূজা কর, দেখিবে, অল্পদিনের মধ্যে কতদূর উন্নতি কর। আপাতত ঝাঁকোড়ে বিবাহ আরম্ভ কর, কিম্বা স্ত্রী স্বাধীনতা দাও তাহা না হইলে অনর্থক অনেক টাকা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, টাকা উপায় করিতেছ কিন্তু অন্ন জুটিতেছে না একি তোমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা নহে? ঝাঁকোড়ে বিবাহ ও স্ত্রী স্বাধীনতা দুইই এক জিনিস, যদি স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে পার তা হলে আর ঝাঁকোড়ে বিবাহের আবশ্যক নাই। আর

কাল-বিলম্ব করিও না অনেক অর্থ নষ্ট হইতেছে। যদি দেশের উন্নতি চাই অনুগ্রহ পুর্ব্বক জীবন সত্ব বিবাহ উঠিয়ে দিয়ে জাঁকোড়ে বিবাহ করিতে আরম্ভ কর। নতুবা ভবিষ্যতে অন্ন কষ্ট ভয়ানক হইয়া উঠিবে এখনও উপায় আছে সাবধান! সাবধান!!

তত্ত্ব কথা।

কনগ্রেস্ ও তাঁতিভায়া।

(পীর গোরাচাঁদ ও হাজি সাহেব)

নং ২

হাজি। হ্যাঁ দাদা আজ্‌কাল যে কনগ্রেস্ হচ্ছে—তা কনগ্রেস্‌টা কি গা?

পীর। আরে ক্ষেপা তা জান না, কনগ্রেস্ আর কিছুই নয় কেবল "তাঁতিভায়া।"

হাজি। তাঁতিভায়া কি দাদা?

পীর। শুন্‌বি পাগল শোন্ তবে। আমাদের দেশে সকলেই জানেন যে তাঁতিভায়াদের বুদ্ধি শুদ্ধির কতদূর দৌড়—বুদ্ধিটী এত সরু যে মেডিক্যাল কলেজের থাম

বলিলেও ক্ষতি হয় না। এমন যে বুদ্ধির সাগর তাঁতিভায়া একদিন সকালবেলা চারটী পান্তা ভাত খেয়ে তাঁতে বসে এক মনে কাপড় বুন্‌ছেন—তাঁতিনী (যুবতি) তাঁতির ডান্‌দিকে বোসে এক মনে খ্যানর্‌ খ্যানর্‌ করে নলী পাকিয়ে জোগাড় দিচ্ছেন, এ হেন সময়ে দুজন গোরা (আগে বড় গোরার উপদ্রব ছিল) তাঁতিনীকে আক্রমণ কর্‌লো' এই অবকাশে সুচতুর তাঁতিভায়া তাঁতগড়ের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। গোরারা সাহেবের জাৎ তারা ছাড়বে কেন—তাঁতিনিকে সবলে লইয়া প্রস্থান করিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বাদে রোরুদ্যমানা ও অবমানিতা তাঁতিনী মৃতপ্রায় হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ কর্‌লেন। তাঁতিভায়া অমনি গর্ত্ত হইতে তাঁতিনীকে দেখিতে পাইয়া সদর্পে উঠিয়া প্রণয়িণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৌ, সালারা গ্যাছেত? তাঁতিবৌ এর কথা কহিবার সামর্থ্য নাই—সে নীরব হইয়া রহিল। তখন তাঁতিভায়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত তাচ্ছ-ল্যের সহিত বলিলেন গোরা সালারা কি বোকা, কেমন ফাঁকি দিয়েছি বৌ, এই তাঁত গড়ে সালাদের চোখে ধুলা দিয়ে বোসে রইলাম একবার জান্তেও পার্‌লে না; শম্মারাম কি কম্‌ লোক? এই বলিয়া পীর গোরাচাঁদ হাজি সাহে-

বকে বলিলেন শুন্‌লে ভাই, কনগ্রেসের ভিতর বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, ঘোষ, বোষ, মিত্র যিনিই থাকুন, সকল ভায়াই তাঁতিভায়া। সাহেবরা মতলব হাসিল করবে, কিন্তু তাঁতি ভায়াদের গলাবাজীই সার।

হা। মৃদুস্বরে বলিলেন তবে কনগ্রেস নয়, ওরা সব তাঁতিভায়া, গলাবাজীর দল।

তত্ত্ব কথা।

নাককাটার দল।

নং ৩

এক জন ধর্ম্ম- অবতার নবাবি আমলে কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় নাক কাটিবার হুকুম বাহির হইল। রাজার হুকুম রদ্দ কিছুতেই হইতে পারে না, সুতরাং বেচারির নাকটী জন্মের মত কাটা গেল। নাকের শোকে ধর্ম্ম- অবতারের বড়ই মনকষ্ট হইল। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, যে কর্ম্ম মানুষের অসাধ্য তাহা সন্ন্যাসী ফকিরে অনায়াসেই করিতে পারেন, এই ধারণায় তাঁহার মনে নাক গজাইতে পারে এই বিশ্বাস হইল এবং

সন্ন্যাসী ফকির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সন্ন্যাসী সেবা করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া মনের দুঃখে জন্ম স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য এক বহু লোকাকীর্ণ সহরে বাস করিতে লাগিলেন।—চলা চাই, পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী সেবার সময় বিলক্ষণ দু দশটা ধর্ম্মের বোল্‌-চাল্‌ শিখিয়াছিলেন সেইগুলি সম্বল করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন: জগৎটী এক চমৎকার স্থান, তুমি গুলি খাও সঙ্গী পাইবে, চুরী ডাকাতি কর সঙ্গী পাইবে, আবার সৎকর্ম্ম কর কিছুকম সঙ্গী পাইবেই পাইবে। ধর্ম্ম-অবতারের ক্রমে বিস্তর সঙ্গী জুটিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, যে এরূপ ধার্ম্মিকবরের নাক কিরূপে কাটা গেল, কেহই সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। এক দিন কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু লোক অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু আপনার নাসিকাটী———আজ্ঞে—সাহস হয় না—

ধর্ম্ম-অবতার অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, যখন সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের জন্য সকলই পরিত্যাগ করা হইয়াছে তখন নাক্‌ ত অতি তুচ্ছ জিনিস।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। গুরুদেব! নাকের সহিত আর ঈশ্বরের সহিত কি সম্বন্ধ?

ধর্ম্ম-অবতার। বাপু, অল্পবুদ্ধিতে এ জগতের সহজ জ্ঞানে, সে বিষয় বুঝিবার শক্তি নাই। সে বড় গুহ্যতম বিষয় ; শিব স্বয়ং বলিয়াছেন—গোপ্যং গোপ্যং পুনর্গোপ্যং ন দেয়ং যস্ত কস্যচিৎ, বাপু গুরুর উপদেশেই আমি এ কার্য্য করিয়াছি। দলভুক্ত না হইলে ইহার অতি গোপনীয় নিগূঢ় উপদেশ বলিতে অক্ষম। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু গলিয়া পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন যে এত বড় বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক যখন অনায়াসে আপনার নাক কাটিতে পারিয়াছেন, তখন অবশ্য নাক্ কাটার ভিতর কোন অতি আশ্চর্য্য চমৎকারিত্ব আছে, আমারও কি কাটিলে হয় না ? অনেক-ক্ষণ চিন্তা করিয়া অনেক বাধা সত্ত্বেও ধর্ম্ম-অবতারের চরণতলে পড়িয়া, তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিলেন এবং বলি-লেন প্রভু, আমি আর নাক রাখিতে ইচ্ছা করি না বড়ই ভার বোধ হইতেছে এখনি আমার নাক কাটিয়া দেন।

শুভক্ষণ পাইয়া শাস্ত্রমত নাক কাটা হইল। গুরু উপ-দেশ দিতেছেন বাবা, বিশ্বাস পরায়ণ হও নতুবা সহস্র বৎ-সরেও ফল ফলিবে না, ভক্তির সহিত নাসিকার অগ্রভাগ, ঠিক অগ্রভাগ দৃষ্টি কর এবং নিরাকার ভগবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণরূপ চিন্তা কর, এমন কি এক দিনেই সফল মনো-রথ হইবে। আহা সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া আনন্দ-

সাগরে সাঁতার দিবে। শিষ্য কায়মনোবাক্যে নাসিকার অগ্রভাগ না থাকিলেও দেখিতে লাগিলেন এবং এক মনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিতে লাগিলেন ক্রমশঃ দুই চারি মাস অতীত হইয়া গেল কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই দেখেন কিছুই ফল ফলিল না। গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, স্তোভ বাক্য, আবার জিজ্ঞাসা করেন, স্তোভ বাক্য, গুরু ক্রমশঃ বিরক্ত হইলেন এবং একদিন ক্রোধভরে বলিলেন, রে মুর্খ! সে কি ছেলের হাতের মোয়া? এখন ২।৪ জন্ম ঐরূপ চেষ্টা কর যদি পরে কিছু হয়। শিষ্য অগত্যা তাই করিতে লাগিলেন নাক কাটা শিষ্যকে যাঁহারা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে ইনিও যখন নাক কাটিয়া এক মনে নাসিকার দিকে তাকাইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবিতেছেন তখন ইনিও নিশ্চয় এক জন সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছেন। এইরূপে একজন দুইজন করিয়া নাককাটার একটা মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল, অনেকেই নাক কাটিয়া বসিলেন, কেহ ঈশ্বরের লোভে, কেহ মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদির জন্য, কেহ যোগবলে আকাশে উড়িবার ইচ্ছায়, আপনার আপনার নাক কাটিয়া হাঁ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, আবার বৎসর গেল, কিছুই ফল হইল না, এরূপ ধোঁকায় পড়িয়া বিস্তর লোক

আপনার আপনার নাক কাটিয়া চাঁদা দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দলের মন্দির আশ্রম কুটির নিকেতন ইত্যাদি নানা রকম আসবাব হইতে লাগিল, কিন্তু যে লোভে নাক কাটিয়া দলভুক্ত হইলেন, তাহা কখনও পাইলেন না। লাভের মধ্যে ভায়াদের নাকটিই নষ্ট হইল। তাই বলি ভাই, আজ কাল অনেক নাক কাটা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন, সাবধান যেন নাক হারাইও না। ধর্ম্মের আজ কাল যেরূপ জোর তাতে বোধ হয় আর রক্ষা নাই, ধর্ম্ম ম্যালেরিয়া বড়ই বাড়িয়াছে, আমার মতে প্রত্যহ একটু একটু কুইনাইন্ খাওয়া উচিৎ নতুবা বড়ই ভুগিতে হইবে। পীরের কথা মিথ্যা হইবার নহে।

হাঁ দাদা।

পরিচয়।

মানুষের চিরদিন কখনই সমান যায় না। হাঁ দাদার যদিও এখন প্রাচীন অবস্থা, পরিবার ও ছেলে পিলের মাথা খেয়ে সাঁড়া হয়েচেন কিন্তু এক সময়ে ইনি এক জন বেশ কেতা দুরস্ত লোক ছিলেন। ঘরে চেয়ার টেবিল ছিল, বৈঠকখানায় সেতার তানপুরা বাঁওয়া তবলা ছিল,

আলমারি পোরা নাটক নভেল ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বই গাদি গাদি ছিল, বাক্স পোরা অডিকলম, লেভেণ্ডার, অটো, থাক্‌ত, আরসি চিরুণি গলায় গাঁথা ছিল, কি গ্রীষ্ম কি শীত গেঞ্জিফেরাক্‌ গায়ে দিনের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টা চড়ান থাক্‌ত, হাতে তোয়ালে ভর ভর কর্‌চে আতর গোলাপের খোস্‌বো, ফল কথা এই যে হাঁ দাদা এক সময়ে একজন চূড়ান্ত বাবু ছিলেন। লেখা পড়া জ্ঞান কত দূর ছিল তাহার পরীক্ষা লওয়া হয় নাই, কিন্তু তাঁর সাম্‌নে যখন যে কথা পাড়া হ'ত সেই কথাই যেন তাঁর অনেক জানা আছে এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। দুগত ডাক্তারি, দুগত ঘরামিগিরি দু চার বয়েৎ তুলসী দাসী রামায়ণ ইত্যাদি সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের কথাই বল্‌তে পার্‌তেন। হাঁ দাদা একজন ব্রাহ্মণ সন্তান বেশপয়সা ওয়ালা লোক ছিলেন, এখন গতিকে, নানান্‌ গতিকে উদাসীন হয়েছেন, তাঁর আদত নাম কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু লোকের সঙ্গে প্রতি কথায় হাঁ দাদা, হাঁ দাদা বলিয়া কথার সায় দিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হাঁ দাদা বলিয়া ডাকিত ক্রমে হাঁ দাদা নাম এতই বিখ্যাত হইয়াছিল যে, কুমুদ বাবু বলিলে কেহই চিনিতে পারিত না সুতরাং আমরাও তাঁহাকে হাঁ দাদা বলিয়া ডাকিব। হাঁ দাদার বয়েস এখন প্রায় ৭০

বৎসর। মনের দুঃখেই হউক আর পয়সা অভাবেই হউক, এখন তিনি মদ ইত্যাদি সমস্ত নেসা ছেড়েছেন তামাকও খান্ না কেবল নিয়মমত দিবারাত্র গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। গঞ্জিকার এত ভক্ত যে গাঁজা পাইলে ২।৫ দিন অনাহারেও থাকিতে পারেন। যাহা হউক তিনি এখন আর সংসারী নহেন। প্রকৃত একটী উদাসীন, ঘাটে, বাটে, মাটে, তাঁর বাসস্থান—আহার কেবল মাত্র গঞ্জিকা ও যৎসামান্য ২।৫ গ্রাস অন্ন—তাহাও যে দিন জোটে—পরিধান ছিন্ন বস্ত্র। সর্ব্বদাই গাঁজার খেয়ালে বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকেন। হাঁ দাদার এক শিষ্য আছেন তাঁর নাম রাধানাথ, বয়ক্রম প্রায় ৩০।৪০ বৎসর। রাধানাথের আর কোন এক গুণ থাকুক আর নাই থাকুক গাঁজা তৈয়ারি ও পান কর্‌তে এত মজবুৎ যে সময়ে সময়ে তাঁর গুরুও তাঁকে সেলাম করেন। নিমতলার ঘাট গুরু শিষ্যের বড়ই প্রিয় স্থান ছিল। সর্ব্বদাই নিমতলার ঘাটে আড্ডা জমাতেন—কে জানে আজ সহসা ২।৩দিন হইল গুরু শিষ্যে আমাদের নিকটে এসে এক খানি হাতের লেখা পুস্তক আমাদের হাতে দিয়ে বলে গেলেন "যে আমরা চলিলাম, হিমালয়ে যাইব, মহাত্মা কুতুমির নিকট যাইব, আর আসিব না অনেক খরচ ও অনেক পরিশ্রম করে এই পুস্তক খানি

সংগ্রহ করিয়াছি অতি অবশ্য অবশ্য করিয়া লোকের হিতের জন্য মুদ্রিত করিও„ আমরা স্বীকার হইয়াছিলাম, সুতরাং পাঠক বৃন্দের নিকট হাঁ দাদার পুস্তকখানি প্রকাশ করিতেছি দোষ গুণ হাঁ দাদার।

গৃহিনী স্তোত্র।

১

অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল।
মা বাপের মুখে ছাই, ভাইবোন্ কাজ নাই,
তুমিই দুনিয়া মাঝে সচল, অচল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

২

যথায় তথায় থাকি, প্রিয়ে বলে যদি ডাকি,
পুলকেতে নাচে হিয়া, পরাণ শীতল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

৩

মিছা লোকে মিছা কয়, ভগবান দয়াময়,
সত্য, নিত্য, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, অমল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

৪

তুমি যবে হাস প্রাণ, পুলকেতে আট্‌খান,
ইচ্ছা হয় মরি ফেটে, মিছা ধরাতল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল ॥

৫

সারাদিন টো, টো, ক'রে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে,
যা পাই তোমারে দিয়ে হইলো শীতল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল ॥

৬

নাক তুলে মুখ্‌ নেড়ে, ওঠো যবে তেড়ে তুড়ে,
অমনি শরীর মন হয় লো বিকল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল ॥

৭

হাস যবে চাঁদা খসে, আনন্দেতে যাই ভেসে,
মিলাতে চকোর চাঁদে হইলো চঞ্চল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল ॥

৮

কেরেপ্‌, বোম্বাই পোরে, ঝমর ঝনন্‌ কোরে,
ফিক্‌ ফিক্‌ হেসে প্রাণ, কর লো শীতল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল ॥

৯

জীবন্ত দেবতা প্রাণ, মাগ রূপে অধিষ্ঠান,
হয়েছ, লো রক্ষা হেতু এই ভূমণ্ডল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

১০

তোমা বিনা শূন্যময়, এ সংসার শূন্য হয়,
শক্তি হীন নর—হয় অসুর দুর্ব্বল,।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

১১

শতমুখী না হইলে, তবে গুণ কেবা বলে,
কার সাধ্য ও মহিমা বর্ণে অবিকল।
অনিত্য সংসারে নিত্য তুমিই কেবল॥

১২

কি আর বলিব হায়, পুঁথি বড় বেড়ে যায়,
ভিক্ষা এই, ও রাঙ্গা চরণে দিও স্থল।
আবার বলিব নিত্য তুমিই কেবল॥

ইতি শ্রীগোরাচাঁদীয় স্ত্রৈণ পর্ব্বে গৃহিনী
স্তোত্র নাম দ্বিতীয় ঘুস্সি।

মাণিক।

সিউড়ি জেলায় কুণ্ডলা নামে একটী গ্রাম আছে. সেই গ্রামের পূর্ব্ব দিকের শেষ ভাগে একটী ডোবার ধারে এক খানি কুঁড়ে ঘর ছিল, কুঁড়ে ঘরের মধ্যে একটী মাণিক বাস করেন। মাণিক সরল নিটোল গড়ন যুক্ত সাড়ে চৌদ্দ বা পনের বৎসরের প্রায়-পূর্ণ-যৌবনা, মধুর হাসি মাখান, বিনয়াবনত, চঞ্চল-লোচনা। অবশ্য সাত রাজার ধন মাণিক না হতে পারেন, কিন্তু আঁধার হৃদয়ের সাত রাজার ধন তার আর কোন সন্দেহ নাই। বালিকাটীর প্রকৃত নামই মাণিক। মাণিকের পিতার নাম হরিহর মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্ব বাস। বেচারা দেনার দায়ে, রোগে শোকে পাঁচ রকমে জ্বালাতন হয়ে ভিটে বেচে এই কুণ্ডলা গ্রামে প্রায় তিন বৎসর হ'ল বাস করেছিলেন। বলে রাখি—হরিহরের কুণ্ডলার জল হাওয়া সহ্য হয় নাই, এই গ্রামে বাস ক'রে মাস পাঁচ ছয় মাত্র জীবিত ছিলেন। হরিহর মৃত্যুর সময় দুটী মেটে পাথর, দুটী ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথর বাটী, একটী পিতলের গেলাস, একটী পিতলের টুকনি, গুটি কতক মেটে হাঁড়ি কলসি, ছেঁড়ামাদুর, মড়াফ্যালা কাল কাল তুলা বেরোনা বালিস তিনটী, একটী ৫০।

৫৫ বৎসরের শীর্ণা বিধবা স্ত্রী ও এক মাত্র কন্যা মাণিককে রেখে স্বর্গারোহণ করেন।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মাণিকের বিবাহ হয়েছিল, কারণ তাঁর শিঁথায় সিন্দুর ছিল। পূর্ব্বে আজ কালেরমত সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত স্তন যুগলযুক্ত কুমারী কন্যার বিবাহ দিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং মাণিকের নয় দশ বৎসরেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

মাণিকের বিবাহ হয়েছিল সত্য কিন্তু মাথা কখন দেখা যায় নাই—শোনাছিল বিবাহ করিয়াই মাণিকের স্বামী নিরুদ্দেশ হন। কোথায় আছেন কি বৃত্তান্ত, জীবিত কি শিঙ্গা ফুকিয়াছেন তার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং মাণিকের তত আদর ছিল না, মাথার জিনিস্ হইয়াও পায়ের নীচে গড়াগড়ি যাইতেছিলেন।

এই বারে রূপের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। মাণিকের বর্ণ কাল কিন্তু সুশ্রী, হাড়ে মাসে জড়িত; হাসি হাসি ঢলঢলে মুখখানি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই আছে, নাই কেবল কুটিলতা, অহঙ্কার ইত্যাদি। মাণিক আহামরি সুন্দরীও নহেন আর নভেলের নায়িকার মত এত সরলও নহেন, যে এক টাকার ভাঙ্গান পয়সাও গুনিয়া লইতে জানেন না। পনের বৎসরের বীরভূমে মেয়ে মানুষ যে রূপ হয়, মাণিকও

অবিকল সেই রূপ। দুই ভ্রূর মধ্যে একটী ছোট রকমের উল্‌কি আছে। যাহক হরিহরের বিধবা স্ত্রী বা মাণিকের মাতা, ভাবনায় চিন্তায় ও পয়সার কষ্টে একেই শীর্ণা ছিলেন তাতে তাঁর অম্লশূলের পীড়া ছিল, আজ ৫।৭ দিবস হইল পীড়া, এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একেবারে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া এখন তখন হইয়া রহিয়াছেন। রোগী জ্ঞানশূন্য, দৃষ্টি অনেকটা স্থির, নিশ্বাস ঘন ঘন ও অত্যন্ত জোরে পড়িতেছে, রোগী অস্থির এক বার এ পাস এক বার ওপাস করিয়া মাথা চালিতেছে আর এক একবার অত্যন্ত ভয়ানক স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। একে রাত্রি অন্ধকার, তার উপরে ঘরে এমন তেল টুকুও নাই যে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালে তার উপর অল্প অল্প মেঘ বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ খেলিতেছে, একজন এমন কেহ লোক নাই যে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, তার উপর মায়ের এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন সকল দেখিয়া মাণিক নীরবে চক্ষের জলে ভাসিতেছে, আর মায়ের গায়ে হস্ত বুলাইতেছে। মাণিক মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেনা, মা ছাড়া সে একতিলও থাকিতে পারে না, মা তার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ—সেই মা কথা কহিতেছেন না, ডাকিলে উত্তর দিতেছেন না মাণিকের অভিমান আরও সেই জন্য। মাণিক অনবরত নীরবে কাঁদিতেছেন

চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে। মাণিক মরা কখন দেখে নাই সুতরাং মা মরিবে তা তার বিশ্বাস নাই।

আজ সমস্ত দিন মাণিকের অন্ন জোটে নাই—কে দেবে বল। মা, এর বাড়ীর একটা বেগুণ ওর বাড়ীর এক কুন্‌কে চাল, তার খেতের কুমড়া ডাঁটা, এইরূপ ভিক্ষা করে এনে সংসার চালাত, তা সেই মাই অচেতন আজ ৪।৫ দিন সংজ্ঞা হীন। যা খুদ্‌ মুটো কুঁড়ো মুটো ছিল ২।৩ দিন মাণিকের খাওয়া এক রকম চলিতেছে—আজ একেবারে লক্ষ্মীর সংসার।

মাণিকের স্বভাব আবার অন্য প্রকার—অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে তাহাও স্বীকার, তত্রাচ সে মুখ ফুটে কাহাকেও বলিতে জানে না যে, আমি আজ আহার করি নাই, ভিক্ষা করাত দূরে থাকুক। আজ মাণিক দুঃখে হতাশে, যন্ত্রণায়, অনাহারের ক্লেশে যে কি ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছে তা আর কি বলিব!!—হায়! মাণিকের আর দাঁড়াবার স্থান নাই, মা মরিলে মাণিকের যে কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হইবে তা অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। তোমার দুঃখই হউক আর কষ্টই হউক, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পার, বা নাই পার যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে—নিবারণ করে কার সাধ্য।

পাঠক নভেল লিখিতে বসিলে এতক্ষণ তোমাকে দু দশ বার জিজ্ঞাসা করিতাম যে এই অবগুণ্ঠনবতী রমণীটী কে? চিনিতে পার? উনিই সেই মস্তক-কুন্তলা। কিম্বা মাণিকের যে দুঃসময় তাহাতে এই সময়ে—গ্রামের হউক, রাস্তার হউক, মাঠের হউক আর চুলোর হউক, একজন বিশ বাইস বৎসরের উন্নতমন অন্তত বি এ পাস করা নিঃস্বার্থ বাবু মাণিককে জুটাইয়া দিতাম, কিম্বা গ্রামের নিষ্ঠুর কালান্তক যমের মত পাষাণ হৃদয় রক্তদন্ত কর্ত্তৃক মাণিকের অবমাননা, সতীত্ব হরণের চেষ্টা, এবং কোন মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধার, অথবা বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ, এই রকম একটা না একটা পাঠক ভুলিয়ে পয়সা লওয়া গোচ কাণ্ড কারখানা করে দিতাম, কিন্তু কি করিব এই মাণিকের ইতিহাস নভেল নহে—ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইতেছে, সুতরাং ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর, মাণিকের সুখের জন্য দেবদেবী বা নায়ক কিম্বা শত্রু জুটাইয়া দিতে পারিলাম না বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম।

মাণিক মায়ের পাশে বসিয়া কত কি ভাবিতেছে, কাঁদিতেছে, কত রকম জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—তা লিখিতে গেলে মহাভারতের মত একখানা বিরাট পুস্তক হয়। সে

সকল আমরা পাঠককে বলিতে চাহিনা—কিরূপ ভাবে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া আছে, একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুঁড়ের ভিতর একখানি তাল পাতার চাটাই, সেই চাটাই এর উপর একটী তুলা বাহির করা বালিস্ মাথায় মাণিকের মা ঘন ঘন মাথা চালিতেছেন; মুখ বিবর্ণ; ক্রমশঃ বর্ণ কালী হইতেছে, মুখের সম্মুখে একটী মাটীর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রদীপে আর তৈল নাই, মাণিক পাগলিনীর ন্যায় দক্ষিণ হস্তেমায়ের গায়ে হাত বুলাইতেছে আর বাম হস্তে মধ্যে মধ্যে প্রদীপের সলিতা উস্‌কাইয়া দিতেছে, এবং চক্ষের জলে মাণিকের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! তৈল হীন প্রদীপ কতক্ষণ জ্বলিবে! এই বারে প্রদীপের সলিতাও ফুরাইয়া গেল, প্রদীপও নির্ব্বাণ হইল—গৃহ একেবারে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কিছুই দেখা যায় না।

যদিও অন্ধকার, মাণিক আর মায়ের বিবর্ণ মুখ খানি দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু গায়ে হাত বুলাইলে মা যে সুস্থির হইবেন, এই বিশ্বাসে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরে অবোধ বালিকা!—আর হাত বুলান! অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তোমার মা যে তোমার মাথায়ই হাত বুলাইবে একি বুঝিতে পার নাই।

যাহা হউক দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিদ্যুতের আলো এক একবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, মাণিক আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, মায়ের কোলের গোড়ায় শুইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল এবং দরজার দিকে বিদ্যুতের আলো দেখিতে লাগিল। বড় ভয় হইতেছিল তাই মায়ের কোলে শুইয়া নির্ভয় হইল। কত কি ভাবিতেছে এবং এক দৃষ্টিতে দরজার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলো দেখিতেছে, সহসা চমকিয়া উঠিল— একটী ভয়ানক আলো হইল, ঘরের সকল বস্তু একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল—ঐ অল্প ক্ষণের মধ্যেই মাণিক দেখিতে পাইল, তার মায়ের শিয়রে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি একজন পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁর চক্ষু লালবর্ণ, এবং সাধারণ উজ্জ্বল—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—দেহ অতিশয় দীর্ঘ—এবং মুখশ্রী অনেকটা মাণিকের বাপের মত—আবার তাঁর মা নিদ্রিত অবস্থায় রুগ্ন শয্যা হইতে কি যেন বলিতেছেন। মাণিক শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কপাল ঘামিল, একে অনাহার, বুক্ ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ কড়্ কড় করিয়া ভয়ানক বজ্রনিনাদ হইল মাণিক চক্ষু মুদিলঃ—

যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

১

যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।
বিলাতের পরিবার, আহা! মরি কি বাহার !!!
গোলা ছাঁড়ি ধরা মাগ—সুরুচিত নয়,
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

২

কাণ্ ফোঁড়া, নাক ফোঁড়া, পিঁজ্‌রায় গড়ামোড়া
জানোয়ার করে রাখা উচিত কি হয়?
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

৩

গাউন পরাব প্রিয়ে, গা ধোবে রিমেল্ দিয়ে,
জুতা মোজা পায়ে দিলে সুন্দর দেখায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়॥

৪

লোহা, চুড়ি, ফেলে খুলে, সিঁদুর ঘুচিবে ধুলে,
মিশি দাঁতে পান খাওয়া ওটা ভাল নয়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

৫

পুরুষে দেখিয়া ভয়, একথা ত ভাল নয়,
এ সময় এ কুরুচি বড়ই অন্যায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

৬

দেখ ! উষস্বিনী দাস, করিয়াছে কটা পাস,
তৃণ হেন গণে ছোট, বড়, লাটে, মায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

৭

দেখিলে পুরুষ গণ, করিবে পাণীপীড়ন,
মজাবে চলন্, ঢঙ্গে, চোকে, সভ্যতায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

৯

জানালায় উঁকি ঝুঁকি, আড়ে আড়ে দেখা দেখি,
বড়ই নারাজ্ আমি নেটিবি কেতায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

১০

বসিবে সভার মাঝে, বিলাতি সুসভ্য সাজে,
দিবেলো ঝলক রূপে, কি শোভা তাহায়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

১১

যে যা বলে বয়ে গেল, বিবি হওয়া বড় ভাল,
কিন্তু প্রাণ, প্রাণে মোর আছে এক ভয়।
যা থাকে কপালে বিবি সাজাব তোমায়।

১২

এ মিনতি ওলোপ্রিয়ে, ভেস্তোনা স্বাধীন হয়ে,
মনে রেখো দাসে, কভু ভুলনা আমায়।
নিশ্চয়! এবার বিবি সাজাব তোমায়।

ইতি শ্রীগোরাচাঁদীয় স্বাধীন জেনানা পর্ব্বে শ্রীপাট প্রবোধন নাম প্রথম ঘুসি॥

বৃটিস্ পলিশিমতে সৎলোক কে?

ব্যারেষ্টার ও উকীল। লেখা পড়ায় মট্‌কা; জ্ঞান বিজ্ঞানে চুড়ান্ত, আইনের ফাঁকি জানেন, হয়কে নয় করিতে পারেন, সত্যকে অসত্য করিতে পারেন, নিরপরাধীকে ফাঁসি কাটে ঝুলাইতে পারেন, মিথ্যা সাক্ষীর গুরু, ব্রহ্মত্র দেবত্র, গ্রাস করিতে বিলক্ষণ পটু, নাবালক ও অনাথিনী স্ত্রীলোককে পথে বসাইতে পারেন, এমন কি মা বাপ্‌কে জেলে দিতেও সক্ষম, সুতরাং উকীল ও ব্যারেষ্টার বড়ই সৎলোক। ডাক্তর হত্যার ভয় নাই, মনুষ্য জীবন ছকড়া নকড়া, অসতী বিধবার সতীত্ব রক্ষা করিতে বড়ই দক্ষ, সুতরাং ডাক্তর বাবুও

সৎলোক। ইঞ্জিনিয়ার বা ঘরামী, অল্প বিদ্যায় বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। (ঠিঁক যেমন ঠাকুমার গল্পে শোনা যায় যে বইতে অল্প খেতে বিস্তর) টাকা আমদানি যথেষ্ট, অপদেবতার রক্ষক, পুকুর চুরীতে বিশেষ নিপুণ সুতরাং ঘরামী বাবুও সৎলোক। জমীদার বড় লোক সুতরাং নিশ্চয়ই সৎলোক। প্রজা মরুক, 'হা হা করুক, হা অন্ন হা অন্ন করে দ্বারে দ্বারে পেটের জ্বালায় কাঁদিয়া বেড়াক, ঘর না থাকে গাছ তলায় থাকুক, যতই কষ্ট পাক না কেন জমীদারের মন বিচলিত হইতে পারে না। জমীদারের নিকট প্রজা অচেতন পদার্থ, প্রজার কষ্ট হইতেই পারে না সুতরাং প্রজদের প্রাণ ওষ্ঠাগতই হউক, আর অসহ্য যন্ত্রনাই ভোগ করুক, জমীদারের চৌট নজর চাই, এমন যে দয়াময় জমীদার তিমি অবশ্যই সৎলোক। এই বারে কেরাণি বাবুর সর্দ্দার গেলাপ্ পরা হমরো চুমরো হেডক্লার্ক ও বুক্‌কিপার, বাবুদের অহঙ্কার পদ নখ হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার চুল উপ্‌চাইয়া গিয়া প্রায় আড়াই হাত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। অহঙ্কার, কেন না জন দশ পনেরো হতভাগা লোক দশ বিশ টাকায় তাঁহার তাঁবে কর্ম্ম করে, আর এক অহঙ্কার, সাহেব-হুজুর দিনের মধ্যে ২।৪ বার ডাকিয়া কথা কহেন। আর এক অহঙ্কার কি, আফিসের দ্বারবানেরা বড় বাবু

বলে ও ছেলাম করে, আর এক অহঙ্কার,—হতভাগা এলে বিয়ে ফেল, যুবকেরা দরখাস্ত লইয়া কাজের খাতিরে ভয়ে ভয়ে কথা কহে আর এক অহঙ্কার, বেকার মহলে। আর এক অহঙ্কার, বাপ্ পিতামহ পরের ঘরে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু বাবু অন্দর বাটী তৈয়ারকরিয়াও আবার একটী নূতন বৈটকখানা করিয়াছেন। আর একটী অহঙ্কার, শনিবারে শনিবারে গান বাজনা আমোদ আহ্লাদ হয়, ও দু দশ জন ইয়ার ভোজন হয়। আরও অহঙ্কার, কারণ-বাবু মড়াখেগো ইস্কুলের সেক্‌রিটারি ও দেশের মিউনিসিপাল কমিসনার, আবার সময়ে সময়ে জুরীও হয়েন। আরও দু একটা লুকান বাহাদুরীও বেশ বিলক্ষণ আছে, সুতরাং বুক্‌কিপার ও হেড্ ক্লার্ক সৎলোক। ব্যবসাদার সৎলোক, কারণ দশ টাকার মাল বিশ টাকায় বিক্রয় করেন। খবরের কাগজের সম্পাদক বিলক্ষণ সৎলোক, কারণ নিস্বার্থ ভাবে পরের মঙ্গলের জন্যই যা যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা লয়েন, আর যদি কেউ দু পাঁচ টাকা ঘুষ দেয়, তা হ'লে তার হয়ে দু পাঁচ কথা টেনেও লিখে থাকেন। দুটো লড়ায়ের কথা দুটো ধর্ম্মের কথা দুটো গালাগালি দিয়ে, দু হাত জেলখেটে পশার বাড়িয়ে কেবল গ্রাহক বাড়ান। গ্রাহক বাড়ান তাহাও নিস্বার্থভাবে, কেবল দশজনকে শিক্ষা দিতে মাত্র, তবে যা

সম্পাদক মহাশয়ের কিছু কিছু লাভ হয়। দু কথা লিখে ইংরেজ খেপিয়ে সময়ে সময়ে দেশের লোকগুলোর উদরান্নে ব্যাঘাত দেন সেও দেশের মঙ্গলের জন্য—একেত দেশের লোকের পেটে ভাত নাই, তার উপর জাতীয় ধনাগার চাই—চাই রামকান্তের চেহারা ঢালাই করতে হবে—চাই টাকা—চাই চাঁদা-চাই-চাঁদা সেও নিস্বার্থ ভাবে, কারণ চাঁদা লইয়া হিসাব দিতে হয় না সুতরাং সম্পাদক সৎলোক। ডেপুটী বাবু, মহকুমার হুজুর-ছয় মাস ফাঁসি দিতে সক্ষম, যদিও দু পাঁচ টাকা ঘুস লইয়া ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করেন না, তত্রাচ উপর ওলার ভয়ে—চাকরীর অনুরোধে, প্রায়ই নির্দ্দোষীকে দোষী করেন, মফঃস্বলে বাহির হইলে প্রায় পেট, খরচা লাগে না—আবার ডেপুটির কোপে পাড়াগেঁয়ে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়, চাষা ভুষার প্রাণ ওষ্ঠাগত, সুতরাং ডেপুটী বাবু সৎলোক। আর কত বলিব, দুনিয়ার ভিতর সৎলোক নয় কে? পূর্ব্বে যে বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ ডাকাতের কথা শুনা যাইত তাহারাও সৎলোক, কারণ কেবল মানুষ মারিয়া অপরের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজের অর্থ বৃদ্ধি করিত বইত নয়, সেও বৃটিস্পলিশি মতে অর্থ নীতির নিয়ম। রাজনীতি মতে খুন করিলেও দোষ নাই, ফলকথা যতই বড় পায়া পাইবে, যতই

ইংরাজী লেখাপড়া শিখিবে ততই গরীবের মা বাপ হইবে দয়া মায়াকে নিমতলার ঘাটে রাখিবে ইহাই বৃটিস্‌প-লিশি।

গীত।

কি কল্ বানিয়েছ হে চিন্তামণি।
কোথায় আগা কোথায় ডগা কিছুইত না জানি॥
কিসে যে কি হয়, তাত বোঝা সোজা নয়,
গোলমালেতে চণ্ডীপাঠ কেবল মিছে ভোগানি॥

হাঁ দাদা কহিতেছেন।—ওহে রাধানাথ! পৃথিবীতে ত আসা গেল ভূমিষ্ঠ হ'বার পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সময়টা কিসে যে কেটে গেল তাত কিছুই বোঝা গেল না, তুমিও বল্‌তে পার না, আমিও বল্‌তে পারি না; আর কেউ যে বল্‌তে পারবে তাওত বিশ্বাস হয় না। লোকে এই সময়টাকে অজ্ঞান অবস্থা বলে, সাধারণ লোকে বলে বটে কিন্তু তুমি কি বল? আমার বোধ হয় তুমি তা কখনই বল্‌বে না। আমার মতে এই সময়টী পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা আহারের চিন্তা নাই, বিহারের চিন্তা নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, আপন পর বোঝে না—মার্ মার রাথ্ রাথ

কিছু গ্রাহ্য নাই—কি মনে ভাবে কিসে হাসে, কিসে কাঁদে কিসে রাগে, কিসে আনন্দ করে, তা কেউ বল্‌তে পারেন না। একটা শোনা কথা আছে যে, এই সংসারের মায়া থেকে যিনি আপনাকে আলাদা কর্‌তে পারেন; তাঁর শোক দুঃখ, ভয়, অভিমান, অভাব, জ্বালা, যন্ত্রণা, কিছুই থাকে না, মান অপমান সমান জ্ঞান হয়, আপনার পর সকলই সমান জ্ঞান হয়, মল মূত্র ও অটো গোলাপ জল সমান জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঠিক্ ২।৩ বৎসরের শিশুর স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন। আমার বোধ হয় শৈশবকালে জীব মায়ামুক্ত থাকেন সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞান পুর্ণাবস্থায় থাকে। তুমি কোন ভাষা শিখিবার চেষ্টা কর, অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর রীতিমত অভ্যাসের পর সেই ভাষার কতক মতক কথা কহিতে শিখিবে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের বুদ্ধির কি চমৎকার তেজ—২।১ বৎসরের মধ্যে একটী নূতন ভাষা শিখিয়া ফেলে, তাই বলি—যে সময় আমরা শিশুকে অজ্ঞান বলি সেই সময়ে জীবের বড় সুন্দর অবস্থা। এই সাংসারিক জ্ঞান থাকে না সত্য কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় যে দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ পরম জ্ঞানী—এবং পৃথিবী প্রকৃতরূপে দেখিতে পায়। যত বয়েস হয় পৃথিবীর সংসর্গে নানান্ রোগে ধরিতে আরম্ভ হয়—সংসারের সঙ্গে সঙ্গে শিশু

জাই মিশিতে থাকে যতটুকু মেশে ততটুকু মলিন হইয়া জ্ঞানের লোপ হইতে আরম্ভ হয়—ক্রমশঃ সংসারে মিশিয়া মিশিয়া সময় ক্রমে একটী ঘোর পাপী অধর্ম্মাচারী পাষণ্ড হইয়া উঠে কেমন রাধু! ঠিক বলেছি কি না?

রাধানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—এক ছিলাম্ তামাক তৈয়ারি করি, গুরু—দেব! আপনার কথা একেবারে তাজা মধু মাখান, শতবার সহস্র সহস্রবার, লক্ষ লক্ষ বার ঠিক্, কার সাধ্য বেঠিক্ বলে। প্রভু! আপনি দয়াময়—আপনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আপনি সমস্তই, আপনি মর্ত্তে অবতার, কিন্তু শিষ্যের গোস্তাকিটুকু মাপ কর্‌বেন, প্রভু আমিও একটী কথা বল্‌ব যদিও লোকে শুন্‌লে হাঁস্‌বে কিন্তু আপনার মত পণ্ডিত লোকে শুন্‌লে হাঁস্‌বে না বরং আপনার মত পণ্ডিত লোক অবশ্যই সার গ্রহণ কর্‌বেন সেই ভরসায় বল্‌তেছি যে, যে কথাটী বল্‌ব আপনার শিশুর কথা অপেক্ষাও চমৎকার—কথাটী এই—গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, লতায় লতায়, কীটে কীটে, জন্তুতে জন্তুতে, কথা কহে তারাও শিশুর মত জ্ঞানী তাদেরও মন আছে, চিন্তা আছে সকলই আছে, কেবল আমরা বুঝতে পারি না বলে, বলে থাকি মানুষ সকলের বড় সকলের শ্রেষ্ঠ—কিসে আমরা শ্রেষ্ঠ? দেখুন জানোয়ারগণ যার তার সম্মুখে যেখানে সেখানে মল মূত্র

ত্যাগ করে আমরা না হয় পায়খানায় ব'সেয়া চুরুট মুখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মল ত্যাগ করি (অনেক পাড়াগেঁয়েকে এ নজিরে জানোয়ার বলা যায় কারণ তাহারা মল মূত্র ত্যাগ মাঠের মধ্যে যার তার সম্মুখে করে থাকেন) আহার,—পশুরা যা তা খায় আমরা বালাম চাল্‌টী আনিয়া তরকারি প্রস্তুত করিয়া তার করিয়া আহার করি। বিহার—পশুদের যথায় তথায় লজ্জা সরম নাই আমাদের এ সময়ে দরজায় খিল আঁটিতে হয় এইমাত্র তফাৎ—পশুদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে? তারা বনে বাদাড়ে শুইয়া থাকে আমরা না হয় নানারূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করে বাস করি। পশুতে মানুষেতে এইত তফাৎ—তুমি ঈশ্বর চিন্তা করিতে পার—পশু যে পারে না তা কিরূপে জানলে? তোমার সহিত যখন মোটামুটী পশু-দের সকলই মিল হতেছে তখন পশুদের জ্ঞান নাই বলা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। আমার মতে, আমরা যেমন মনুষ্য জাতি আমাদের আচার ব্যবহার পরস্পর জানি, কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারি, তদ্রূপ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদিও আপনার আপনার জাতির সঙ্গে সেইরূপ কথাবার্ত্তা কহে—আপনাদের কথা আপনারা বোঝে মজা করে গাঁজা খায় আনন্দ করে—কেমন গুরুদেব?

হাঁ দাদা কহিলেন। জীতা রহবাবা, আশীর্ব্বাদ করি শাস্ত্রী হও—ধর্ম্মের দল কর—লোকদের নীতিশিক্ষা দাও—বাহবা বাহবা—ঠিক বলেছ, তা বই কি—মানুষের বোঝবার সাধ্য কি ? এই যে আনন্দময়ের রচনা ইহারএকটি দুর্ব্বাঘাসের স্বরূপ যখন আমরা বলতে অক্ষম তখন বিচার—তর্ক—মর্ক—কিকেবল লোক ঢলান মাত্র নয় ? জগতের অপরাপর পদার্থের সঙ্গে তুলনায় আমাদের মস্তিষ্ক অতিক্ষুদ্র ও সামান্য পদার্থ। এই মাথায়, বিচারে এলোমা বলে যে একটা বিষয়—বিশেষতঃ বুদ্ধি বিবেচনার বাহিরের বিষয় সকল মীমাংসা করা বড়ই অন্যায়—তোমাকে একটা সত্য গল্প শোনাতে ইচ্ছা করি কিন্তু বাপু আগে মানুষের শক্তি যে কতদূর তা বলি একটু তামাক খেয়ে মন দিয়েশুন, তুমি স্বপ্নে কি বিশ্বাস করবে, যে মানুষ যে সকল জিনিষ চক্ষে সর্ব্বদা দেখে। তার ঠিকরূপ কি কিছুই দেখিতে পায় না। যা কানে শোনে সেশব্দ কি তার স্বরূপ কি ? কিছুই বুঝ্‌তে পারে না—কেবল ঘোর অন্ধকারকে আলো মনে কোরে আনন্দে কাটাচ্ছে ! রাধানাথ ! (গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে করিতে) সে কি ঠাকুর—আপনি যে এ আজগুপিকথা কচ্ছেন—কিছুইত বুঝ্‌লাম না—আমি আপনাকে দেখ্‌ছি তা কি আপনার ঐ গোঁপ দাড়ি, বড় বড় চক্ষুদুটী—তাত বেশ দেখ্‌তে পার্‌চি,

তবে আবার ঠিক দেখ্‌ছি না কি করে? মায় তিল্‌টী—আঁচিল্‌টী পর্য্যন্তও যে দেখ্‌তে পাচ্ছি—এ কি কথা দেব! আপনি বড় ভুল বক্‌চেন—আচ্ছা—আগে তামাক খেয়ে ঠিক হন্‌ পরে সকল কথা শুন্‌ব।

হাঁ দাদা। আরে পাগল তামাক খেতে হবে না—আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতেছি—তুমি একটু ভাল করে শোন—আর্‌সিতে মুখ দ্যাখা যায় কেন বল দেখি?—কারণ আমাদের মুখের ছাওয়াটা আর্‌সিতে পড়ে—সেইরূপ চোখের ভিতরও একখানি ছোট পর্দ্দা আছে সেটী ঠিক্‌ আর্‌সির কর্ম্ম করে। আর্‌সি মানুষে তৈয়ারি করেছে সুতরাং চোকের আর্‌সির অপেক্ষা নির্ম্মাণ কৌশল নিতান্তই নিকৃষ্ট। চোখের ভিতরের আর্‌সিটীর আয়তন যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু বড় কারিকরের নির্ম্মাণ কৌশলে এতই সুন্দর, এতই সম্পূর্ণ যে সেই আয়্‌নাটীতে একেবারে অনেক ছোট বড় মুর্ত্তির ছাওয়া পড়ে এবং সেই ছায়া পড়বামাত্র মন তৎক্ষণাৎ জাস্তে পারে যে কোন্‌টী কোন্‌ জিনিষ—বুঝেচ কি?—

রাধানাথ। ও হরি! তবে কি আমরা ছায়া দেখি—আদৎ বস্তুর স্বরূপ কিছুই দেখিতে পাই না—ছায়া!!—ছায়াতেই এত মায়া!!

হাঁ দাদা। হাঁ বাপু! তা না হ'লে মজা কি? এই ছায়া

দেখেই আমাদের অহঙ্কার ধরে না—তাই বলি একবার বুঝে দেখ যে, যখন আমাদের (মনে কর) জগতের বস্তু মাত্রেরই ছায়ার বেশি দেখ্‌বার শক্তি নাই তখন আমরা যে কত বড় শক্তিবান জীব তা সহজেই বুঝতে পার।—এই ছায়া দেখা অবশ্য ভূল দেখা, নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এই ভুল দেখাকে ঠিক দেখা ব'লে চাক্ষস্ প্রমাণকে নির্ভুল প্রমাণ স্ববিবেচনা করেন এবং সেই প্রমাণের উপর তর্ক ও বিচার করা হয়। কত বড় আহাম্মুকি মনে কর দেখি। যেরূপ দেখার কথা শুন্‌লে সেইরূপ শোনা,—স্পর্শ করা—ইত্যাদি সকলই ভূল। মনে মনে একটু ভাবিয়া দেখ আমার সকল কথা তোমার সত্য ব'লে বোধ হবে—ফল কথা আমরা আমাদের বড় শক্তি-বান্ জীব ব'লে অহঙ্কার করি—তর্ক ও বিচারে সমস্তই ঠিক্ বুঝি এরূপ ধারণা আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই ঠিক্ বুঝ্‌বার শক্তি নাই—জগদীশ্বরের রাজত্বের এক কণিকা ধুলা বালিরও স্বরূপ বুঝ্‌বার ক্ষমতা নাই অথচ আমাদের অভিমান—যে আমরা বিলক্ষণ বুঝি সমস্ত বুঝি—ঈশ্বরকে ত ছেলেবেলায় বুঝে রাখিয়াছি—কারণ বোধোদয়ে পড়েছি "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।"

রাধানাথ। প্রভু বড়ই আশ্চর্য্য কথা আপনি বল্‌তে-

ছেন—সত্য কথা—এ সকল কথা বড়ই ঠিক্—আবার বলুন্—আরও বলুন—ক্রমশঃ আমার যেন চোক্ কান্ খুল্‌চে।

হাঁ দাদা। বাপু রাধানাথ! তুমি বড়ই বুদ্ধিমান ছেলে। দেখ, জগদীশ্বর আমাদের বড় একটী আশ্চর্য্য জিনিষ দান করেছেন সেটীর নাম মন—মনে ভাব—ক্রমাগত ভাব—উপদেশ না পেলেও সত্য সমস্তই যতদূর বোঝা যায় ততদূর আপনই বুঝিতে পার্‌বে। কিন্তু যা বুঝ্‌বার জো নাই তা মাথা খুঁড়্‌লেও বুঝ্‌তে পার্‌বে না—যা মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই—তা তর্কে বা যুক্তিতে বুঝ্‌বার চেষ্টা ক'রও না। তা হ'লে নিশ্চয়ই অমঙ্গল সম্ভাবনা। সেইরূপ অনিষ্ট অল্প বুদ্ধি লোকে সহজেই আপনার উপর আনিয়া ফেলে, সেইজন্য উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনা তোমার কাছে বলি—সেটী বড় ভয়ানক অথচ সত্য গল্প—শুন্‌লে ভয় পাবে না ত?

রাধা। না প্রভু আপনার শিষ্যের ভয় কোথায়? আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, যতই আপনার কথা শুন্‌ছি, তত জগৎ যেন আমার কাছে অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামহরি সংবাদ।

ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ প্যাঁচায় ডাকে।
প্যাঁচায় ডাকে, চাম্‌চিকে
উড়ে উড়ে যায়,
বিকট্‌ সাড়া, সব বেয়াড়া
অন্ধকার ময়;
টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ে।
বৃষ্টি পড়ে
মৃদু ঝড়ে
গাছের পাতা দোলে,
ঘোম্‌টা টেনে
আড়্‌ নয়নে
সৌদামিনী খেলে,
সব লোক ঘুমে সারা।
ঘুমে সারা, জ্যান্তে মরা
চক্ষু বুঁজে রয়,
কেউ হাসে
কেউ দুঃখ ভাসে
কেউ বা কত সয়;

জেগে আছে নবীন যারা।
নবীন যারা, প্রেমে সারা
প্রাণের কথা কয়,
ফুস ফাসেতে, আছে মেতে
প্রেমানন্দে রয় ;
প্রেম গড়িয়ে পড়ে।
গড়িয়ে পড়ে, চুপু সাড়ে
ভাসে খানা ডোবা,
কেউ বা হাসে, কেউ বা ভাসে
কেউ বা হাবা গোবা ;
প্রেমে সব জ্যান্তে মরা।
জ্যান্তে মরা, প্রেমের ধারা
ছেঁচ্‌কি পোড়া রেতে,
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে।

এহেন সময়ে,
বীর চুড়ামণি রামহরি,
কহিল ! প্রিয়ারে
অতি মধুর নিক্বণে গলাধরি—

প্রিয়ে !
আর না সহিতে পারি
ঝরিছে নয়ন বারি,
কাঁপিতেছে তরবারি মোর
থর থরি,
দেহ আজ্ঞা মহাশয়া,
করি দাসে দয়া,
এখনি লিখিব আমি
সব কথা মিরার, এষ্টেটস্‌ম্যানে ;
বাধাইব হৈ চৈ
টলাইব থৈ দৈ
বেধে যাবে রৈ রৈ
দেখিবে বাঙ্গালী সবে কি পারি না পারি ।
এত কষ্ট ! উঃ !!!!!!!!!
অনাহার !
দুই অহোরাত্র !!!!!!
কাঁদি না আমার তরে,
পারি সহিবারে,
তরবারি তীক্ষ্ণধার,
অনাহার কিবা ছার,

প্রিয়ে কিন্তু ফুট-কড়াই খেয়ে
আছ তুমি !—
নাহি পারি সহিবারে।
আমি পাস বিয়ে,
ধিক্ জনমিয়ে,
মম সম কুলাঙ্গার।
দ্বারে দ্বারে ফিরি
কোথায় চাকুরি
নাহি জোটে—হা বিধাতা ! আর সহিব না ;
এখনি লিখিব সব কথা
করিব কন্‌গ্রেস্
যাইব বিদেশ
গলাবাজি চোটে ফাটাব এঁটেল মাটি,
তাহলেই হবে হাতে চাঁদা একগাদি।
দেখি প্রিয়ে কেমনে না পাও তুমি ভাত
দুই ব্যালা !!!
চলিলাম এই আমি
গুড্ বাই, ডিয়ার ডিয়ার মাই লাইফ্
রামমণি।

রামমণি। (হস্ত ধারণ) বঁধু ডাগর নাগর হে

নট না কর নাকর নাকর হে ॥

নাহি চাই ভাতে, সুধু কলাপাতে

ভরাইব পেট্ আমি,

কিন্তু মাগি এই, নাথ তব ঠেঁই,

দুটী "বড়ী" দিও তুমি।

সোনার গহনা, দিতে পারিবে না

জানি তাহা বেশ মনে ;

জামা বেল্‌দার, মিহি গুল্‌বাহার,

মাথা থাও দিয়ো কিনে।

কেমিকেল সোনা, দুখানা চার্‌খানা,

দিয়ো কিনে প্রাণসখা,

প্রয়োজন নাই, তবে জান ভাই,

কোন রূপে মান রাখা।

কাজে যাও চলি, মানিলাম্ কালি

ভালোয় ভালোয় এস ফিরি।

যাকরে মহেশ, পালা হল শেষ

সবে বল হরি হরি।—

[ইতি রাম হরির কন্‌গ্রেশ যাত্রা]

ভয়ে চক্ষু বুঝিল। কত রকম ভাবনা ভয়, বিস্ময়, মনে উদয় হইতে লাগিল, কত কি ভাবিতে লাগিল, তা মাণিকই ঠিক করিতে পারিল না। ক্রমশ মেঘ ও ঝড় প্রবল হইয়া উঠিল—মাণিক অচেতন হইলেন—একে বালিকা তায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, এদিকে মায়ের পীড়া—নানা কষ্ট, আহা বলিবার কেহ নাই—এতক্ষণ কোমল প্রাণে কষ্টের, যন্ত্রণার, হতাশের, ঘোরতর যন্ত্রণা সকল সহ্য করিয়া আর পারে নাই, ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করাতেই হতভাগিনী দেখিয়া নিদ্রাদেবী একটু দয়া করিয়াছিলেন তাই মাণিক অচেতন, নিদ্রায় অচেতন—এখন তার আর বুক ধড় ফড়্ করচে না, কোন ভাবনাই নাই, কোন ভয়ই নাই—মাণিক এখন ঘোর নিদ্রায় অচেতন। কাল মেঘে আকাশ ঘেরিল, সহসা বজ্রনিনাদ, আকাশের মধ্যে সিংহাসনে কে যেন রয়েছে, ইত্যাদি স্বপ্ন দেখে নাই—ফল কথা মাণিকের এখন কোন জ্ঞানই নাই, গাঢ় নিদ্রা—এমন কি সে নিজে আছে কি নাই, তা তার জ্ঞান নাই। এইরূপে কএকঘণ্টা চলিয়া গেল।

প্রাতঃকালে মাণিক চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শয্যায় উঠিয়া বসিল—প্রথমেই মাকে মনে পড়িল, মার মুখের দিকে দেখে যে মা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন—এতদূর

প্রগাঢ় গাঢ় যে সে নিদ্রা চিরস্থায়ী। অবোধ মাণিক ভাবিল যে মা এখন ভাল আছেন, সমস্ত রাত্রি কষ্ট পেয়েছেন মাথা চেলেচেন, জল জল করেচেন, এখন বোধ হয় একটু ঘুম এসেছে। এই মনে করিয়া ঘর হতে বাহিরে আসিল—বাহিরে আসিয়া চোকে মুখে জল দিয়া ভাবিতে বসিল—কি যে ভাবিতে লাগিল তা গণককারের বাবাও বলিতে পারেন না—কিন্তু আমরা মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে মাণিক যেন আজ কি ভাবিতেছে—নূতন ভাবিতেছে তাই ভাবনাটা এলো মেলো—খেই হারান ভাবনা—কিন্তু এ ভাবনা যে কতকটা দুঃখের ভাবনা তার আর কোন সন্দেহই নাই।

মাণিক দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিতেছে এমন সময়ে তার প্রতিবাসিনী—বৈষ্ণব দিদি মন্থর গমনে আসিয়া দেখা দিলেন এবং মাণিককে যতদূর সম্ভব মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁলা মাণিক! তোর মার নাকি অসুখ করেচে—

মাণিক। হাঁ দিদি বড় জ্বর হয়েছেল, কাল সমস্ত রাত্রি মাথা চেলেছিলেন আর জল জল করেছেন—

বৈষ্ণব দিদি। কেমন আছে—

মাণিক। এখন ত ভাল আছেন।

বৈষ্ণব দিদি। চল্ দিকি একবার দেখিগে।—বলি

মুখটা শুক্‌নো কেন তোর কি কোন অসুখ হয়েছে ?—না বৈষ্ণব দিদি !—বলিয়া মাণিক কিছু ঘাড় হেঁট করিল—

বৈষ্ণব। তবে কথা বেরুচ্চে না, মুখ শুক্‌নো কেন ?

মাণিক। মা আজ ভাল হয়েছেন বটে কিন্তু আর দু পাঁচ দিন না গেলে ত আর গায়ে জোর হবে না। পাড়াতেও বেরোতে পারবেন না—তিনি না বেরুলে চাল্‌ ডাল কোথা পাব বৈষ্ণব দিদি ! আজ তিন দিন ঘরে কিছুই নাই।

বৈষ্ণব দিদি। ওমা তোর খাওয়া হয় নি নাকি লো ! ওমা। তিন দিন উপোস করে আছিস্‌।

মাণিক। হা বৈষ্ণব দিদি—হাত পা গুলো আমার ঝিন্‌ ঝিন্‌ কর্‌চে—

বৈষ্টব দিদি আর মাণিকের কথা শুনিল না—বলিল, চল একবার তোমার মাকে দেখে আসি, এই বলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল—ঘরের জানালা খুলিল—মাঠাকুরুণ, মা ঠাকুরুণ ! বলিয়া চীৎকার করিল—উত্তর নাই—নিকটে গিয়া দেখিল চক্ষু স্থির, মুখ ঈষৎ হাঁ করা—শরীর শক্ত, নাকে নিশ্বাস নাই, বৈষ্টব দিদি আপনার মাথায় আপনি করাঘাত করিল—চক্ষে জল আসিল—মাণিকের হাত ধরিয়া বলিল মাণিক তোর মা ম'রেছে শীঘ্র মুখুয্যে বাবুদের বাড়ী

খবর দে, তা না হ'লে তোর মা বাসি মড়া হবে। আমার এখন সময় নাই আমি চল্লাম।—

মানিক। মা মরেচেন কি রকম ? আর মুখুয্যে বাড়ীতে খবর দিবই বা কেন বৈষ্টব দিদি ?

বৈষ্ণব দিদি। আ মরণ—ন্যাকা মেয়ে কিছু বোঝেন না—এই বারে সব বুঝ্‌তে হবে—আমি যা বল্লাম তা কর্‌তে হয় ত কর, আর না হয়, যা ইচ্ছে তাই কর্‌গে যা—আমার কি বয়ে গেল। এই বলিয়া বৈষ্টব দিদি, দ্রুতগামী রেসের ঘোড়ার ন্যায় চলিয়া গেলেন। এদিকে মাণিক বড় গোল-মালে পড়িল।

বৈষ্টব দিদির একটু পরিচয় দেওয়া উচিত! বৈষ্টব দিদি পূর্ব্বে সোনারবেনের মেয়ে ছিলেন, তা বলে কলিকাতার সোনারবেনের মেয়ের ন্যায় সুন্দরী ও সৌখীন নহেন। দিদির রংটী দোবারা আল্‌কাতরা, চক্ষু দুটী হাতির মতন, কপাল খানি ছোট, চোয়াল দুটী ফাঁড়ে ডাগর, গাল টেবো টেবো, ভ্রূতে চুল নাই, নাক থ্যাবড়া ঘাড় বেঁটে, গলায় একছড়া গিণ্টির হার আছে, ত্রিকণ্ঠি মালাও আছে চুল এতদূর লম্বা যে চাঁদের পানে উৰ্দ্ধ দৃষ্টি করিবার সময় ঘাড় পর্য্যন্তও আসিয়া পড়ে, সে চুল গুলি আবার কটা কটা—যা হউক বৈষ্টব দিদিকে অন্ধকারে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন সাদা

কাপড় খানি দাড়িয়ে আছে, আর নিলাম্বরী কাপড় পরালে যে কি বাহার হয় তা পাঠক মহাশয় গণ বিবেচনা করুণ—মাগিটে মোটা, কাল কোল দোহারা, বয়েস প্রায় চল্লিস্ পঁয়তাল্লিস। গুণও যথেষ্ট "মৃণালিনীর" গিরিজায়া "বিষাদের" মাধব—পাড়ার বেয়াড়া ছোঁড়াদের মালিনী মাসী বলিলেও কতকটা পরিচয় দেওয়া হয়।

হাঁ দাদা।

হাঁ দাদা। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে ৺ কাশীধামের নিকট মৃজাপুর বলিয়া একটী নগর আছে, নগরটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটী বড় সহর, সহরে ডাক্তার আছেন কবিরাজ আছেন, কাছারি আছেন, বিদ্যালয় আছেন, টোল আছেন. বাজার আছেন, উকিল মোক্তার আছেন, বড় বড় ধনী বাস করেন, মদের দোকান আছেন, বেশ্যা আছেন, রং তামাসা আছেন, ইয়ার আছেন, গান বাজনা আছেন, মোট কথা সহরে যা যা থাকা উচিত মৃজাপুরে সে সমস্তই আছেন, মৃজাপুর একটী উত্তম সহর—বিন্ধ্যগিরির কোলে স্থাপিত—স্বাভাবিক দৃশ্যও সুন্দর—এই স্থানে একটী

ইংরাজি স্কুল আছে। যে সময়ের কথা আমি বল্‌চি সে সময়ে নূতন বিয়ে পাশ আরম্ভ হয়েছে—তখন বিয়ে পাশ লোক—দেবতা কি মনুষ্য ঠিক করা যাইত না (এখন যেমন ধামাধামা বিয়ে, এলে তখন তা ছিল না) সেই সময়ে কলিকাতার দত্ত বংশের এক জন লোক তিনি প্রথম বিয়ে পাশ করেন—ইংরাজীতে বিয়ে পাশ করেছেন তা হলে কেননা মেজাজ্ সাহেবি হইবে? বিশেষতঃ তিনি আবার বিজ্ঞান শাস্ত্রে এক জন হেঁড়ে পণ্ডিত ছিলেন—যাহা হউক যদিও দত্তরা সে সময়ে পয়সা ওয়ালা লোক ছিলেন—অন্ন বস্ত্রের কোন কষ্ট ছিল না, পায়ের উপর পা দিয়ে মজ্জা কোরে ব'সে চল্‌ত—কিন্তু বিয়ে পাশ করা বাবুটী তাহা পছন্দ কর্‌তেন না—তিনি সর্ব্বদা বল্‌তেন যে পায়ের উপর পা দিয়ে চলা যে আমাদের একটী কথা আছে সেটীবড় ভয়ানক কথা—যত দিন এই কথার লোপ না হবে ততদিন আমাদের জাতির মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে না—বাপের টাকা আছে ব'লে—খাবার পরবার জোগাড় আছে ব'লে আমি কর্ম্ম কর্‌ব না? এ বড় অন্যায় কথা—যাহা হউক তিনি মূর্খ বাঙ্গালী ছিলেন না সেই জন্য অতি শীঘ্রই একটী মাষ্টারি জোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন (এসময় হইলে জুটিত না) অর্থাৎ তিনি এক শ পঁচিশ টাকায় মির্জাপুর ইংরাজি

স্কুলের হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন—এবং গাট্রি গুট্রি লইয়া মৃজাপুর যাত্রা করিলেন।

এদিকে মৃজাপুর বাসী ভদ্র ভদ্র লোকেরা—বিয়ে পাস করা মাষ্টার আস্ছেন তিনি আবার পয়সা ওয়ালা লোক—এই আনন্দেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা যথাসাধ্য মাষ্টারের জন্য ভাল পল্লীতে যত দূর ভাল বাড়ী পাওয়া যায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। চাকর, নফর, চাল, ডাল মায় তেলটুকু নুনটুকু পর্য্যন্ত কিনিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আজ্ মাষ্টার বাবু মৃজাপুরে পোঁছিবেন, সকলই আনন্দিত, বিয়ে পাশ করা লোক কিরূপ অদ্ভুত জানোয়ার দেখিবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক লোক মাষ্টারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মৃজাপুর এষ্টেসনে গিয়াছেন। এই গাড়ি এল, এই মাষ্টার এলেন, এইরূপ চিন্তায় ক্রমশ অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন—এমন সময়ে টিং টং টং করিয়া ঘড়ি বাজিল—পাখা পড়িল—ক্রমশ গাড়ি এষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ি হইতে বিস্তর লোক নাবিল বটে, কিন্তু মাষ্টারকে কেহ দেখিতে পাইলেন না—কৈ আজ তবে এলেন না এইরূপ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে একজন চাকর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! এষ্টেসন

হতে মৃজাপুর কতদূর হইবে ? একজন উত্তর করিলেন বেশী দুর নহে—

চাকর। সেখানে কি ভাল হোটেল আছে ?

লোক। কই বাবু হোটেলত দেখি নাই।

চাকর। ইস্কুলের সেক্রেটারি লালা মনোহর দাসের বাড়ী কতদুর হবে ?

লোক। কেন ? ইস্কুলের সেক্রেটারির আবশ্যক কি ?

চাকর। আমার বাবু এখানে মাষ্টার হয়ে এসেছেন—তাই—

সকলে। মাষ্টার বাবু এসেছেন—কৈ কোথা—আমরা যে তাঁরই জন্য দাঁড়িয়ে আছি——চল, কৈ কোথা তিনি—চাকর ঐ সকল লোকদিগকে সাহেবদিগের বিশ্রাম করিবার স্থানে লইয়া গেল—সকলে দেখিয়াই অবাক্ হইলেন—দেখিলেন মাষ্টারত নহে, একজন সাহেব, চেয়ারে বসিয়া চুরুট্ ফুকিতেছেন—লোকের গোলমালে সাহেব বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তত্ত্বকথা।

নং ৫

উন্নতি।

উন্নতি কিসে হবে?—আমাদের, অর্থাৎ বাঙ্গালীর উন্নতি কিসে হবে?—এ বিষয় চিন্তা করা আমাদের এখন নিতান্ত আবশ্যক, কারণ আমরা আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মত অসভ্য ও অশিক্ষিত নহি—এখন আমাদের পরিবর্ত্তন, ভয়ানক—আষ্টনমি পড়িয়াছি, ক্যালকিউলাস্ কসিতে পারি, আইন আদালত বুঝি; খবরের কাগজে আর্‌টিকেল্ লিখিতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি—ফলকথা ইংরাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ওস্তু-ফুল গুলো অপেক্ষা সহস্র সহস্র অংশে সভ্য ও উন্নত হই-য়াছি তার আর ভুল নাই—তাই বলি যখন সভ্য হই-য়াছি—বুঝিতে শিখিয়াছি—ভাবিতে শিখিয়াছি—তখন কেন না নিজের দেশের অবস্থা ভাবিব—কেন না উন্নতির উপায় করিব—অবশ্য করিব। যখন আমাদের হস্তে দেশের উন্নতির ভার ন্যস্ত, তখন কেন আমরা উদাস হইয়া থাকিব—তাই আজ একবার মোটা মুটি চিন্তা করিব বাঙ্গালির উন্নতি কিসে হইতে পারে?

আমরা বাঙ্গালা রকম ভাবিতে ইচ্ছা করি না কারণ বাঙ্গালা জিনিস্ সব ভেল্—প্রায় পছন্দসই হয় না তাই আজ ইংরাজী রকমে ভাবিব—দেখিব কিসে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত বাঙ্গালী আরও উন্নতি লাভ করিতে পারেন, উন্নতির একবারে মগ্‌ডালে উঠিতে পারেন—ভারত মাতা আনন্দে নৃত্য করিতে পারেন। আমরা আজ আমাদের উন্নতির জন্য এত ভাবিব —এত গাঢ় প্রগাঢ় চিন্তা করিব, যে লিউনেটিক্ অ্যাসাইলেমে থাকিতে হয় সেও স্বীকার, তত্রাচ কখনই ছাড়িব না—ভাবিতে কখনই বিরত হইব না—যে যা বলে বলুক্, সংবাদ পত্রে যা লিখে লিখুক, কিছুই গ্রাহ্য করিব না—দেশের জন্য—স্বজাতির জন্য—প্রত্যহকত কত বীর আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা গাঢ় চিন্তা করিয়া একটা উপায় স্থির করিব তাহা পারিব না। তাও যদি না পারি তাহা হইলে আমাদের জীবনে ধিক্—বিদ্যায় ধিক্—কর্ম্মে ধিক্—মানে ধিক্, প্রাণে ধিক্। আর না—বৃথা কেন সময় নষ্ট করা—এই ভাবিতে বসিলাম—দেখি কতদূর করিতে পারা যায়।

ভাবিতে ভাবিতে একেবারে তন্ময়ত্ব হইয়াছে—এখন আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, যে জাতীয় উন্নতি ত্রিশক্তির অধীন—তিনটী শক্তি লাভ করিতে পারিলেই বাঙ্গালীর জয়

লাভ হইবে—ইহা ব্রহ্মবাক্য—কখন লঙ্ঘন হইবার নহে অতএব উন্নতি ও তাহারবংশাবলী আমি নিম্নে ইংরাজী কেতায় অঙ্কিত করিয়া সাধারণের মনের অন্ধকার দূর করিতেছি—ইহা অতি গোপনীয়—যাহাকে তাহাকে দিবে না—শঠে, ধূর্ত্তে, মূর্খে, পাষণ্ডে, গুরুদ্বেষী ইত্যাদিকে একেবারে অদেয় রহিল ঃ———

ত্রিশক্তি বা উন্নতির বংশাবলী।

- উন্নতি
  - বাহুবল
    - কেরাণি গিরি ও নানাবিধ চাকুরী।
    - নালিস মকদ্দামা, দওয়ানি ফৌজদারী, জুয়াচুরি, বাট্‌পাড়ী, বিজ্ঞাপন, উপহার, চাঁদা তোলা।
  - বুদ্ধিবল
    - মুখস্ত করিয়া ঘুস্ দিয়া, প্রশ্ন চুরি করিয়া, পাস্ করা।
    - খবরের কাগজের সম্পাদকতা
  - হৃদয়
    - বিধবা বা সধবা বিবাহ করা
    - বাল্যবিবাহ না করা।

উপরে যে বংশাবলীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে-শক্তহইলেও তাহা বোধ হয় অনেকে বুঝিয়াছেন। যদি কেহ না বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে আরও একটু বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতেছি—অদ্য আমরা যেবিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতেছি আমাদের মধ্যে যে বিষয়ের আন্দোন হইতেছে, তাহা বড় গভীর বিষয়—চিন্তাশীলতার বিশেষ আবশ্যক, অতএব অনুরোধ—মনটা এই বিষয়ে ভাল করিয়া যোগ দাও তবে যদি কিছু ধারণা করিতে পার। ঐ যে দেখিতেছ—উন্নতি সকলের—উপরে লেখা আছে ঐ উন্নতি অর্থাৎ জাতীয় উন্নতি লাভ করিতে হইলে তাহার তিনটি নেজুড়্—অর্থাৎ ধনবল, বুদ্ধিবল ও বাহুবল এই ত্রিশক্তির উপাসনা করিতে হয়। তিন শক্তি যত দিন হস্ত গত না হইবে ততদিন সে জাতি পিলা ফাটিয়া মরিবে, আসামে চা বাগানে কুলিগিরি করিবে, সাহেবের দিকে তাকিয়া দেখিলে বিলিতি ঘুসো খাইবে, ঘরের যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে থুয়েও ভালই পাইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বোঝা গেল যে উপরি উক্ত ত্রিশক্তির উপাসনা ভিন্ন, জাতীয় উন্নতি কোন মতেই হইতে পারে না। তাহা হইলে বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য এই যে, কি উপায়ে ঐত্রিশক্তির এক একটী শক্তি লাভ করা যাইতে পারে কায়মনোবাক্যে

তাহার ধ্যান করা। (পাঠক ইহাকেই ঋষিরা তন্ত্রে শক্তি সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন) তবে এখন দেখা যাউক, ধনবল কিরূপে হইতে পারে। ধনবল ত হইয়াই আছে যখন বাঙ্গালীর শীল, নোড়া, ঠাকুর, দেবতা, প্রভৃতি দুই পাঁচ জন দীপনির্ব্বানোন্মুখ কাণ্টা ভাঙ্গা ধনী আছেন, তাঁহারা জকের মতন পয়সা বুকে করিয়া মরিবেন তত্রাচ কোন ব্যবসাতে উৎসাহ দিবেন না সওয়ায় উপাধি পাইবার মতন টাকা ব্যয়—তখন বাণিজ্যে লক্ষী না হইলেও বিস্তর বিস্তর উপায় আছে যাহাতে ধন সঞ্চয় হতে পারে!—কেরাণি গিরি কর, সরকার গিরি কর, জলের খেলা খেল, আফংএর খেলা খেল—চাস্ দাও—লাঙ্গল চালাও—অভাব কিসের? আর অর্থ তোমাদের নাই কিসে?—ঘরের খবর যাই হউক বাহিরে যখন তুমি বাহির হও তখন তুমি ধনী নও কিসে?—অন্ততঃ তোমার পায়ের জুতার দামই সাড়ে পাঁচ টাকা—ছড়ি ও টেরি অমুল্য, ঘড়ি আছে, চেন্ আছে, আংঠী আছে, ধনীর যা থাকা আবশ্যক তাই আছে। আরও দেখ কোন্ বাঙ্গালী অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন ব্যারেষ্টার, উকিল, ডাক্তার, কেরাণি, চাসা, চোর, জুয়োচোর, ডাকাত, ব্যবসাদার, এমন কি যে গুলো নিতান্ত অকর্ম্মণ্য তাহারাও আপনার আপনার প্রবৃত্তি

অনুসারে কেহ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কেহবা গ্রন্থকার, কেহ বা খবরের কাগজের সম্পাদক, এবং কেহ দল বাঁধিয়া কন্‌গ্রেস চাই, ধনভাণ্ডার চাই বলিয়া দু চার পয়সা রোজ-গার করিতেছেন—যখন বাঙ্গালীর চাসা হইতে টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্তও রোজগেরে পুরুষ, তখন সে বাঙ্গালী কখনই নির্ধন হইতে পারে না। পেটে ভাত না জুটিলেও বাঙ্গালীর টাকা আছে ইহাই সিদ্ধান্ত।

এইবারে বুদ্ধিবল কতদূর বিবেচনা করা যাউক—এবারে আর কথাটী কহিবার যো নাই—কেহ বলুক আর নাই বলুক, কার্য্যে প্রকাশ থাকুক্ আর নাই থাকুক্, কিন্তু আমরা অবশ্য বলিব যে বাঙ্গালী বুদ্ধির সাগর—বাঙ্গালী ইণ্ডিয়ান এথিনিয়ান্, কি না করিতেছেন? সভাসমিতি, কন্‌গ্রেস, খবরের কাগজ, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কতই লেখা,—এসকল কি সহজে কেহ পারে? আরও দেখ ইংরাজ, বাঙ্গালী না পাইলে রাজ্য করিত কি করে—এই যে ব্রহ্মদেশ সেখানেও বাঙ্গালী কেরানি বাঙ্গালী একাউণ্টেণ্ট—বড় বড় আফিস্ দেখ, বাঙ্গালীহেড্ ক্লার্ক। বাঙ্গালী সকলই করিতেছে, ইংরাজ কেবল বসিয়া আছে আর নাম সহি করিতেছে ও একটী গাদি টাকা মাহিনা মাসে মাসে ফাঁকি দিয়া লইতেছে।

আমরা দিন রাত্রি খাটিয়া অল্প বেতন পাই বটে কিন্তু সমস্ত কার্য্যই ত করিয়া থাকি। তবে আমরা বুদ্ধিমান নই কিসে! আমাদের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বিল্ পাশের সময় কেমন সুন্দর প্রকাশ পায় দুই একটী এমনি মিথ্যা বোল্ চাল্ দি, যে সাহেব বেটা ভুলে গিয়ে তখনই বিল্ পাস্ করে দেয়—দেখ দেখি আমাদের বুদ্ধির তেজ কতদূর !!! আমাদের যে বুদ্ধি নাই একথা কেহই বলিতে সাহসী হইবে না, আমাদের যদি কিছুই না থাকে তত্রাচ সে বুদ্ধিটুকু আছে এটী বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত, সকলেই স্বীকার করিবেন।

যাহা হউক বেশ দেখা গেল আমরা ধনী ও বুদ্ধিমান। এখন দেখা আবশ্যক যে আমাদিগের বাহুবলকত খানি। এই বাহুবল পরিমাণ হইলেই বুঝা যাইবে যে আমাদের জাতীয় উন্নতির কতবিলম্ব—কথাই আছে "যে বল বল বাহু বল„ যখন একটী কথায় চটে ওঠে গৃহিণীকে ধোপার পাটা প্রস্তুত করতঃ ধপা ধপ্ শব্দে ধনঞ্জয় করিতে পারি, এমন কি "কি হল, কি হল" বলে পাড়া প্রতিবাসী পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে মুখের ভাত ফেলিয়া উঠিয়া আসে, তখন বাহুর বল অবশ্য আছে—যদি বল তবে ইংরাজের নিকট মারখাই কেন? এই বিষয়টী চিন্তাধীন, অবশ্য ইহার কোন গুঢ় কারণ থাকবে, একবার বিজ্ঞান মত ভাবিয়া দেখা যাউক, তাহা

হইলেই সকল ঝাপ্‌সা কাটিয়া যাইবে। ইংরাজকে দেখিয়া যখন ভয় হয় তখন অবশ্য শক্তির তারতম্য আছে। ইংরাজ বলবান আমরা দুর্ব্বল, তাই তাহাকে প্রহার করিতে সাহস হয় না, তবে যে আমাদের বাহুবল একেবারে নাই একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। যখন স্ত্রীকে প্রহার করিতে সক্ষম তখন বাহুবল আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাল ব্যবহার না থাকায় মরিচা ধরিয়া আছে, বাহুবল, প্রবল করিতে পারিলেই আমাদের ত্রি শক্তির সম্পূর্ণতা হয়, এবং তাহা হইলেই উন্নতি লাভ নিশ্চয়ই হইবে। যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে যৎকিঞ্চিৎ বাহুবলের উন্নতি করিলেই আমরা উন্নত হই, তখন কেন না সে বিষয় চিন্তা করিব—আজ, যখন চিন্তা করিব, গাঢ় চিন্তা করিব, চিন্তার জোরে হিমালয় হইতে কুমারিকার কিনারা পর্য্যন্ত টলাইব, যখন সঙ্কল্প করিয়াছি তখন অর্দ্ধ পথে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, তাই আরও একটু চিন্তার পরিচয় দিব, অর্থাৎ ভাবিব যে কি উপায়ে বাহুবল বৃদ্ধি করা যায়। জিম্‌নাষ্টীক ব্যায়াম ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয় নহে সুতরাং প্রথমতঃ দেখিতে হইবে বালকের হাড় মোটা কিরূপে হয়—স্বভাবত বালক কি উপায়ে বলবান্ হইতে পারে, গলা সকলেরই আছে, গায়কেরা গলা সাধে সত্য

কিন্তু কর্কশ গলা হইলে সাধনায় কি বেশি মিষ্ট হওয়া সম্ভব? যাহার গলা স্বভাবত মিষ্ট, সেই সুর সাধনায় আরও সুমিষ্ট হয়। সেইরূপ জন্ম হইতে বালককে বলবান করা চাই, বিজ্ঞান বলে সুতিকা ঘর হইতেই বালক বলবান হইবে তবে আমাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব। এখন উপায়? বাল্যবিবাহ আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, প্রাচীন লোকগুলা কি জানোয়ারই ছিল তাঁহাদের মত এই যে "যদি বাল্যবিবাহ দেওয়া হয় এবং শৈশবাবস্থা হইতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস করে তাহা হইলে তাহাদের ভিতর একটী অকৃত্রিম ও অনির্ব্বচনীয় প্রণয় উৎপন্ন হয়, সেটী পরস্পরের মনে এত গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় যে মৃত্যু হইলেও কেহ কাহাকেও ভূলিতে পারে না।" আর বেশি বয়েসে বিবাহ হইলে বুড়া সালিক পোষ মানে না, সংসারে সুখ হয় না কেবল দোকানদারিতেই কাল কাটে। "রংথিয়রী" সম্পূর্ণ ভুল—এই জন্যই ত আমাদের দেশে আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত—বাল্যবিবাহ না ওঠালে দেশের উন্নতি কখন হবে না অতএব বাল্যবিবাহ উঠাইবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তে গান্ধর্ব্ব্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, এমন কি—দেশের খাতিরে—রাজনীতির খাতিরে, জাতীয় উন্নতির খাতিরে,

সধবা বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল। উন্নতি করিতে গেলে সমাজ সংস্করণ প্রথম আবশ্যক। পাঁচজন বোকা লোকের কথায় দেশাচারের দাস হইলে কিছুই করিতে পারিবে না। যেমন আমাদের ধনবল, বুদ্ধিবল আছে সেই রূপ বাহুবলটাও একটু বৃদ্ধি করিয়া লইলে সব ঠিক হয়। "আর ঘুমায় না চাও চক্ষুমেলি" যদি শীঘ্র উন্নতি চাহ তবে বাহুবল বৃদ্ধি বিষয়ে অমনোযোগী হইও না—উঠিয়া পড়িয়া লাগ, আমাদের সকলই আছে কেবল বিবাহ দোষে আমাদের এই কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, অতএব বিবাহ সংশোধন কর অবশ্যই ত্রিশক্তির শক্তি বাহুবল বৃদ্ধি পাইয়া তোমাদের উন্নতিলাভ হইবে।

টীকা টিপ্‌নি। বাঙ্গালী! উন্নতির আর একটী সহজ উপায় আছে, তোমরা বুদ্ধিমান বলিয়াই পীর বলিতেছেন—সোনের দড়ি কিছু ক্রয় করিয়া আন, এবং পঞ্জিকাতে একটি শুভ দিন দেখাও। যেদিন স্থির করিবে সেই দিনে সকল বাঙ্গালী একত্র হইয়া করনৃওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে রাস্তার ধারে গাছের ডালে ডালে দড়ি গুলি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিবে, এবং সকলে একত্রে সাহেব হইব মনে মনে জপ করিতে করিতে একসঙ্গে আপন আপন গলায় সেই দড়ি লাগাইয়া ইহলোক যদি ত্যাগ করিতে পার, তবেই তোমা-

দের উন্নতিলাভ হইবে, নতুবা এই একরকমেই কালকাটাতে হবে। আপনার আপনার কি—পিতা মাতার বিবাহ সংশোধন করিলেও তোমাদের আর উন্নতি নাই!

—০:( ):০—

কলির চণ্ডী।

ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
ইষ্টাকিন্ লেডিবুটে পাদপদ্ম শোভিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
সাঁকা সাড়ি ছেড়ে দিয়ে গাউনেতে সজ্জিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
হাতে লয়ে লেডিকেন্ ড্যাম ফুল ভাষিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
সিন্দূর ঘুচায়ে চুল এসেন্সতে ভিজিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
খোঁপা খুলি তুলে দিয়ে পৃষ্ঠে কেশ লম্বিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
ঘড়ি চেন আংটি প'রে গর্ব্বে পদ ক্ষেপিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
ঘোম্‌টা খুলে মস্তকেতে লেডিক্যাপ স্থাপিতং॥

ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
গোলা হাঁড়ি ঝাঁটা ছেড়ে চেয়ারেতে বসিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
নীচ কুলে জন্ম লয়ে উচ্চ কুলে উঠিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং॥
লাজমুখে দিয়ে কালি ঘোর সেচ্ছাচারিণং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
রান্না বান্না ছেড়ে ছুড়ে কলেজেতে পঠিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
স্বামী তব ভৃত্য সম পাদ পদ্ম সেবিতং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
পতি বসে রাঁধে তব বাগানেতে গমনং॥
ত্বং নমামি মাগ্ রূপং মে হৃদয় রতনং।
বন্ধুসহ ঘরে বসে রং তামসা চলিতং॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং।
খাদ্য লয়ে স্বার দেশে পতি বসে ভাবিতং॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং।
ভীমারূপে মাঝে ২ হুকুম হাকাম চালনং॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং।
ডাল ভাত ছেড়ে ব্রেড্ চব কারি ভক্ষিতং॥

ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ।
এক পতি তেয়াগিয়ে অন্য পতি গ্রহণং ॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ।
মাতা পিতা গুরু জনে পদাঘাতে শাসিতং ॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ।
ষষ্ঠী মনসা জলে দিয়ে চার্চ্চে ব্রহ্ম সাধনং ॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ।
পতির চুম্বনাঘাতে আদালতে গমনং ।
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ॥
কলিকালে তুমি দেবি পতি প্রাণহারিণং ॥
ত্বং নমামি মাগ রূপং মে হৃদয় রতনং ।
পঠেন্নিত্যং প্রাতঃকালে এতশ্লোকং যো মানবঃ ।
প্রাপ্নোতি অক্ষয় স্বর্গং নান্যথা বামনোদিতং ॥
ইতি শ্রীগোরাচাঁদীয় দেবীমাহাত্মে গৃহদেবী বন্দনা
নামকস্তোত্রং সমাপ্ত ।

হাঁ দাদা।

ইংরাজি সভ্যতা—আগে কথা কহিতে নাই বাপ্ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা অসভ্যের কর্ম্ম, নিবাস জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে আসে যায়, গুলি খায় মাথা নাই গোচ বিলাতি পরিচয়, সুতরাং মাষ্টার বাবু চুরুট্ মুখে দিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়িয়া রহিলেন। এদিকে মাষ্টারের সাহেবি ঢং, সাহেবি চাল্ চলন দেখিয়া মৃজাপুরবাসীগণ ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন—সুতরাং গৃহ নিস্তব্ধ। ক্ষণেক পরে একজন মৃজাপুরবাসী (অবশ্য অসভ্য, কারণ অগ্রে কথা কহিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি আজ বড় গরম বলিয়া কথা খুলিতেন—কি ইন্‌কম্‌টেক্স হওয়া উচিত বলিয়া সুর ধরিতেন তাহা হইলেও বরং কথা ছিল।) একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনিই কি আমাদের মৃজাপুরের মাষ্টারবাবু? মাষ্টার একটু গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন হা মহাশয়।

মৃজাপুর বাসী বলিলেন আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি।

মাষ্টার। থ্যাঙ্ক্‌স্ বাসার কি কোন স্থির হইয়াছে?—

মৃজা-বাসী। আজ্ঞা হাঁ—

মাষ্টার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গাঁই গুঁই করিয়া বলিলেন বড় ক্লান্ত আছি—একটু রেষ্টের আবশ্যক।

আর কেহ কোন কথাই কহিলেন না। অমনি সকলে যে, যে দিকে পারিলেন চারিদিকে ছুটীলেন, কেহ গাড়ি আনিলেন, কেহ মুটে ডাকিলেন, কেহ কোচ্ বাক্সে বসিলেন, কেহ মাষ্টারকে সভ্যতার সহিত গাড়িতে আনিয়া বসাইলেন, কেহ গাড়ি হাঁকাইতে বলিলেন—গাড়ি গড় গড় শব্দে আসিয়া মৃজাপুরে পৌছিল।

দশের লাটি একের বোজা দশ জনে পড়িয়া মাষ্টারের আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল—সেবা শুশ্রূষার একেবারে চুড়ান্ত—ক্রমশ রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, মাষ্টার আহারাদি করিয়া নিদ্রিত হইলে মৃজাপুর বাসীগণ মাষ্টারের রূপ ও গুণ সমালোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে মাষ্টার বাবু বিছানা হইতে চোক রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া পুস্তক লইয়া চেয়ারে বসিলেন। চাকর অনেক দিনের পুরাতন, বাবুর ধাত বিলক্ষণ বুঝিত, সুতরাং পূর্ব্বেই চার জল গরম করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বাবুকে চেয়ারে বসিতে দেখিয়াই অমনি চা তৈয়ারি করিয়া আনিল। দু এক খণ্ড বিলাতি বিস্কুটও

এক খানি কাঁচের ডিস্নে করিয়া বাবুর সম্মুখে ধরিল। বাবু চা খাইতে খাইতে পুস্তক পড়িতে লাগিলেন, ক্রমশ সাতটা বাজিল—ঘড়ি দেখিয়া বাবু গোসলখানায় ঢুকিলেন।

এ দিকে গ্রামের ভাল ভাল লোকেরা বিয়ে পাস করা মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া চরিতার্থ হইবেন এই আশায় সকলে একত্রিত হইয়া মাষ্টারের বাসাতে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টার নাই—সম্মুখে চাকরকে দেখিয়া মৃদুস্বরে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ হে তোমার বাবু কোথায়?

চাকরও মুখ ভঙ্গী করিয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল—একটু অপেক্ষা করুন বাবু গোসল খানায়—

সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে মাষ্টার মহাশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া রুমাল হস্তে সভায় উপস্থিত হইলেন। সকলে অভ্যর্থনা করিলেন এবং ক্রমশ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। কেহ মুন্‌সিফ্—কেহ উকীল কেহ হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার—কেহ জমীদার—সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের পরিচিত হইয়াছেন ভাবিয়া আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কে জানে

তখন বিয়ে পাশের কি গুণ ছিল যে, লোকে বিয়ে পাশ করা শুনিলেই একেবারে তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িত। ধর্ম্মের মাস্তল-বিদ্যার আকর,—বুদ্ধির প্রশান্ত সাগর—জ্ঞানের আকাশ মনে করিত। বিয়ে পাশ করা লোকের শরীরে যে কোন দোষ থাকে তা বিবেচনা করিতে পারিত না। সেই নজিরে এক ঘণ্টার আলাপে মৃজাপুর বাসী বড়লোকেরা ভুলিয়া গিয়া গলিয়া পড়িলেন। সকলেই এক বাক্যে মাষ্টার বাবুকে সাধু! সাধু! বলিতে লাগিলেন। এখানে আরও একটু কথা বলা আবশ্যক এই যে, তখনকার মুন্‌সুফ্, উকীল ও মোক্তারদের বিদ্যা ইংরাজিতে ইসব্‌স্‌ফেবল পর্য্যন্ত এবং বাঙ্গালা পাঠশালে সারস্বত পর্য্যন্ত ছিল—সুতরাং বিয়ে পাশ করা লোক যে ইহাঁদের নিকট এক অদ্ভুত কাণ্ড তার আর ভুল কি? যাহা হউক সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন! এক ঘণ্টার আলাপ পরিচয় অত্যন্ত জমাট হইয়া উঠিল। এদিকে নটাও বাজিল—আর থাকিবার যো নাই সুতরাং সকলে গাত্রোত্থান করিলেন কিন্তু আরও অনেকক্ষণ বসিতে সকলেরই ইচ্ছা ছিল—কি করেন—চাকুরে—পারিলেন না—দুঃখের সহিত মাষ্টারকে বিদায় দিতে হইল। মাষ্টারও গাত্রোত্থান করিয়া সকলের এক এক বার পাণি-

পীড়ন করিলেন।

হাঁদাদা এই বলিয়া রাধানাথকে বলিলেন রাধু! প্রণাম নমস্কার উঠিয়া পাণিগ্রহণ প্রথা এই পর্য্যন্তই আমাদের বঙ্গদেশে পুরুষে পুরুষে আরম্ভ হইয়াছে—সেই অবধি আরও একটু সাধারণের সুবিধা হইয়াছে এই যে, নীচ্ জাতি উচ্চ জাতির নিকটে আর মাথা নোওয়ায় না, অস্প-র্শীয় জাতিও এই অবধি স্পর্শীয় হইয়াছে, একাকারের এই প্রথম সূচনা। যাহা হউক রাধানাথ! পাণিগ্রহণ করিয়া পরস্পর আপাততঃ ছাড়াছাড়ি হইলেন সত্য, কিন্তু সন্ধ্যার সময় আবার সকলে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাসা পবিত্র করিলেন। যদিও মাষ্টার মহাশয় লোকজনের গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না কিন্তু ক্রমশ লোকের গোলমাল নিজে আসিয়া তাঁহাকে সহ্য করাইল—দুই এক মাসের ভিতর মাষ্টারমহাশয়ের বাসাটী একটী রীতিমত আড্ডা হইয়া উঠিল। ক্রমশ মাষ্টারের অনুরোধে সকলে চা ধরি-লেন এবং সকলের অনুরোধে মাষ্টার দাবা, পাশা, তাস, ও গুড়ুক তামাক ধরিলেন—(তা বলিয়া চুরুট ছাড়েন নাই।)

একটা সাদা কথা আছে যে "মানুষের কুটুম্ এলে গেলে, গরুর কুটুম গা ঘেঁসে শুলে"—ক্রমশঃ মৃজাপুর

বাসীর সহিত মাষ্টারের এতই মিল ও প্রণয় হইল যে, স্ত্রী ও পুরুষে এরূপ হইলে পাড়ার পাঁচ জনে নিশ্চয়ই পাঁচ-সাত বারো সতেরো, কতই কথা বলিত।

যাহা হউক মাষ্টার মহাশয় মৃজাপুরে আসিয়াছেন সত্য—কর্ম্ম কার্য্যও করিতেছেন সত্য—সকলের সহিত বন্ধুত্বও হইয়াছে বটে, কিন্তু বাসাবাড়ীটী পছন্দ না হওয়ায় অত্যন্ত মন দুঃখে আছেন। তিনি সাহেবী কেতার বাড়ী চাহেন, কিন্তু সাহেবী কেতার বাড়ী সে সময়ে বড়ই কম্ ছিল, বিশেষতঃ পশ্চিমে এবং মৃজাপুরে। যদিও তাঁহার বন্ধুরা পল্লীর ভিতর যতদূর উত্তম বাড়ী পাওয়া সম্ভব, সেই রূপ বাড়ীই ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয়েরা অর্থাৎ ড্যাম নেটিব্ প্রায়ই নোংরা হয়—নরদমা দুর্গন্ধ, এ দিকে গোবরনাদি, ওদিকে মাছের আঁস্, কুটনার খোসা পচা, ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ী, জানালা দরজা বড় বড় নাই, ফুল বাগান নাই, অনেক লোক একত্রে থাকে, ফল কথা মাষ্টার বাবুর কনজম্সন হবার অর্থাৎ ক্ষয় কাশি হইবার বড়ই ভয় হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিনই প্রায় বন্ধুদিগকে বলিতেন মহাশয়! আমার বোধ হয় এ কর্ম্মত্যাগ কর্‌তে হ'ল, এরূপ দুর্গন্ধময় স্থানে আর বেশী দিন থাকলে নিশ্চয়ই মারা যেতে হবে। আরও বল্‌তেন, এখানে কি, এর

অপেক্ষা ভাল বাড়ী নাই ? বেশ ফাঁকা, পরিষ্কার বাতাস আসে—খোলা স্থান !—সকলে এই কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত হইতেন (কারণ মাষ্টার যাবার কথা বলিলে প্রায় সকলেরই চক্ষে জল আসিত) যাহা হউক তাঁহারা দুঃখিত হইয়া মাষ্টার বাবুকে বলিতেন মহাশয় ! আমাদের বাসা যদি দেখেন তাহা হইলে ত আপনি এক তিলও দাঁড়ান্ না ; যে বাড়ীতে আপনি আছেন গ্রামের স্বর্গ তুল্য, এর অপেক্ষা এখানে আর একখানিও ভাল বাড়ী নাই, আপনি চিন্তা করেন কেন ? এ আপনার কলিকাতা নয় যে নোনা জায়গা, একটুতেই অসুখ হবে—এখানকার জল হাওয়া বড়ই ভাল অপনার কখনই পীড়া হবে না । মাষ্টার কিন্তু এ সকল কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—আমোদ আহ্লাদ করিতেন সত্য, কিন্তু বাসাটীর চারিদিকের হাওয়া ভাল নয় বলিয়া আন্তরিক বড়ই চিন্তিত ও ভীত থাকিতেন ।

গোরাচাঁদের দশ আজ্ঞা।

১ম আজ্ঞা। পরস্ত্রী হরণ করা মহাপাপ, কিন্তু সকামা সধবা ও বিধবা, পরস্ত্রী নহে অতএব—

২য়। অর্থ উপায়ে কোন পাপ নাই।—যেরূপ পথ অবলম্বন কর সকল পথই ধর্ম্ম পথ, কারণ অর্থই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর।

৩য় আজ্ঞা। আজকাল পিতা মাতার সেবা করা মহাপাপ, কারণ আধুনিক পিতা মাতা ওল্ড ফুল, পিতা মাতার উপযুক্তই নহেন। প্রমাণ—দূষিত সমাজ।

৪র্থ আজ্ঞা। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, ধন যদি চাহ তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে স্ত্রীর সেবা কর। লেখা পড়া শিক্ষা কর বা না কর, চাকুরী জুটুক বা না জুটুক, স্ত্রী সেবা করিলে নিশ্চয়ই ধন যে বৃদ্ধি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫ম। যে তোমাকে বিশ্বাস করিবে তাহার সর্ব্বনাশ করিও, কারণ বিশ্বাস করা দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য।

৬ষ্ঠ আজ্ঞা। যে উপকার করিবে তাহার অপকার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিও, কারণ উপকার করা আধুনিক ধর্ম্মে নিতান্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

৭ম। বোকা লোক না হইলে দয়ালু হয় না। যখন সকলই ঈশ্বর, তখন কে কাহাকে দয়া করিতে পারে?

৮ম। ভিক্ষুক দীন দুঃখীকে দয়া করিও না, কারণ ঈশ্বর

যাহার উপর নির্দ্দয় তাহাকে দয়া করা মহাপাপ।

৯ম। দুর্ব্বল প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ করিও। দুর্ব্বলকে নষ্ট করিবার জন্যই বলবানের সৃষ্টি হইয়াছে জানিবে। জঙ্গলে সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত এবং হাই-কোর্টেও ইহার ভূরি ভূরি নজির আছে।

১০ম। ঈশ্বর চিন্তা মহা পাপ। পৃথিবীতে কোটী কোটী লোক আছে সকলে যদি ক্রমাগত ঈশ্বর চিন্তা করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার বিশ্রাম নষ্ট হইবে। নিজের স্বার্থের জন্য ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া কি মহাপাপ নহে?

পুনশ্চ যাহা ভাল লাগে তাহাই কর, নিজের স্বার্থের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম বা ঈশ্বরের দিকে তাকাইও না।—

ইতি শ্রীগোরাচাঁদীয় নবসংহিতায়
দশাজ্ঞা সমাপ্ত।

আমার মনের কথা।

(১)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
টোল টিকি ধারী,
না পুরিল মন আশা
না পেলেম ভালবাসা

দুর্লভ রমণী জন্ম গ্যালরে বৃথায়
মরম বেদনা মম জানাবো কাহায়।

(২)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
মাথা নাড়া ভূত,
খেটে খেটে মরে যাই
মনে নাহি সুখ পাই
দিবানিশি জ্বলি যেন জ্বলন্ত অনলে
এই কি ছিল লো মোর এ পোড়া কপালে ?

(৩)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
তিলক নাকেতে,
গোলা হাঁড়ি ঝাঁটা ধরে
মরমেতে যাই মরে
কতই যে কাঁদি আমি বলিব কি আর,
কে বুঝিবে দুঃখ মোর কে করে নিস্তার !

(৪)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
গোঁপ দাড়ি ছোলা ;
সুরম্য প্রভাতে উঠি,

হাতে লয়ে থালা ঘটি ;
পুকুরের ঘাটে বসে মেজে প্রাণ যায়,
এ নব বয়েসে একি ইহা শোভা পায় ?

(৫)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
নস্থ সামুক ধারি;
গোবরের তাল লয়ে
দেয়ালেতে ঘুঁটে দিয়ে
মরে যাই মরে যাই বিষম লজ্জায়,
প্রবেশি মাটির মাঝে হেন সাধ হয় ॥

(৬)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
বৃষ-কাট সম,
গোবরের গোলা লয়ে
ঘরে দোরে ন্যাতা দিয়ে
হাত মোর খয়ে গ্যাল পারিনাকো আর ;
কোমল প্রাণেতে বল কত সব ভার ?

(৭)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
থান কাড়া পরা ;

পার্ট্‌ ক্লাট্‌ সেরে নিয়ে
পুকুরেতে ডুব দিয়ে
ভিজে চুলে ঘড়া কাঁকে প্রাণ বাহিরায়;
ক্ষীণ কটি এত ভার কভু সওয়া যায় ? !

(৮)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
ঘণ্টানাড়া যম ;
নেয়ে এসে মা বসিয়ে,
তাড়াতাড়ি সাজি লয়ে,
বার হই বাড়ী হতে ফুল তুলিবারে
কণ্টকে শরীর ক্ষত কত জ্বালা করে ॥

(৯)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
কুঁড় জালি হাতে ;
ফুল তুলে ভোরে উঠে
বাট্‌নার তাল বেটে
কোমল হাতের খিল ছুটিল আমার,
অভাগা বামুণ জাতে নাহি পারাবার ।

(১০)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে

ছাবা কাটা গায়ে ;
রেঁধে রেঁধে সারা হই
সুখেতে বঞ্চিত রই,
সোনার বরণ হলো কালীর সমান,
দুখের পাথারে মোর প্রবল তুফান।

(১১)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
ঢ্যাঙ্গা রোগা মড়া ;
রেঁধে বেড়ে থাকি বসে
তবু না সময়ে আসে
কোসা কোসি লয়ে খালি ঠক্ ঠক্ করে,
ইচ্ছা হয় করি সোজা ঝাঁটার প্রহারে।

(১২)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
বিকট দশন ;
তৃতীয় প্রহর হলে
পুঁটুলি আতপ চেলে
কলা মুলো লয়ে আসে ভিখারি যেমন,
জুড়ায় জীবন মোর হইলে মরণ॥

(১৩)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
চটি জুতা পায়—
ধান ভেনে মরে যাই
তবু কত গালি খাই
চাউল হলোনা ভাল পুনঃ পুনঃ কয়,
ভগবান লও মোরে আর নাহি সয় !!

(১৪)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
উড়ানি ঝোলান—
শেষ রেতে তাড়াতাড়ি
লইয়ে খারের হাঁড়ি
ব্রাহ্মণী বদলে আমি হইলো ধোপানি,
কি আর বলিব বল মরম্ কাহিনী ॥

(১৫)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
পাক দেওয়া কাছা ;—
গরুর গোয়াল কেড়ে
লাগে মোরে হাড়ে হাড়ে,

পাড়া ঘরে লাজে আমি মুখ নাহি পাই,
কি করি চটির ভয়ে সব জ্বালা সই ॥

(১৬)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
পাঁজি পুঁথি ধারি;—
জাব কেটে জল তুলে
গরুর নাদেতে ঢেলে
কণ্ঠাগত প্রাণ মোর বাঁচিনা বাঁচিনা,
রমণী জন্মের সুখ কিছুই হ'লোনা ॥

(১৭)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
ঝাঁজাল পুরুষ;—
মোটা মোটা সাড়ি পরি
মরমেতে জ্বলে মরি
ফাইন কাপড় কভু না পাই পরিতে,
হায়লা !—হ'লনা সুখ অভাগী ভালেতে॥

(১৮)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
রমানাথি এঁড়ে ;—
তেল বিনা চুল গুলি

আটা বাঁধে প'ড়ে ধূলি
পাড়ার মেয়েরা কত পমেটম্ মাখে,
সুগন্ধ তেলেতে চুল ভিজে ভিজে রাখে।

(১৯)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
গোঁয়ার গোবিন্দ;—
গায়েতে সাবান মাখা
ফিট্ ফাট্ হয়ে থাকা
হলোনা হলোনা হায়! এ পোড়া কপালে,
জনম আমার সই কাটিল বিফলে॥

(২০)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
পশুর সমান;—
বডিতে শরীর ঢাকা
আতর গোলাপ মাখা
কারে বলে এ অভাগী কিছুই জানেনা,
এহেন হতভাগিনী কেন লো মরেনা॥

(২১)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
যমের অরুচি;—

সখের গহনা যত
পরিছে সকলে কত
আমার কপালে মাত্র সাঁকা নোয়া সার,
মরণ না হয় কেন এ হতভাগার।

(২২)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
গয়া-পাপ সম;—
দু দণ্ড বসিয়া ঘরে
পুস্তক লইয়া করে
পড়ি যদি জ্বলে মরে পোড়ার বাঁদর
জানেনা কাহারে বলে স্নেহ সমাদর॥

(২৩)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে
সংক্রান্তি সমান ;—
না জানে প্রণয় রীতি
ব্যবহার মন্দ অতি
"ব্রাহ্মণি" বলিয়া ডাকে, প্রিয়ার বদলে;
বাঁদর জুটেছে সই আমার কপালে।

(২৪)

কেন লো এলেম আমি পণ্ডিতের ঘরে

কু-বচন ভাষি ;—
নাহি কিছু ধন মান
নাহি কিছু গুণ গান
এমন ঘরেতে বিধি !—আমারে পাঠালে,
কি দোষ করেছি তব চরণ কমলে ?

(২৫)

আর না পুরিও দেব পণ্ডিতের ঘরে
ক্ষমা কর মোরে ;—
পেতেছি অনেক দুখ
না পেলাম কোন সুখ
এই ভিক্ষা মাগে দাসী চরণে তোমার,
জন্মান্তরে পতি যেন হয়————
ব্যারিষ্টার ॥

শ্রীমতি রসময়ি।

হাঁ দাদা।

ভয়ে ও চিন্তায় চার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, একদিন শনিবারে মাষ্টার বাবু প্রায় বিশ পঁচিশ জন বন্ধু সঙ্গে লইয়া পায়ে পায়ে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতাভিমুখে যাইতে

লাগিলেন—মৃজাপুর ছাড়াইয়া যে দিকে বিন্ধ্যগিরি, সে দিক বড় খোলা স্থান—এবং সেই দিকের শেষ ভাগে মাষ্টার মহাশয় এ নাগাদ কখনও হাওয়া খাইতে যান নাই, সে দিন এই দিকে আসিতে আসিতে গ্রাম ছাড়াইয়া আট দশ রসি তফাতে, মাঠের মধ্যে খোলা বায় গায় একটী ইংরাজপছন্দ বাড়ী দেখিতে পাইলেন। বাড়ীটি দ্বিতল, সম্মুখে যথেষ্ট জমি—ভাল ফুলের গাছ আছে—তবে বহু দিন যেন কেহ বাস করে নাই বলিয়া বোধ হইল। কারণ ফুল গাছের সঙ্গে ভেরেণ্ডা গাছ, বিছুটী ও নানাবিধ জঙ্গল যথেষ্ট রহিয়াছে—বড় গেট আছে—গেটে একটি কুলুপ দেওয়া, কুলুপটি মরিচা ধরিয়া তামাটে হইয়া রহিয়াছে। ফলকথা বাড়ীটি দেখিলে বেশ মজবুত, নূতন ও একটী সুন্দর বাসস্থান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সহজেই অনুভব হয়, যে বহুকাল এ বাড়ীতে কেহ বাস করেন নাই, সেই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাইবার রাস্তা। ক্রমশ বেড়াইতে বেড়াইতে সকলে ঐ বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে অপর সকলেই পর্ব্বতের শোভা দেখিতে ছিলেন—পর্ব্বতের কথা কহিতে কহিতে সন্ন্যাসীফকিরের কথা—সন্ন্যাসীফকিরের কথা কহিতে কহিতে গোড়ার কথা, এইরূপ নানা কথা পরস্পরে কহিতে ছিলেন—কত আনন্দই হইতে

ছিল, এমন সময়ে সহসা মাষ্টার মহাশয় উক্ত বড়ীটির উপর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন মহাশয়! এ বাড়ীটি কার? আহা বড় সুন্দর বাড়ী!! বড় সুন্দর স্থান!!! সুন্দর রকমে নির্ম্মিত।

মাষ্টার কথা কহিয়াছেন!!! বাপ্‌রে! অমনি সকলেই চুপ্ করিলেন। ক্ষণেকের জন্য সকল কথাই চাপা পড়িল, একজন জমিদার, মাষ্টারের কথায় উত্তর করিলেন—মাষ্টার বাবু! দুর্ভাগ্য বশতঃ এটি আমারই বাড়ী।

মাষ্টার। আপনার বাড়ী?!!

জমিদার। আজ্ঞে হাঁ।

মাষ্টার। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেন?

জমিদার। প্রায় পাঁচিশ বৎসর হ'ল আমার পিতা এই বাড়ীটি তৈয়ারি করান্। মধ্যে মধ্যে এখানে বড় বড় সাহেব আসেন—বড় বড় রাজা, জমীদার আসেন,—তাঁদেরই বাসার জন্য। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে এ নাগাদ্ কেহই তিন রাত্রি এ বাড়ীতে কাটাতে পার্‌লেন না।

মাষ্টার। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কেন? কি হয়েছে যে কাটাতে পার্‌লেন না?

জমিদার। মহাশয় এটী ভূতের বাড়ী, পূর্ব্বে এ স্থানে শ্মশান ছিল—

মাষ্টার। গুড্ গড্!!! সেকি মহাশয়? আপনি এডু-

কেটেড্‌ম্যান, লেখা পড়া জানেন, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দী এ সময়ে আপনি ভূত বলেন ? ছি ! ছি ! ছি ! বড়ই দুঃখের কথা—আপনাদের মুখে এরূপ অন্যায় কথা শুন্‌লে বড়ই যে আক্ষেপ হয় ! ! !

জমিদার। যথার্থই ভূত !

মাষ্টার। ভাল কথা, আমাকে এই বাড়ীটি ভাড়া দেন।

জমিদার। তা কখনই পার্‌ব না। আপনি আমাদের বন্ধু, আপনার অনিষ্ট কখনই দেখ্‌তে পার্‌ব না।

মাষ্টার। প্রেজুডিস্‌ !—মহাশয় ভূত কি ? পাঁচভূতে এই দেহ, তা ভিন্ন আর ভূত নাই—আপনি এ বাড়ীটী যদি ভাড়া দেন তবেই আমি আপনাদের দেশে থাকব, আর তা না হলে বাধ্য হয়ে কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে হবে। এই বাড়ী না পাওয়াতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট হতেছে। যে স্থানে রেখেছেন আর কিছু দিন রাখ্‌লেই আমাকে আর ঘরে ফিরে যেতে হবে না। কি চমৎকার বাড়ী !!! কি মনোহর স্থান মহাশয় ! ! এ বাড়ীটি আমাকে ভাড়া দিতেই হবে— আপাততঃ ম্যারামতাদি যা খরচা লাগ্‌বে আমি তা সব কর্‌ব, আর আপনি যা ভাড়া বল্‌বেন তাই দেব। মাষ্টার মহাশয় এইরূপ অনেক জিদ্‌ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন কিছুতেই তিনি ক্ষান্ত

হইলেন না। অবশেষে হাতে পায়ে ধরাধরি করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ীটী লইলেন। জমিদার বিরক্ত হইয়া বলিলেন মাষ্টার মহাশয়! আপনার অনিষ্ট আপনি নিজে করিলেন—জগদীশ্বর সাক্ষী—আমার কোন অপরাধ নাই। আপনাকে এই বাড়ীর ভাড়া দিতে হবে না আপনি স্বচ্ছন্দে থাকুন—কিন্তু এখনও নিষেধ করি, এ বাড়ীতে গেলেই আপনার ভয়ানক অনিষ্ট হবে।

মাষ্টার ।অনিষ্ট কেন হবে মহাশয়?

জমীদার। ভূত আছে।

মাষ্টার। ভালইত—লোকে ভূত সাধন করে, আর আমি ঘরে বসে ভূত পাব একি কম সৌভাগ্য!

ইত্যাদি নানা প্রকার তামাসার পর মাষ্টার মহাশয় বাটীর চাবী লইলেন এবং ঐ বাটীতে থাকা স্থির করিয়া বাগান, ফুল গাছ, এবং ঘর দরজা মেরামত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তত্ত্ব কথা।

হায়রে রূপেয়া।

নং ৬।

ধর্ম্ম কর্ম্ম চাই না, সাধন ভজন চাই না, হরিনামের বাপ নির্ব্বংশ হক্, জগদীশ্বর চুলোয়যান্, দেবদেবীর পূজা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মণভোজন, অতিথী সংকার, ভাগাড়ে ফেলে দাও, ওসকল কথা শুনব না কোনমতেই শুনতে চাই না, চাই কেবল রূপেয়া, রূপেয়া—রূপেয়া। আহা কিং শুভ্রমূর্ত্তিং নিটোলং সুগোলং আহাং কিবাং মধুরং নিনাদং।

কে বলে কোকিল স্বর সে স্বরেরতুলা।
"পদ নখে প'ড়ে যার আছে কতগুলা॥"

তাই বলি রূপেয়া বাজো, আবার বাজো,—ট্যাকসালে যেন আমার মৃত্যু হয়, আমি গঙ্গা চাহি না, কাশি মক্কা চাহি না। রূপেয়া ভিন্ন জগতে আর কোন পদার্থই নাই রূপেয়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতা, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না তিন নাড়ী, ফল কথা রূপেয়া ভিন্ন আর জগতে কিছুই নাই, কিছুই নাই, টাকাই সব, সবই টাকা, টাকাতে সৃষ্টি টাকায় স্থিতি টাকায় লয় এ টাকা যার নাই

তার বাঁচিবার আবশ্যক কি ? তাই এক জন মহাত্মা ঋষি-শ্রেষ্ঠ গান করে গিয়েছেন, "ও যার পয়সা নাই কো ভাই ও তার মরণ ভাল" ঐ দেখ তোমার সম্মুখে ঝকমকে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বৃটিশ সিংহ অর্থ বলে জগতের আজ সর্ব্বপ্রধান, সসাগরা পৃথিবীর একছত্রী বল্‌লেও ক্ষতি হয় না। আহা কি আনন্দেই থাকে, কি সুখেই আছে দেখ্‌লেও চক্ষু জুড়ায় যেন নধর পাঁটাটি—খায় পরে অতি উত্তম, ব্যাড়ায় চ্যাড়ায় অতি উত্তম, নাচে গায়, হ্যালে, দোলে, ঘোরে ফেরে, ঘুসো ধরে—কি তারিফ্‌!—আমাদের সঙ্গে একটু হেঁসে কথা কইলে আমাদের কোটি কুল উদ্ধার হয়ে যায়। তবে যে বল আমাদের দুপাঁচ জন রোগো বাঙ্গালি ইংরাজকে গালি দেয় কেন? সে কেবল মনের দুঃখে, বিচ্ছেদের জ্বালায়, ইংরাজ চায়না বলে গালি দেয়—চায় না বলেই মনের জ্বালায় জ্বলি, আর গালাগালি দি। এই আজ আমি সংবাদ পত্র লিখিতেছি, যতদূর কুলায় ততদূর ইংরাজকে গালি দিতেছি কিন্তু যদি কাল একটী মিউনিসি-প্যালিটিতে চাকরী পাই, অমনি হে ইংরাজ, বৃটিশ সিংহ "তুমি বিষ্ণু, তুমিব্রহ্মা, তুমি দেব মহেশ্বর" বলিয়া ঠ্যাং তুলিয়া বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌ শব্দে গাল বাদ্য করত পূজা করি ও চরণামৃত পান করিতে থাকি—কেন করি না টাকা,

রূপেয়া—রূপচাঁদের জন্য, হায় রে রূপেয়া তোর মহিমা বোঝে কার সাধ্য, তুই না পারিস্ কি? তোর দ্বারা অপুত্রক পুত্র লাভ করে, বৃদ্ধের বিবাহ হয়, সতী অসতী হয়, শত্রু দাস হয়, তুই যখন যার নিকট থাকিস্ সে একটি ভ্যাবা গঙ্গারাম, ভ্যাড়াকান্ত হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়, তুই পারিস্ কি না পারিস্ কি তাত কিছুই আমদের অল্প বুদ্ধিতে ভেবেই ঠিক করতে পারি না, তুই না থাকলে দেবতারাও সন্তুষ্ট নহেন, বাপ মা বাঁকিয়া বসেন, নভেল নাটকের নিস্বার্থ প্রেম ছিরকুটিয়া যায়, কেহই ডেকে কথা কহে না, আহার অভাবে সোণার শরীর কালি হয়, রূপ নষ্ট হয়, বুদ্ধি নষ্ট হয়, সাহস নষ্ট হয়, বল থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, বিবেচনা থাকে না, ফল কথা কিছুই থাকে না। তাই বলি তোর মহিমা বোঝে কার সাধ্য, তুই অব্যক্ত অনন্ত, অচিন্ত, তুই চিন্তার অতীত, বাক্যের অতীত, মনের অতীত। হে দেব রূপেয়া! হে আদি অন্ত রহিত, সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ আনন্দরূপমমৃতম্ ব্রহ্ম, সত্যম্ শুদ্ধম্ পাপ রহিতম্ হে রূপেয়া! হে হরি! দয়াল নাথ দাসের উপর কৃপা কর, আমি জগদীশ্বর শীবদুর্গা যীশুখৃষ্ট মহম্মদ চাই না, আমি তোমা ভিন্ন জগতে আর কিছুই চাই না, অতএব তুমি দাসে দয়া কর এই আমার ভিক্ষা, তুমি আমার হৃদয়ে

সুদৃঢ় আসন কর, পকেটে সর্ব্বদা বিরাজ কর, বাক্সে সর্ব্বদা অটল থাক, এই আমার ভিক্ষা, আর কোন ধনের ভিখারী নই যেন তোমাকে পাই—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—এম্যান্।

এস ভাইভগ্নি আমরা সকলে মিলে আজ সেই আনন্দ ময়ের গুন গাণ করি, সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যাপ্তযেনচরা-চরম্ সেই শুভ্রবর্ণতেজপুঞ্জ মূর্ত্তি ধ্যান করি, সেই রস সাগর, মন উপ্‌ছে পড়া ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনিবার ইচ্ছা করি, এস আমরা প্রাণ ভরে গান করি যাতে মন ও প্রাণের যুগপৎ শান্তি হবে।

গীত।

বাউলের সুরে।

সামান্য ধন নয়রে মন সে রূপার চাকা।
সাধকেতে কয় টাকা, টাকা ॥
গোল শুভ্রাকার, আহা কি বাহার
আশে পাশে কত লেখা যোকা,
বাজে ঠন্ ঠন্—ঠনন্ ঠনন্
মাঝারেতে আবার ঝিরি আঁকা।
নাহি রস তবু—রসে ডুবু ডুবু
পাবে পাবে রস খোজা বাঁকা,

যার পয়সা নাই তার মুখে ছাই
জ্যান্তে মরা ও তার প্রাণটা ফাঁকা।—
পয়সা দিলে পর, থাকে না অপর
বাবা ব'লে হয় ডাকা হাঁকা।
নইলে বাপ পর, ভাই স্থানান্তর—
বলিহারি তোরে হায়রে টাকা।—
জ্বালা, তাপে, রাগে—প্রণয়িনী ভাগে
বন্ধুগণে ভয়ে দ্যায়না দেখা,
সকলি অস্থান—হু হু করে প্রাণ,
টাকা বিনে লাগে ভ্যাবা চ্যাকা।
তাই পীর বলে সকলেতে মিলে
এস দেখি কোথা আছে টাকা
(নইলে) মিছে কন্‌গ্রেস্, উদ্ধার স্বদেশ
মিছে সভা, মিছে কাগজ লেখা,।
(ওরে) মিছে লেক্‌চার, অসার চীৎকার
সব মিছে কথা সকলই ফাঁকা
মূলাধার ধন, রূপেয়া রতন
বিনা রূপচাঁদ কি হয় ত্রাকা।

শান্তি, শান্তি, শান্তিঃ
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আইস ভাই! আইস বন্ধুগণ, বান্ধবীগণ, ভদ্রগণ ভদ্রানীগণ, সভ্যগণ সভ্যানীগণ, আমরা আর একবার রূপ-চাঁদের আবশ্যকতা কি?—এই বিষয় ভাবিয়া আসর ভঙ্গ করি।

স্ত্রী পুত্র না থাকিলে চলে, বন্ধু বান্ধব না থাকিলে চলে আত্মিয় স্বজন না থাকিলেও চলে, কিন্তু রূপেয়া ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তাহাতেও টাকার দরকার, ব্রাহ্ম হও একখানি ভাল চস্‌মা লাগিবে, সর্ব্বদা ধোপ কাপড় লাগিবে, চেয়ার টেবিল লাগিবে, ব্রাহ্ম মন্দির লাগিবে আবার যদি ভগ্নি থাকেন তাঁহারও অনেক অভাব মোচন করিতে হইবে সুতরাং দেখ! রূপেয়ার আবশ্যকতা কত। সন্ন্যাসী হও তত্রাচ তোমার আহার ও গাঁজার দাম লাগিবে, ঈশ্বর উপাসনাতেও পয়সার দরকার কিন্তু আমাদের সেই পয়সারই অভাব, হায় আমাদের অভাবের জন্য আত্মিয় স্বজন প্রতিপালনের প্রথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়েছি এতদূর অভাব যে যতই কেন চেষ্টা করি না নিজের অভাব কোনমতেই আমরা পূরণ করিতে পারিতেছি না। এ সময়ে, এ দরিদ্রতার সময়ে, কন্‌গ্রেসের বেশী আবশ্যক, সভা সমিতির বেশী আবশ্যক, না রূপচাঁদের বেশী আবশ্যক। সভা সমিতি ইত্যাদিতে টাকা দিতে হইতেছে, বই

আর পাইতেছি না। সভা সমিতি,চাঁদা তোলা, আমার মতে একটা বিলাতি জুয়াচুরী ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাই ভাই ভগ্নি আজ তোমাদের সাবধান করিতেছি যে, বৃথা চাঁদা দিওনা, তাহা হইলে রূপচাঁদ রাগ করবেন। দশে মিলে রূপচাঁদের বাড়ী প্রাণপণে অনুসন্ধান কর, যখন জগতে রূপচাঁদ ভিন্ন আর কেহ সুখী করিতে পারেন না, তখন রূপচাঁদের জন্য কল্ কব্জা কর, ব্যবসা বাণিজ্য কর, সভা সমিতি ছাড়, কন্‌গ্রেস ইত্যাদি ছাড়, যাহাতে ফল হয় সেই কর্ম্ম আগে করে, এখনও কন্‌গ্রেস করবার সময় হয় নাই।—"চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"।—অধিকাংশ লোকে দুবেলা ভাল করিয়া খাইতে পায় না, সুতরাং প্রথমতঃ আমরা প্রত্যেকে অর্থ কষ্ট হ'তে কিসে উদ্ধার হব সে বিষয় আগে চিন্তা করিব, না মিছা মিছি গণ্ডগোল লইয়া আজ এলাহাবাদ, কাল মক্কায় কন্‌গ্রেস করিতেছি চাঁদা দাও চাঁদা দাও করিয়া ব্যাড়াইব। শুনিতেছি এলাহাবাদে কন্‌গ্রেসের জন্য পঁয়তাল্লিস্‌হাজার টাকা উঠিয়াছিল এবং বিয়াল্লিস্‌হাজার টাকা সেখানে খরচ হইয়া গিয়াছে, এই টাকা খরচে লাভ কি? এই টাকাতে একটী ছোট খাট ব্যবসা করিলে হইত। আমোদ আহ্লাদে বিয়াল্লিস্ হাজার টাকা খরচ করা হইল, একি এই অভাবের সময় করা উচিত?

তবে কথাটা এই, যখন দশজন বড়লোকে করেছে তখন অবশ্যই উচিত, উচিত না হলেও উচিত—বিলক্ষণ—উচিত। বেশী বাজে কথার প্রয়োজন নাই, এখন আমার একান্ত ইচ্ছা হয়ে উঠ্‌লো যে রূপেয়ার খাতিরে একবার কন্‌গ্রেসের ডালেকাটী হইব, তাই ভাই ভগ্নি আপনাদের সম্মতির আবশ্যক, আমি ভারতের উপকার চাহি না, কেবল চাঁদা টাঁদা তুলে দু চার পয়সা সাত্‌ করবার চেষ্টায় থাকিব, যদি কিছু পাই তা হলে তোমাদের বখ্‌রা দিব। ধন ভাণ্ডারের টাকা গুলোর জন্য মনটা বড়ই খারাপ হয়ে রয়েচে, সে সময়ে যদি থাকৃতাম তা হলে এক হাত বেশ বাগাতে পারৃতাম, যা হবার হয়ে গ্যাছে এখন দেখা যাক্‌ এই কন্‌গ্রেস উপলক্ষে চাঁদা তুলে কি কর্‌তে পারি না পারি। আমেন।

হাঁ দাদা।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ীর মেরামতি কর্ম্ম শেষ হ'ল। আনন্দের আর সীমা নাই, বড় বড় হল, হলের ধারে ধারে ছোট ছোট কামরা, বড় বড় জানালা, বড় বড় দরজা, সিঁড়ি বেস চাওড়া, বারেণ্ডা দৌড় দার, নীচে ফুল বাগান, অস্তাবল ও বাবর্‌চিখানা বেশ কেতা দুরস্ত, সুতরাং মাষ্টা-

রের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। নির্ম্মল বাতাস খেয়ে জীবনের মাপ্‌টা বৃদ্ধি কর্‌বেন এই ইচ্ছায় অবিলম্বে আপনার জিনিস পত্র লয়ে, শুভ রবিবারে নূতন বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লেন। মাষ্টার, সাহেব লোক, তাঁর আস্‌বাবের ভিতর টেবিল, চেয়ার, আল্‌মারি, সাইড্‌বোর্ড, এবং কাঁচের বাসনই অধিক। যাহক্‌, ঘর গুলি এরূপ ভাবে সাজান হ'ল, যে হঠাৎ দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন এই বাড়ীতে একটী নূতন ইংরাজি হোটেল খোলা হয়েছে। সে দিন, দিনমান ও নিশামানের অর্দ্ধেকের উপরও গৃহ-সজ্জায় কেটে গেল। নূতন স্ফূর্ত্তি, নব উৎসাহ সুতরাং মাষ্টার নিজে স্বহস্তে দুটী মুটের কর্ম্ম করেও কোন কষ্ট বোধ কর্‌লেন না।

পরদিন উপস্থিত—পরিবর্ত্তন এই অদ্ভুত জগতের একটী আশ্চর্য্য নিয়ম—চন্দ্র যায় সূর্য্য আসে, কাল মেঘ যায় সাদা মেঘ আসে, বৃষ্টি যায় রৌদ্র আসে, গরমী যায় শীত আসে, আজ দেখ সজিনা গাছে সজিনার সাদা সাদা মুক্তারাশী সদৃশ পুষ্পবৃন্দ ফুটে হা হা শব্দে হাস্‌তেছেন, কাল দেখ তিনি পরিবর্ত্তিত হয়ে ভিন্দিপালবৎ লম্বায়মান হইয়া কি অপরূপ রূপলাবণ্যই না বিকাশ করিয়া থাকেন, আবার তার পরদিন দেখ সেই মনোমোহন সজিনাদণ্ড

তরকারি রূপে আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণ করত হিন্দুর সভাত ক্ষুদ্র টেবিল্ সুশোভিত করে আছেন। পাঠক !—আর কত বলিব—চিন্তাশীল হও, সহজেই বুঝিবে—তোমরা সহজে কিছু বুঝিতে পার না বলিয়া আমি অনর্থক বইএর ফর্ম্মা বাড়াইতে পারি না—ফল কথা এই জগতে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন—দণ্ডে দণ্ডে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে—পলে পলে—অণুপলে অণুপলে—বিপলে বিপলে পরিবর্ত্তন। দিন যায় রাত্রি আসে, আবার দিন আসে সেই নজিরে আজ মাষ্টার বাবুর কষ্টের দিন গিয়ে সুখের, আহ্লাদের, ও আরামের দিন উপস্থিত।

মাষ্টার, ইস্কুল হতে সাড়ে চারিটার সময় বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। সিঁড়িতে উঠ্‌তেই ডান হাতি ঘরে (লাইব্রেরি) পুস্তকালয়। সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মাষ্টার আভাসে দেখ্‌তে পেলেন যে, যেন একজন (অবশ্য তাঁর কোন বন্ধু) তাঁর চেয়ারে ব'সে একমনে একখানি পুস্তক পড়্‌চেন্—মাষ্টার বাবু মনে মনে বিবেচনা কর্‌লেন যে এ সময়ে যদি লোক্‌টার প্রতি তাকিয়ে দেখি, তা হলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা কইতে হবে—এখন বড় ক্লান্ত আছি, কাপড় চোপড় ছেড়ে, চা, টা, খেয়ে একেবারে এসে দেখা করা যাবে। এই ভেবে লাইব্রেরির দিকে ভাল করে না

তাকিয়ে একেবারে বেগে নিজের পোশাক খানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা উচিত এই যে, মাষ্টার এই নির্জ্জন প্রদেশে বাসা লওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা সর্ব্বদা কেহই আসতে পারতেন না।

বাবু পোষাক পরিবর্ত্তন ও গোসল্খানার কর্ম্ম সম্পন্ন এবং চা পান করে, আহ্লাদিত মনে লাইব্রেরিতে ঢুক্লেন। দুই দিন এখানে এসেছেন একজন বন্ধুরও সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই মনটা খারাপ ছিল—তাই আহ্লাদ, যে দু দণ্ড কথাবার্ত্তা কয়ে আনন্দিত হবেন। লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেই দেখেন যে কেউ কোথাও নাই—বড় দুঃখিত হলেন এবং চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে বাবু কি চোলে গেলেন? চাকর উত্তর করিল, কৈ কোন বাবুই ত আসেন নাই !!!

বাবু বল্লেন তুই বড় বেহুঁস্ লোক, এই যে আমি দেখ্লাম এখানে বই পড়্ছিলেন ! !

চাকর। আজ্ঞে না—কৈ কোন বাবুই আসেন নাই।

মাষ্টার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তাই ত এ কি হ'ল—পাছে পুস্তক নষ্ট হয় বলে আমি চাবির রিং টেবিলের ভিতর রাখি, আর টেবিলের চাবি আমার নিজের পকেটে থাকে, তা যদি

কোন লোক আস্‌বে তা হলে সে চাবি কোথা পাবে? মাষ্টার টেবিলের দেরাজ্‌ পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন যে বন্ধ আছে—আলমারির কপাট ধরে টানাটানি কর্‌লেন বন্ধ আছে। তখন আরও উদ্বিগ্ন হলেন—ভাব্‌লেন্‌ একি? বইখানি টেবিলের উপর কি করে এলো!!! আর কেই বা বসে বসে পড়্‌ছিল?—আমি ত অন্ধ নই—আমি স্পষ্ট দেখ্‌লাম একজন লোক ব'সে পড়্‌চে—আচ্ছা—আমার দেখ্‌বার ভুল হতে পারে, কারণ রৌদ্রে সারাদিন পরিশ্রমের পর ভুল দেখা অসম্ভব নহে, কিন্তু বইখানি টেবিলের উপর কি করে এল? আমি যে বইখানি পড়ি, সে খানি তার পূর্ব্বের স্থানে না রেখে কোন কর্ম্মেই যাই না—অবশ্য বইখানি তা হলে আল্‌মারির ভিতর ছিল, আলমারি হতে বইকিরূপে টেবিলে আস্‌বে? এইরূপ সন্দেহ, যুক্তি, অযুক্তি, ভ্রম, নানা উপসর্গ মাষ্টারের মনেমনে বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। অনেক বিচার তর্ক ও যুক্তির পর স্থির হ'ল যে, হয় ত ভুল ক্রমে পুস্তকখানি বাইরে ফেলে রেখে গিয়ে ছিলেম—আর চেয়ারে বসে লোককে পড়্‌তে দেখা, মনের ভ্রম মাত্র।

যাহা হউক রজনী উপস্থিত। আকাশে চন্দ্রমা নাই—কল্লোলিনী তর তর শব্দে বয়ে যাচ্ছে না—ককিলের সাড়া

শব্দও শোনা যাচ্ছে না—বিরহি বিরহিনীর বাষ্পও নাই—মৃদু মন্দ গন্ধ বহরও নাম গন্ধ নাই—আবার মেঘ বজ্রাঘাতও নাই অন্ধকারও অট্ট অট্ট হাস্‌চেন না। তবে আছেন কি ?, না অসীম আকাশ পড়ে আছেন, ছোট ছোট বড় বড় তারা আছেন—শীতকাল সুতরাং হিম আছেন, মেটে মেটে জ্যোৎস্নাও আছেন। সকলেরই বাড়ীতে জানালা বন্ধ, ঘরের ভিতর কে কি করিতেছে না করিতেছে তা জানা নাই—অনুমান—আছে সব—কেবল হিমে, শীতে, রাত্রে, আর এক রকম হয়ে আছে। মাষ্টার মহাশয় সেই রাত্রে লাইব্রেরি ঘরে একখানি কোচের উপর শুয়ে, বালাপোস্‌খানি কাঁকাল পর্য্যন্ত ঢেকে একখানি পুস্তক পড়্‌ছিলেন। সম্মুখে অসেলারের রিডিংলাম্প্‌ ধু ধু করে জল্‌তেছে—পড়্‌তে পড়্‌তে পুস্তকের এমন একস্থানে উপস্থিত যে অন্য পুস্তকের সাহায্য ব্যতিত সে কয় ছত্র কোনমতেই বুঝিবার যো নাই। কিন্তু তিনি হাজার বিদ্বান্‌ই হন্‌ না কেন বাঙ্গালীর ছেলে ত বটেন—একে শীত কাল, তায় প্রায় রাত্রি ৯টা, তাতে সুখময়ী সোফাতে লম্বায়মান, তার উপর বালাপস্‌ আবরণী, আলস্যে জড়িত—সুতরাং মনে মনে উঠি উঠি কিন্তু কার্য্যে হয়ে উঠ্‌চে না। উঠ্‌তে হবে, মাথার সিয়রে চাবির থোলা, চাবি লয়ে আল্‌মারি খুল্‌তে

হবে,—আলমারি খুলে পুস্তক খুজ্‌তে হবে,—তার পর পুস্তক দেখে পড়ার উন্নতি করা শীতকালে শয্যা লগ্ন আর্য্য সন্তান বাঙ্গালী যুবক কখনই এ কষ্ট, এ অপমান সহ্য করেন না, সুতরাং মাষ্টার বাবুর অপরাধ কি !!—মাষ্টার উঠি উঠি করে আর উঠ্‌তে পার্‌লেন না। তখন হতাশ হয়ে নিদ্রার সেবা কর্‌বেন মনস্থ করে চক্ষু দুটী বুঁজ্‌লেন, নিদ্রিতও হন্ নাই জাগ্রতও নহেন এমন সময়ে কড়াক্ করে একটী শব্দ হ'ল। শব্দের শব্দে বোধ হ'ল যেন কেহ আলমারি খুল্‌ল এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একখানি পুস্তক মাষ্টারের সিয়রে আসিয়া মাথা স্পর্শ কর্‌ল—মাষ্টার বাবু চম্‌কিরা উঠ্‌লেন—তন্দ্রা ঘুচ্‌ল—সব্যগ্রে উঠে বস্‌লেন, চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া দেখেন যে, বাস্তবিক একখানি অন্য পুস্তক তাঁর বালিসের নিকট। আশ্চর্য্য হয়ে বইখানি খুল্‌লেন—বই খুলে আরও আশ্চর্য্য—এখানি সেই পুস্তক, যেখানি মাষ্টারের আবশ্যক হয়ে ছিল—সেই পুস্তকখানি, যেখানির জন্য মাষ্টারের পড়া বন্ধ হইয়াছে—মাষ্টারের নিদ্রা চুলোয় গেল—আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তাই ত আমার যে পুস্তক খানি আবশ্যক হয়েছিল সেইখানি কে দিল ?—একি অদ্ভুত কাণ্ড ! ! এ যে অলৌকিক ব্যাপার !!! এবার বিস্তর ভাব্‌লেন কিন্তু মিমাংশা কিছুই হ'ল না। চাবির রিং তাঁর

নিকট—আল্‌মারি খুল্‌ল কে? যে পুস্তক তিনি চান্‌ এমন সর্ব্বান্তর্যামী কে যে মনের ভাব বুঝে সেই বইখানিই বার্‌ করে এনে দেবে? তাঁর তর্ক যুক্তি মিমাংসাতে কিছুই ফল হ'ল না। লাজিক্‌ ফিলজাপিতে ফল হ'ল না সত্য, কিন্তু মাষ্টার ইংরাজি বিদ্যায় হেঁ্যড়ে পণ্ডিত—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক—সুতরাং যতক্ষণ বিষয়ের মিমাংশা না হয় ততক্ষণ কথনই ছাড়্‌তে পারেন না—কাজে কাজেই অগত্যা গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হ'লেন।

কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে নিজের মনগড়া লাজিক্‌ ফিলাজপি মত একরকম বুঝিয়া লইলেন। ভাবিলেন সকলই মনের ভুল, কড়াক্‌ করে যে শব্দ হয়েছিল সে বোধ হয় ইঁদুরের কর্ম্ম, আর যদি বল আলমারি খুল্‌ল কে?—আমিই অন্যমনস্ক হয়ে খুলে গিয়ে থাক্‌ব, বিশ্বাস যে আল্‌মারি খোলা ছিল না। আর পুস্তকখানি মাথার সিয়রে কে রাখিল? তা ভুলক্রমে আমিই মাথার শিয়রে রেখে থাক্‌ব। তা না হ'লে আলমারি থেকে বইখানি উড়ে আসা ত সম্ভব নয়। যাক্‌ অনর্থক এ সকল আলাৎ পালাৎ বকিয়া কেন মাথা গরম করা—এই বলিয়া মাষ্টার গাত্রোত্থান করিলেন ও ধীরে ধীরে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, মনটা কিন্তু কেমন কেমন হয়ে গেল।

পর দিন বেলা সাড়ে চারিটার সময় মাষ্টার ইস্কুল হতে যেমন উপরে উঠ্‌বেন অমনি দেখ্‌তে পেলেন যে তাঁর পোষাক খানায় আগুন লেগেচে, ধু ধু করে শার্ম্মিকোট, পেণ্টুলেন, ও যাহা কিছু ভাল ভাল পোষাক, সমস্তই পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে চাকর বাকরকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কর্‌তে লাগ্‌লেন, বাবুর জোর গলার আওয়াজ্ শুন্‌তে পেয়ে চাকরেরা যে যেখানে ছিল আপনার আপনার হাতের কায ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে এসে দেখে যে, ঘরের মধ্যে ধোঁয়া পরিপূর্ণ ও অন্ধকার—আর বাবুর চারদিকে যেন কত শত লোক অস্পষ্টভাবে নৃত্য কর্‌তেছে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হ'ল না। অবশেষে মাষ্টার বাবু প্রায় উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হতে বাহিরে এসে যাহাকে সম্মুখে দেখ্‌তে পেলেন তাহাকেই বিলক্ষণ প্রহার জুড়্‌লেন্। চাকর্‌রা ভয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চারিদিকে পলায়ন ক'র্‌ল—মাষ্টার বাবু ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে সম্মুখের বারাণ্ডায় একখানি চেয়ারে ব'সে পোষাক পোড়া দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমশ অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয়ে এল। ধূম্ আর নাই, মাষ্টার ধীরে ধীরে উঠিয়া আর একবার পোষাক খানার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, উঁকি মারিয়া দেখিলেন—দেখেন সমস্ত পোষাকই পুড়িয়া

গিয়াছে, হায় কত সাধের পেছন্ চেরা কোট্‌ গুলি, দামী দামী শীতের ও গর্ম্মির ভাল ভাল পেণ্ট্‌লেন, সকলই পুড়ে গিয়েছে, এখন আর কোন্‌টী কি চিনিবার যো নাই—মাষ্টারের বুক্ ফাটিয়া গেল—দশ হাজার টাকা লোক্‌সান হ'লেও এরূপ মনোকষ্ট হয় না, কি করবেন সকলই ঈশ্বরের হাত, সুতরাং ভগ্ন হৃদয়ে, শূন্য প্রাণে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে অত্যন্ত মনতুঃখে একেবারে শুয়ে পড়্‌লেন। কাপড় চোপড় ছাড়া হল না, পায়ের জুতা পায়েই আঁটা রইল।

খাস্ চাকর্‌ বা খান্‌সামা ভয়ে অনেকক্ষণ মাষ্টার বাবুর সম্মুখে আস্‌তে সাহস করতে পারে নাই—প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। মাষ্টার ভাবিতেছেন—কি করে কাপড়ে আগুন লাগ্‌ল, কে এমন কর্ম্ম করলে? খান্‌সামা ভাবিতেছে—কেমন করিয়া বাবুর সাম্‌নে দাঁড়াই, আজ যে চটেছেন তাইত, অমনি অমনি কি বাড়ী পালাব?—একবারত বেশ গা মাফিক্ দিয়েছেন আবার যদি হয়!! এই ভাবনায় তাহার আত্মারাম শুখিয়ে গিয়েছে।

মাষ্টার বাবু অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে স্থির করলেন যে নিশ্চয়ই বিলাতি দেশলাইএর বাক্স জামার পকেটে ছিল কোন রূপে ঘস্‌ড়ানি লেগে এই ভয়ানক ব্যাপার হ'য়েছে।

নিশ্চয়ই চাকরের অসাবধানতায় এটি যে ঘটেছে তার আর কোন সন্দেহ নাই—ব্যাটারা বড়ই অসাবধান! যাহক্ এখন আর বৃথা দুঃখ কর্‌লে কি হবে? চা, টা খেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক্। এই ভেবে খানসামাকে ডাকলেন। খান্‌সামা নিজের কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষ ছিল, সে অতি অল্প-ক্ষণের মধ্যেই বাবুকে সন্তুষ্ট করে ফেল্‌লে। বাবু চা পান করে পুস্তক ধর্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি দশটা বাজ্‌ল, আহারও প্রস্তুত হয়েছে সুতরাং মাষ্টার শয়ন গৃহে এসে আহার করতে বসলেন, লুচির ঢাকা খুলেই দেখেন যে লুচির উপর—সাদা সাদা কিসের গুড়া রয়েচে। খান্‌সামাকে ডাক্‌লেন, খান্‌সামা প্রদীপ নিকটে আন্‌বামাত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল যে ঠিক লুচীর পরিমাণে অতি সুন্দররূপে ছাই দেওয়া রয়েছে—মাষ্টার বড়ই আশ্চর্য্য হ'লেন এবং বিরক্তও হ'লেন, উপরের লুচি খানি উঠিয়ে দেখেন যে নীচেও ঐরূপ, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, সকল লুচী গুলির উপর বিশেষ যত্ন করে যেন ছাই গুলি ঢালা হয়েছে, এমন কি থালার উপর একটুও লাগে নাই। রাগে, ক্ষুধায়, যন্ত্রণায় মাষ্টার আগুন হয়ে উঠ্‌লেন, তখনই খান্‌সামাকে সজোরে দুই পদাঘাত কর্‌লেন—ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পাঁচ ছয় জুতা ও তিন চারটী লাথি মেরে বল্‌লেন "যে আমি এতক্ষণে

সমস্ত বুঝেছি—তোদের কৌশল সমস্ত—বোঝা গিয়েছে—এখান থেকে বাজার অনেক দূর, ভাঁড়ারের জিনিস্ পত্র সহজে বেচে আস্‌তে পার না, তাই সকলে মিলে যড় যন্ত্র করে এই সকল কর্ম্ম করা হ'তেছে। আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লাম যে, পোষাক পোড়ান তোদেরই কার্য্য—এতবড় স্পর্দ্ধা লুচির ভিতর ভিতর ছাই দিয়ে রাখা হয়েছে! হারাম জাদ! সুয়ার কি বাচ্ছা! আমি কখনই মাপ করব না—ভাল চাস্‌ত এখনি ভাল লুচি তৈয়ার করে আন্ নতুবা তোদের দুজনের মাহিনা এক পয়সাও দেব না—আর কাল প্রাতে চোর বোলে জেলে দেব।"

খান্‌সামা ও ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি না করে তখনই রান্নাঘরে ঢুক্‌ল, এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে পুনর্ব্বার লুচি ও তর্‌কারি প্রস্তুত করে আন্‌লে। বাবু আহার করে নিশ্চিন্ত মনে নাক্ ডাকিয়ে মজা করে ঘুমাতে লাগলেন। সে দিন এই রূপেই কেটে গেল। ফল কথা মাষ্টার বাবু এতই বৈজ্ঞানিক যে তিনি ভ্রমেও ভাব্‌তে পার্‌তেছেন না যে ভূত জগতে আছে। দৃঢ় বিশ্বাস, যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, ইত্যাদি ভিন্ন আর ভূত নাই—মূর্খ লোকে কেবল ভূত ভূত করে।

যাক্ যেতে দাও—এখন কথা এই যে দুই দিন এইরূপে কেটে গেল, এখন তৃতীয় দিন উপস্থিত। মাষ্টার বাবু তৃতীয়

দিন, রাত্রি আট নয়টার সময় বিছানায় শুয়ে ২ পড়্তেছেন এমন সময় বোধ হ'ল যে তাঁর খাট্ খানি কে যেন মাথা দিয়ে তুল্তেছে, তাড়াতাড়ি উঠে বস্লেন, আবার সেই রূপ খাট্ উঠ্তে লাগল। উঁকি মেরে খাটের নিচে দেখতে লাগলেন কিছুই দেখতে পান্ না। বড়ই আশ্চর্য্য হ'লেন। সহসা বোধ হল যে তাঁর পশ্চাৎ ভাগে কে যেন দাঁড়িয়ে অট্ট অট্ট হাসতেছে। পশ্চাৎ ফেরেন, বাম পার্শ্বে যেন সেই মুর্ত্তি, বাম পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দক্ষিণ হস্তের নিকট কে যেন রয়েচে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখতে পান না অথচ কে যেন দাড়য়ে রয়েচে, ব'লে বোধ কর্তে লাগলেন। খাটের উপর বস্লেন, খাট্ আবার ধীরে ধীরে উঠ্তে লাগল—মাষ্টার বাবু ভাবতে লাগলেন একি গ্রহ !! খাট্ কেন ওঠে ? আবার খাটের নিচে দেখেন কেহ কোথাও নাই—এবার ভয় হ'ল। চিন্তা কর্তে লাগলেন এবং লাজিক ফিলাজপি খাটিয়ে মিমাংসা কর্লেন, যে আজকে আমার মস্তিষ্ক গরম হয়েছে—ইস্কুলে গাধা ছেলে সব—কিছুতেই শীঘ্র বুঝ্তে পারে না, তাই ব'কে ব'কে মাথা গরম হয়ে শরীর এরূপ টল্ টলে হয়েচে। এই ভাবিয়াই খানসামাকে ডাকিলেন এবং ওডিকলম ও গোলাপ জল মাথায় দিতে আরম্ভ করিলেন পরে একটু

ব্রাণ্ডি খাইয়া নার্ভস্ ডিবিলিটি কাটাইয়া ফেলিলেন। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসিল।

পর দিন প্রাতঃকালে মাষ্টার বিছানা হইতে উঠিয়াই দেখেন, যে মৃজাপুর গ্রামবাসী (তাঁহার বন্ধুগণ) বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, এবং অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। মৃজাপুর বাসীগণের ধ্রুববিশ্বাস এই ছিল যে, যে বাড়ীতে মাষ্টার বাস করিতেছেন, সে বাড়ীতে কেহই তিন দিনের বেশী বাস করিতে পারেন না। কারণ সকলেই তিন দিনের দিনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাই সকলে জোট্ বান্ধিয়া দেখিতে আসিয়াছেন এই, যে মাষ্টার জীবিত কি মৃত—মাষ্টার কে জীবিত দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার বাবু!—কিছু কি আপনি দেখ্তে পেয়েছেন?"

মাষ্টার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আমি অন্ধ হই নাই। "সকলইত দেখ্তে পাইতেছি, কই দেখ্বার কিছুইত বাকি নাই।" গ্রামবাসী কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞা তা নয় মহাশয়, বলি ভূত্ টুত্ কিছু কি এই তিন দিনে দেখেছেন?"

মাষ্টার তাচ্ছল্য ভাবে উত্তর করিলেন যে, "যাহা জগ-

তেই নাই সে বিষয়ে কেন আপনারা বারম্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করেন ? আমি ইচ্ছা করি আপনারা ও বিষয় আর দ্বিতীয় বার আমাকে যেন জিজ্ঞাসা না করেন।"

সকলেই মাষ্টারকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে—বাবা! লেখা পড়া জানা লোক না হলে কি কিছু হবার যো আছে ? এই দেখ !—এত দিন ধ'রে বাড়ীটে মিছে মিছি পড়ে ছিল, ভাগ্যক্রমে মাষ্টার মহাশয় এখানে পায়ের ধুলা দিয়েছিলেন, তাই আজ আমরা সকল বুঝ্‌তে পার্‌লাম—কি আশ্চর্য্য মহাশয় ! তৃতীয় রাত্রের শেষ রাত্রে নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে যে বাস ক'রত তার মৃত্যু হত, তাইত মাষ্টার বাবু! এর কারণ কি কিছু বল্‌তে পারেন ?

মাষ্টার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন এর কারণ এই যে, চোর ডাকাত্‌রা এই রকম পোড়ো বাড়িতে ব'সে আপনার আপনার বক্‌রা বাটিয়া লয়, ডাকাতির পরামর্শ করে, যদি কেহ বাড়ীতে থাকে তা হ'লে ত আর হয় না, তাই সেই লোককে খুন্ করে, এ সওয়ায় আর কিছুই নয়। ভূতযোনী যে জগতে নাই তা আমি এক কলম লিখে দিতে পারি।"

বাড়ী ওয়ালা মাষ্টার বাবুকে অনেক ধন্যবাদ দিতে

লাগিলেন। সে দিন দিনমান এই ভাবেই কেটে গেল।

চতুর্থ দিন উপস্থিত। বেলা সাড়ে পাঁচটা, মাষ্টার মহাশয় বাগানে ফুলগাছ দেখিতেছেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি গোলাপ গাছে গাঁদা ফুল এবং গাঁদাগাছে গোলাপ ফুল দেখিতে লাগিলেন; অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া চাকরকে ডাকিলেন এবং একটী গোলাপ গাছে গাঁদাফুল লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন? "বল্ দেখি ওটী কি ফুল?" চাকর হত বুদ্ধি হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল একি! বাবু কি জিজ্ঞাসা করেন?—কেন এরূপ কথা জিজ্ঞাসা কর্লেন?—ক্ষণেক হুত ভম্ব হইয়া রহিল।

মাষ্টার কিছু গরম হইলেন এবং বলিলেন, "চুপ্ করে রইলি যে?"

খানসামা। আজ্ঞে উটি গোলাপ গাছ, আর গোলাপ গাছে ওটী গোলাপ ফুল।

মাষ্টার। গাঁদাফুল নয়?

খান্সামা। আজ্ঞে না—তাকি কখন হয়?

খানসামা এই বলিয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করিল, এবং মনে বিবেচনা করিল যে, নিশ্চয়ই বাবুকে ভূতে ধরেচে, তা না হ'লে বাবু গোলাপ গাছে অন্য ফুল দেখ্বেন কেন? সে এই কথা চাকর মণ্ডলির ভিতর সোর গোল্ করিল,

সকলেই ভাবিল ও বুঝিয়া লইল যে, আমাদের বাবুকে নিশ্চয়ই ভূতে পাইয়াছে, তা না হলে অত বড় শান্ত বাবু আজকাল যেন চটিয়াই আছেন—নিশ্চয়ই ভুতে পাইয়াছে।

এ দিকে মাষ্টার বাবু বাগানের একদিক ছাড়িয়া অন্য দিকে দেখেন যে, যেখানে একটী কদম গাছ ছিল, সে স্থানে আজ সে গাছ নাই, একটী বৃহৎ চাঁপা গাছ রহিয়াছে, এবং চাঁপা গাছের স্থানে কদম্ব বৃক্ষ; এই রূপ সকলই অসঙ্গত দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভীত ও বিরক্ত হইলেন, এবং আপনার শয়ন গৃহে আসিয়া শয্যাতে শুইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন, একি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সকলই যে অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে! তাইত এরূপ দেখার মানে কি? অনেক ভাবিতে লাগিলেন, পরে লাজিক্ ফিলাজাপী খাটাইয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমার নারভস্ ডিবিলিটি হইয়াছে আর এ ব্যায়রামকে ভ্রমদৃষ্টি বলে, তা একটু গরম হ'লেই লোকের এরূপ দেখা সম্ভব। মাথায় একটু তেলে জলে দেওয়া যাক্, আর একটু ব্রাণ্ডি খাওয়া যাক, আর দিন কতক উপরি উপরি মাংস খাওয়া যাক, তাহলেই উপশম হইয়া যাইবে। এই বলিয়া মাথায় ফুলাল তেল ও জল দিয়া একটু ব্রাণ্ডি খাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ রাত্রি আট নয়টা

হইল। মাষ্টার আজকে আর পড়া শুনা করিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন' সম্মুখে আলো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এমন সময় গৃহমধ্যে সঙ্গিতের শব্দ হইতে লাগিল—আর কেহ শুনিতে পাইল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু মাষ্টার বেশ শুনিতেছিলেন ইহা আমরা বিশেষ জানি। মাষ্টারের মন মোহিত হইয়া গেল, এমন মধুর সুর তান লয়, তিনি পূর্ব্বে কখন শোনেন নাই; সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় সৌগন্ধির মনমোহন গন্ধ মাষ্টারের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল—মাষ্টার চক্ষু চাহিয়া দেখেন, কত শত ভয়ানক ভয়ানক মুখ চারি ধারে কত ভঙ্গিতে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে—ভীত হইলেন—মাষ্টার বড়ই ভীত হইলেন—চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, চাকর বাকর ডাকিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না, স্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অগত্যা নিরাকার ভগবানকে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

শুক সারি সংবাদ।

খ্যাঁদা খেঁদির পালা।

লিলিবন বিলাসিনি খেঁদি আমাদের।
খেঁদি আমাদের, খেঁদি আমাদের আমরা
খেঁদির খেঁদি সকলের।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা কলির অবতার
সারি বলে আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার
নইলে সাজ্‌বে কেন ?—
শুক বলে আমার খ্যাঁদা, কেবল সাবান মাখে
সারি বলে আমার খেঁদি, পাউডারে রং ঢাকে
সাবান কোথায় লাগে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার বামে টেরিফেরা
সারি বলে আমার খেঁদির, মাঝ খানেতে চেরা
ও তার বাহার কত ?—
শুক বলে আমার খ্যাঁদার ফ্রেঞ্চ কাট হেয়ার
সারি বলে আমার খেঁদি করেনাকো কেয়ার
কার্‌ল্‌ কুঁকড়ে পড়ে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার পমেটম্ চুলে
সারিবলে খেঁদির চুলে, কত খ্যাঁদা ঝোলে
এতো সবাই জানে।

শুক বলে আমার খ্যাঁদা হ্যাট কোট পরে।
সারি বলে আমার খেঁদি আড় ঘোমটার মারে
খোঁপার বাহার কত।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার গলে কলার ওড়ে
সারি বলে আমার খেঁদি চিকে গলা মোড়ে
কলার কোথায় লাগে?—
শুক বলে আমার খ্যাঁদার ঘড়িচেন ঝোলে
সারি বলে গিল্টি করা—সোণা নাইকো মুলে
খেঁদিই কাঁচা সোণা॥
শুক বলে আমার খ্যাঁদা লেক্‌চার দিতে পারে
সারি বলে আমার খেঁদির বাঁদুনির জোরে
নইলে বল্‌তো কি সে?
শুক বলে আমার খ্যাঁদা পুল্‌পিটেতে বসে
সারি বলে আমার খেঁদি থাকে আসে পাসে
নইলে আসতো বা কে?
শুক বলে আমার খাঁদা (সবে) ভ্রাতৃভাবে দেখে
সারি বলে আমার খেঁদি (তাদের) প্রাণে২ রাখে
শুধু দেখ্‌লে কি হয়।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা গান ধরিয়ে দেয়
সারি বলে আমার খেঁদি গাহিয়ে শুনায়

সে যে মিঠে আওয়াজ ॥
শুক বলে আমার খ্যাঁদা সমাজের চূড়া
সারি বলে আমার খেঁদি দেখ তার গোড়া
নইলে সমাজ কিসের ?
শুক বলে আমার খ্যাঁদা মুক্তিদান করে
সারি বলে খেঁদি বিনে, কি সাধ্য সে পারে
খেঁদি অধম তরায় ॥
শুক বলে আমার খ্যাঁদা পুরুষের মণি
সারি বলে আমার খেঁদি ত্রৈলোক্য তারিণী
খাঁদার মাথায় থাকে ।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা কোর্টসিপ্ করে
সারি বলে সেতো কেবল আমার খেঁদির তরে
নইলে কিসের লাগি ॥
শুক বলে আমার খ্যাঁদা জাতিভেদ তোলে
সারি বলে পার্‌তো না সে খেঁদির মন না হ'লে
খেঁদি যে রে সর্ব্ব জয়া ।
শুক বলে ছুঁড়ী বিয়ে খ্যাঁদা নাহি করে
সারি বলে আমার খেঁদির হুকুমের জোরে
নইলে কর্‌তে হ'তো ।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার লিখেপড়ে বিয়ে

সারি বলে সেটা কেবল, আমার খেঁদির দায়ে
নইলে হ'ত নাক'।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা তোর খেঁদির গুরু
সারি বলে আমার খেঁদির কাছে খ্যাঁদা গরু
ওকে উঠায় বসায়।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা উপায় করে আনে
সারি বলে আমার খেঁদি তাকায়না তা পানে
খেঁদির উপায় অনেক।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা বড় চাকরি করে
সারি বলে আমার খেঁদির সুপারিসের জোরে
খ্যাঁদায় চেনে কে রে?
শুক বলে তোর খেঁদি আমার খ্যাঁদার তরে
সারি বলে স্বাধীন খেঁদি, তাঁরে কেবা পারে
বরং খ্যাঁদাই হারে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা খপরের কাগজ লেখে
সারি বলে আমার খেঁদি, প্রেমের নাটক লেখে
দেখ কোন্‌টা ভাল।
শুক বলে লোকের কাছে খ্যাঁদার কত মান
সারি বলে নেটিব্—খেঁদি সাহেবে লোকের জান্।
তারা মাথায় রাখে।

শুক বলে আমার খ্যাঁদা রাঁড়ি বিয়ে করে
সারি বলে আমার খেঁদির ইচ্ছা হলে পরে
খ্যাঁদী যে ইচ্ছাময়ী।
শুক বলে আমার খ্যাঁদার রূপে ঘর আলো
সারি বলে আমার খেঁদির চোখেই জগৎ ম'লো
রূপের গুমোর কিলো?
শুক বলে খ্যাঁদায় লোকে 'মিষ্টার' বলে ডাকে
সারি বলে খেঁদির মান "মাইডিয়ারে "রাখে
মধুর কোন্‌টা হ'লো।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা থিয়েটারের ছবি
সারি বলে আমার খেঁদি দুই-ই—ছবি, কবি,
নাটক কাকে নিয়ে।
শুক বলে খ্যাঁদার কাছে সাহেব সুবো আসে
সারি বলে কেবল আমার খেঁদিরই প্রয়াসে
নইলে আস্‌তো নাকো।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা ছাতে হাওয়া খায়
সারি বলে সন্ধ্যায় খেঁদি, বাগানেতে যায়
কত রগোড় মারে।
শুক বলে আমার খ্যাঁদা লেখা পড়া জানে
সারি বলে আমার খেঁদির কাছে প'ড়ে শুনে

খেঁদির তক্‌মা আছে।
শুক বলে বক্‌না—খাঁদা খেঁদির ভাতার
সারি বলে ডাইভোর্স বোঝ?—কি জারি খাঁদার
খেঁদিকে চটাস্ নেকো?

হাঁ দাদা।

সাকার ভগবান্ ভাবিলে আসিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিরাকার ভগবান মাষ্টার মহাশয়ের হুকুম-মতে যে আসিয়া পোঁছেন নাই—তাঁহার ভাবনার যে কোন ফল হয় নাই—তা আমরা অবগত আছি। মাষ্টার ক্রমশঃ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তাঁর মনে ভয়, কি ভাবনা, কি আনন্দ হইয়াছিল তা তিনি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না, কারণ মাষ্টার মহাশয় সেই অজ্ঞান অবস্থার ঘটনা, তার পরদিন বা কোন সময়েই স্মরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এইরূপ অচেতন হইয়াই পড়িয়া রহিলেন। খানসামা, ব্রহ্মণ, ইত্যাদি চাকর বাকরেরা বাবু নিদ্রিত, ডাকিলে মার জুড়িবেন, এই ভয়ে ডাকিল

না। রাত্র দেড়্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বাবু আজ আর উঠিবেন না এই ভাবিয়া আপনারা শুইয়া প’ড়িল।

পরদিন বেলা নয়টা, মাষ্টার বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি বড়ই আশ্চর্য্য !!! আপনার ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন, ভাবে বোধ হইল যে কোথায় রহিয়াছিনে তাহা যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া খানসামাকে চা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন এবং পূর্ব্ব দিনের ঘটনা বলী মনে মনে, ধীরে ধীরে, পরে পরে, স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সকলই স্মরণ হইল কিন্তু অচেতন অবস্থার বিষয় কিছু মনে করিতে পারিলেন না। তবে যে এ বাড়ীতে ছিলেন না, কোথায় গিয়া ছিলেন, অদ্ভুত কাণ্ডের মধ্যে ছিলেন, কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে ছিলেন, এরূপ ভাব একটু আদ্‌টু মনে মনে আসিতে লাগিল। যাহা হউক অদ্য মাষ্টার বাবু লাজিক ফিলাজিপ ভুলিয়া গিয়া যেন কতকটা হতভম্ব হইয়া রহি-লেন।

পঞ্চম দিবস—শনিবার। অদ্য মাষ্টারের স্কুল একটার সময় বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিতে দেখিতে ব্যালা চারিটা বাজিল। মাষ্টার বাবু আপনার ঘরে বসিয়া কি ভাবিতে

ছেন, এমন সময় সহিস, কোচ্‌মান, দরওয়ান, ব্রহ্মণ, খান্‌সামা, ইত্যাদি সকল চাকর বাকরেরাই মাষ্টার বাবুকে আসিয়া একসঙ্গে সেলাম দিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও? খানশামাই চাকরদের ভিতর প্রায় বুদ্ধিমান হয় সুতরাং এই দলের মুখ পাত্রই খানসামা। খানসামা উত্তর করিল "বাবু—আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, আর আমরা এ বাড়ীতে এক মিনিটও টিক্‌তে পার্‌ছি না—আপনি আমাদের মা বাপ্‌, আপনাকে ছেড়ে যেতে আমাদের প্রাণ কাঁদে, কিন্তু কি কর্‌ব, আমরা প্রাণে মারা যেতে বসেছি, তাই বল্‌চি যে, আমাদের যার যা পাওনা তা চুকিয়ে দেন।

মাষ্টার। সেকি? তোমরা পাগল হয়েছ নাকি?—মারা কেন যাবে?—কি হ'য়েচে?

খানসামা। বাবু, সত্তি বল্‌তে কি, আমরা এ বাড়ীতে এসে অবধি উস্তোন্‌ ফুস্তোন্‌ হ'তেছি, একদিনও সুখে খেতে বা সুতে পেলাম না। বামুন ঠাকুর রাঁধে, লুচি কর্‌চে কি রুটি কর্‌চে—যাই লুচিগুলি ছেঁকে রেখেচে, অমনি নাই। কতদিন যে বেচারা লোসকান্‌ দিয়েচে তার আর ঠিক নাই—এই পরিশ্রম করে খাবার ভাত তরকারি রেঁধে ঢাকা দিয়ে রেখে হাত মুখ ধুতে গেল, ফিরে এসে

দেখে যে ভাতের হাঁড়িতে তরকারির উপর ধুলা বালি গোহাড় পাটকেল্ চাপান রয়েছে। সে সকল কথাও ধরি না, বাবু!—দিনের ব্যালা ঘরের দ্বরজা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর ঢুক্‌ব, অমনি যেন কে দ্বরজা বন্ধ করে দিলে, চার পাঁচ জনে মিলে—সজোরে ঠ্যালাঠেলি কর্‌লাম কিছুতেই খুল্‌তে পার্‌লাম না, আবার এক সময়ে আপনা আপনিই সেই দরজাটী খুলে গেল। ঘর বন্ধ করা রয়েচে, কোথাও কিছু নাই কে যেন সে ঘরটি খুলে দিলে—আর বেশী কি বল্‌ব বাবু! আমরা ভয়ে হিন্দু মুসলমান সকলেই একঘরে সুয়ে থাকি, কিন্তু ভরসা করে কেউ পাশে সুতে চায় না। সমস্ত রাত্রি কেউ চক্ষু বন্ধ কর্‌তে পায় না। প্রদীপ রাখি, কোথাও কিছু নাই একটা হাওয়া এসে প্রদীপটে নিবিয়ে দেয়, আর সকলের মাথায় এক সঙ্গে থাব্‌ড়া মারে, আবার কাহারও কাহারও পা ধরে ঘরের মধ্যে ঘুরায়। বাবু আপনি দয়ালু মনিব ব'লে আমরা চার পাঁচ দিন চোক্‌কান বুঁজে ছিলাম, আর থাক্‌তে পারি না, কাল্ আবার বিকট-স্বরে কে যেন বল্‌ছিল যে, আর বেশীদিন থাক্‌লে সকল-কেই মেরে ফেল্‌ব। হুজুর!—এখন আমাদের রক্ষা করুন, আমরা আর চাক্‌রি কর্‌ব না, হুকুম দেন এই ভয়ানক বাড়ী ছেড়ে পালাই। এমনি হ'য়েচে যে, আমরা আর একতিলও

থাক্‌তে পার্‌চি না। এতক্ষণে মাষ্টার বাবুর যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল; লাজিক ফিলজপি পুনর্ব্বার তাঁহার মন অধিকার করিল; পুনর্ব্বার বিদ্যা বুদ্ধি তর্কের অনুসরণ করিলেন। অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "খানসামা!—তোমরা ত আর লেখা পড়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার্‌ ধার্‌লে না, মূর্খলোক, সকলতাতেই ভয় পাও—তোমরা যে কেন ও সকল দেখ, তার কারণ আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিতেছি—শোন। তোমরা নাকি মূর্খলোক, তাই মনে কর যে সকল মনুষ্যই সমান, বস্তুত নয়, "ফেস ইজ্‌ দি ইন্‌ডেক্স অব্‌ মাইণ্ড"—মুখ দেখ, সকল মনুষ্যের মুখই ভিন্ন ভিন্ন, আবার মুখটা কি? না মনের সূচীপত্র। তাই বলি, যেমন প্রত্যেক মানুষেরই মুখশ্রী অসমান, তখন তাহাদের মনও যে ভিন্ন ভিন্ন তার আর কোন সন্দেহই নাই। সেই নজিরে আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, তোমাদের মধ্যে দুই একজন সয়তান লোক আছে। তারাই তোমাদের এই কষ্ট দিতেছে—তৈয়ারি ভাতে ধূলা বালি দিতেছে, অন্ধকারে উঠে পা ধরে ঘুরাইতেছে, তাড়াতাড়ি এক সঙ্গে চার পাঁচ জনের মাথায় চপেটাঘাত করে। তোমরা ভূত মনে ক'রে ভয়ে ম'রে থাক তা তাদের জব্দ কর্‌বে কি ক'রে? আমি তোমাদের হুকুম দিলাম যে, যে ঐ বদমায়েসদের ধরে দিতে পার্‌বে

তাকে আমি পঞ্চাশ টাদা পুরস্কার দিব। তোমরা মুর্খ তাই ভূত ভূত কর। ভূত কোথায়? তোমরা বেশ জেনো, ভূত জগতে নাই।"

খানসামা। আচ্ছা বাবু! ঘরের মধ্যে কেউ কোথাও নাই ঘরের দ্বরজা বন্ধ করে কে?

মাষ্টার। আরে অজ্ঞান! না পড়্‌লে শুন্‌লে কি ও সকল জানবার যো আছে? সায়েন্স না পড়্‌লে, লাজিক ফিলাজপি না জান্‌লে ও সকলের গূঢ় রহস্য বুঝ্‌বার শক্তি হয় না। কাঠের একটী শক্তি আছে; পরস্পর একত্রিত হয়—বিশেষতঃ যে সকল দ্বরজা জানালা সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না, সে সকল কাট্‌ পরস্পর এক হইবামাত্র, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, যেমন মাটিতে আতাফল পাড়ার জন্য জানাযায় যে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, তেমনি কাটে কাটেও বুঝ্‌তে হইবে। তোমরা মূর্খ তাই মনে কর ভূতে দ্বরজা দিলে; যাও আর আমকে বিরক্ত ক'রো না, পাগল আর কি! যাও আপনার আপনার কর্ম্ম করগে।

এই বলিয়া মাষ্টার পুস্তক ধরিলেন। অগত্যা চাকরের দল কতক অপ্রতিভ, কতক আহাম্মক, কতক দুঃখিত হয়ে আপনার আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হইল; এক ঘণ্টা অতিত হইতে না হইতেই শনিবার পাইয়া মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধু-

গণ সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খানসামা খবর দিল—মাষ্টার গাত্রোত্থান করিয়া বৈটকখানায় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরে দেদার আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে—ইংরাজী, দেশি, হিন্দুস্থানি রকমের হাঁসির শব্দে বৈঠকখানার কড়ি-কাট গুলোরও যেন ফাট্ ধরিল, অবশেষে খেলার রাজা দাবাবোড়ে পড়িল, দুই পক্ষের হাতি ঘোড়াও মরিতে লাগিল, কিন্তু প্রতি বাজিই মাষ্টারের পক্ষে জয় হইত লাগিল। প্রতি দিন মাষ্টার হারিতেন আজ যে প্রতিবার জয় লাভ করিতেছেন, তাহার এক কারণ ছিল, অদ্য তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গে একজন নূতন লোক আসিয়াছিলেন, তাঁহার চেহারাটী অতি সুন্দর, ব্রাহ্মণ, শরীর তপ্ত কাঞ্চণের ন্যায় তেজপুঞ্জ, চক্ষু উজ্জ্বল, দৃষ্টী তীব্র, ললাট প্রশস্ত, শরীর বলিষ্ট, দেখিলে ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়, সেই ব্রাহ্মণ মাষ্টারের পক্ষ হইয়া দাবার চাল্ বলিতেছিলেন। মাষ্টার ব্রাহ্মণের উপরচালে বাজি জিতিতেছেন বলিয়া যদিও কিছু সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের সরা কামান মাথা, গোঁপ দাড়ি কামান মুখ মণ্ডল, এবং পীরান হীন দেহ দেখিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করেন নাই—

মনে মনে অসভ্য ভাবিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রথম হইতেই মাষ্টারকে বিট্‌লা ব্রাহ্মণ, তুমি তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। মিষ্টার, হুজুর, এমন কি বাবুও বলেন নাই। যাহা হউক এই রূপে নয়টা রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা চলিল, অবশেষে রাত্রি হইয়াছে মনে করিয়া সকলের অনুমতিক্রমে সে দিনের সভা ভাঙ্গিল, মাষ্টার উপরে আসিলেন এবং একে একে সকলে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাষ্টার শয়ন গৃহে আসিয়া একটা ম্যানিলা চুরোট মুখে পুরিয়া ধুম্‌পান করিতে লাগিলেন. এবং সোফাতে হেলান দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। দরজাটি ভ্যাজান ছিল, এমন সময় সহসা আপনা আপনি দরজাটি খুলিয়া গেল, মাষ্টার চমকিয়া উঠিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর যিনি দাবার চাল বলিতেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। না বলিয়া—পূর্ব্বে না সংবাদ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ,—বিশেষত সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক প্রবেশ করিল, আবার তার উপর অসভ্য গোঁপ দাড়ি কামান ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মাষ্টার ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ননসেন্স ইষ্টুপিড্ স্কাউণ্ড্রেল! ছি—ছি তুমি কে? কেন আমার ঘরে একে-

বারে আসিলে? তোমরা ভট্টাচার্য্য! বড়ই গাধা লোক, সভ্যতার কিনারাও মাড়াও নাই! আমি যদি এই সময়ে ঘরে উলঙ্গ থাক্‌তাম? কিম্বা অন্য রূপ আমোদ আহ্লাদে থাক্‌তাম? তোমার কি অধিকার যে একবারে একজন অপরিচিতের ঘরে না অনুমতি লয়ে প্রবেশ কর? ছি! বড় অসভ্য: বড়ই মুর্খ লোক!"

ব্রাহ্মণ মাষ্টারের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন "বাপু! আমার বিশেষ আবশ্যক আছে তাই তোমার নিকট এলাম।

মাষ্টার সক্রোধে উত্তর করিলেন, "আমার সঙ্গে কি আবশ্যক হ'তে পারে? হয় তুমি কিছু ভিক্ষা চাও, না হয় তোমার ছেলে পিলের কর্ম্মের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছ, এই দুই ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব?"

ব্রাহ্মণ। আমি ভিক্ষুক নহি বা আমার আত্মিয়ের চাক্‌রীর জন্যও আসি নাই। তোমার জন্যই আসিয়াছি।

মাষ্টারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। রাগ লুকাইল সহসা মন যেন কোন একটা গভীর চিন্তায় ঝাঁপ দিল। ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আমার জন্য তুমি কেন আসিবে?"

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি একজন বিদ্বান লোক, তোমার জীবন মূল্যবান, তুমি জীবিত থাকিলে অনেকের উপকার

হবে বিশেষতঃ তোমার মন বড় সরল ও উচ্চ।

মাষ্টার। ভাল! আমি ও সকল বাজে কথা শুন্‌তে চাহি না। তোমার কি ইচ্ছা শীঘ্র বল।

ব্রাহ্মণ। আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমার অকালমৃত্যু না হয়। বোধ হয় শুনে থাকবে যে, এই বাড়ীতে কেহ কখন তিন রাত্রের অধিক বাস করিতে পারে নাই, তোমার আজ পাঁচ দিন বাস হ'ল; তাই বলিতে আসিয়াছি যে, তুমি ভাল লোক, কাল প্রাতে এ বাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র যেও, নতুবা নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে। এত দিন তোমার মৃত্যু হ'ত, কিন্তু সরল প্রকৃতির লোক আর পবিত্র থাক বলে এবং তোমার জীবন সাধারণ অপেক্ষা মূল্যবান বলে আজও জীবিত আছ।

মাষ্টারের এবারে লাজিক্ ফিলাজাপি মনের কোণেও স্থান পাইল না। ব্রাহ্মণের সেই তেজপুঞ্জ তাম্রবর্ণ ও তীব্র দৃষ্টিতে মাষ্টার ক্ষণেক চঞ্চল হইলেন। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে?

ব্রাহ্মণ। আমি একজন ব্রাহ্মণ।

মাষ্টার। থাক কোথায়?

ব্রাহ্মণ। এই খানেই থাকি।

মাষ্টার। তুমি আমাকে বড় বিরক্ত করছ। যাও আমি

তোমার নিকট পরামর্শ চাই না।

ব্রাহ্মণ। বাপু! আমার বাক্য অবহেলা ক'র না। এ স্থান পরিত্যাগ কর, তা না হলে নিশ্চয়ই মারা যাবে—

মাষ্টার বড়ই চটিয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈশ্বরে বলিলেন "আমি মারা যাব তাতে তোমার কি? আমার জীবনে আমার মায়া নাই—তোমাকে আমি উপদেশ দিতে ডাকি নাই—তুমি এখনি আমার ঘর হ'তে চলে যাও—নতুবা বিলক্ষণ অপমান হবে—কি গাধার মতন কথা! আমি ভূতের নাম গন্ধও জানলাম না, উনি আমাকে মারা পড়্‌বার ভয় দ্যাখাতে এলেন—ইষ্টুপিড্ কাউয়ার্ড ইল্‌লিটারেট্ ফুল, এখনি চলে যা।" ব্রাহ্মণ একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু অতি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বাড়ীতে ভূত দেখ নাই?"

মাষ্টার। (উচ্চৈস্বরে) কৈ না?—

এইবারে ব্রাহ্মণের চক্ষু আরও রক্তবর্ণ হইল এবং প্রথম দিবসের ঘটনাহইতে চতুর্থ দিবসের ঘটনাবলী পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন, এবং পুনর্ব্বার তীব্র কটাক্ষে বলিলেন—জীবনে এততেও কি তুমি কখন ভূত দেখ নাই।"

সেই ভয়ঙ্কর তীব্র দৃষ্টি মাষ্টারের হৃদয় ভেদ করিল,

মাষ্টার এইবারে নিরুত্তর, মনে মনে অনেকক্ষণ অনেক তর্ক বিতর্ক লাজিক ফিলাজপি খাটাইতে লাগিলেন এবং বিস্তর বিচারের পর স্থির করিলেন যে, এ ব্যাটা বামুন নিশ্চয়ই ডাকাতের সর্দার ; আর এই যে কাণ্ড কারখানা নিশ্চয়ই এই লোকটার, আমি এই বাড়ীতে আসা অবধি, এদের পরামর্শের, ও ভাগবাটওয়ারার গোল্‌মাল হ'য়েচে তাই এসে আমাকে ভয় দেখাচ্চে।

ব্রাহ্মণ। চুপ্ ক'রে রইলে যে ?

মাষ্টার। আমি এখন বুঝলাম—আমি আর তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইতে চাই না—তুমি নিশ্চয়ই ডাকাত্, এই বাড়ী তোমার আড্ডা। আমার আসাতে তোমার বড়ই কষ্ট হ'য়েচে, তাই তুমি আমার জীবনের জন্য এত কাতর হ'য়েচ। আমি যা বল্‌লাম নিশ্চয়ই তাই—এখন ভাল চাও, ত আমাকে আর বিরক্ত ক'র না—যাও এখনি যাও।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"নিশ্চয়ই তোমার মতিচ্ছন্ন উপস্থিত, আরও একবার বলি, তুমি যদি ভাল চাও তা হ'লে কাল্ সকালে আর এবাড়ীতে থেকো না ; কাল্ যদি আমার কথা না শুনে এ বাড়ীতে বাস কর, নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে, ভগবান সাক্ষাৎ হ'লেও রক্ষা পাবে না।"

মাষ্টার এবার বড়ই চটিলেন—বাঙ্গালা গালাগালি মুখে আসিল না—রাগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "গো য়্যাওয়ে ডেভিল—"

ব্রাহ্মণও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। মাষ্টারও রাগে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ডাকাত্, নিশ্চয় পুলিশ্ সুপরদ্ধ করা উচিত—না পালায়—এইজন্য তৎক্ষণাৎ চাকরদের, বাড়ীর দরজা সকল বন্ধ করিতে অনুমতি, ও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। এক মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান চারি দিকে হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই—মাষ্টার রাগে আগুণ হইলেন—চাকর্‌রা ডাকাত্, ব্রাহ্মণের সড়ের লোক, নিশ্চয় ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এই বিশ্বাসে মার্ ধর্‌লেন, চাকরেরা ভয়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল।

সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না কিন্তু মাষ্টারের বড়ই অশান্তি উপস্থিত—নানা রকম ভাবনা মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল। সেই ব্রাহ্মণের তীব্র দৃষ্টি, স্থির ও গম্ভীর কথা, ভয়ানক মুখভঙ্গি, মাষ্টারের হৃদয়ের প্রত্যেক শিরাতে শিরাতে বসিয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণকে ভুলিতে পারিলেন না; ফলকথা, দুর্ভাবনায় মাষ্টার সে রাত্রি জাগিয়া রহিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু

নিদ্রাদেবী অনুগ্রহ করিলেন না।

সকাল্ হইল, প্রভাতী বর্ণনা ছাই আর কি করিব? রোজ রোজ প্রত্যহ যেরূপ সকাল্ হয়, আজও ঠিক সেই রূপ সকাল্ হইয়াছিল, সেই পুরাতন রাঙ্গা সূর্য্য, আকাশে একটু একটু উঠ্‌ছেন্, প্রায় সকলের বাড়ীতেই বৌমারা স্বামীরকোলে সুখে নিদ্রা যাচ্চেন, ভাবনাও নাই ভ্রুক্ষেপও নাই, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী উঠে গৃহকর্ম্ম কর্‌ছেন, গরুগুলো ত আর এখন মাঠে যায় না, গোয়ালে দাঁড়িয়ে জাবর্ কাট্‌চে; সকাল ব্যালা গঙ্গাস্নানটা প্রায় উঠেগেছে—আর থাক্‌লেও কেউ হরিবোল হরিবোল বলে স্নান করতে যায় না, সুতরাং সে পুরাতন প্রথাটা আর নাই, সাক, মাছ বেচুনিরা ক্রমশ একে একে দেখা দিতেছে। কাক্ ব্যাটারা এখনও সেইরূপ প্রকারই আছে, কৈ চা টাও খায় না, কাপড় চোপড়ও পরে না, সেই এক রকমেই কাল কাটালে, সেই কর্কশ স্বরে কা, কা, কা, কর্‌চে আর একস্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট বড় বড় পাখিরাও ফুড়ূক ফাড়ূক ক'রে আহারের চেষ্টায় ব্যাড়াচ্চে। মোট কথা এই যে, প্রতিদিন যেমন সকাল্ হয়, আজও সকাল্ ব্যালা, ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল।

আজ রবিবার। ছয় দিন হইল মাষ্টার এই বাটীতে

আসিয়াছেন। আজকে যেন তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। মূর্ত্তি যেন কাল, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মুখশ্রী আদপে নাই—সহসা দেখিলে যেন অপর লোক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, মাষ্টার প্রাতঃ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া চা টা, পান করিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া খপরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অন্যদিন অতি দূর হইতেই শব্দে বুঝিতে পারিতেন যে, বন্ধুরা আসিতেছেন, অমনি উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহারা মাষ্টারের চৌকির নিকট আসিয়াছেন, তত্রাচ মাষ্টারের সংজ্ঞা নাই, কেন? খবরের কাগজ কি পড়িতেছেন?-না তাহাও নহে। কাগজ খানি হাতে আছে মাত্র। তবে কি, চক্ষু মুদ্রিত, কাল্ রাত্রে নিদ্রা হয় নাই তাই কি নিদ্রা যাইতেছেন! তাহাও নয়—তাকাইয়া আছেন—কি ভাবিতেছেন—অতি প্রগাঢ় চিন্তা—মাষ্টারের বন্ধুরা আসিয়া দুই তিনবার ডাকিলে তবে মাষ্টার যেন চম্‌কিয়া উঠিলেন, বেশ বোধ হইল ঘরে ছিলেন না। জনৈক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মাষ্টার বাবু!-আজ যে ধ্যানে মগ্ন!" মাষ্টার কিছু অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, বন্ধু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে আপনার?

আজ এরূপ অবস্থা কেন?—বর্ণ কালি, যেন ছমাসের রোগীর মত চেহারা, অন্যমনস্ক, কেন মাষ্টার বাবু?—” এবার মাষ্টার কতকটা সাম্‌লাইয়া ছিলেন, উত্তর করিলেন “না ভাই, বড় গোলযোগেই পড়েচি, চাকর সালারা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কুব্যবহার ক’র্‌তে আরম্ভ ক’রেচে। লুচির সঙ্গে ধুলো, ছাই রাখে, সে দিন একটা আন্‌লা ভাল ভাল কাপড় পুড়িয়ে দিলে। তা যাক্ কিন্তু কাল রাত্রে কোথা থেকে এক ব্যাটা ডাকাত্ ব্রাহ্মণকে যোগাড় ক’রে এনেচে, সে ব্যাটা কাল একেবারে রাত্রি নয়টার পর আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত, বলে তুমি চলে যাও—তা না হ’লে কাল তুমি মর্‌বে—কি স্পর্দ্ধা বল দেখি!—তাই ভাবছিলাম।”—

বন্ধু। ব্রাহ্মণের চেহারা কি রকম বলুন দেখি?

মাষ্টার। গাঁটা গোঁটা, খুব্ শণ্ডা—নিশ্চয়ই সে ডাকাতের সর্দ্দার—বর্ণটা তামাটে তামাটে, রাঙ্গা রাঙ্গা—তাকানিটে ভয়ঙ্কর, চোকের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌চে, কথাগুলো অত্যন্ত গম্ভীর, ব্যাটার প্রাণে একটু ভয় নাই হে! যত বলি উঠে যাও তা না হলে অপমান হবে, তা সে কখনই শুন্‌বে না। নয়টা রাত্রি থেকে আরম্ভ, ব্যাটা এগারটার সময় উঠে যায়—বড় ভুগিয়েছে শালা।—

মাষ্টারের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই গা টেপা টিপি করিতে লাগিলেন এবং মাষ্টারের কথা শেষ হইবামাত্র সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, আপনি চলুন আর এখানে থাক্‌বেন না, ঐ যা দেখেচেন্‌ ঐ হ'য়েছে, থাক্‌লে নিশ্চয়ই মারা যাবেন—আপনি থাক্‌লেও আমরা আপনাকে আর থাকতে দিব না, ইত্যাদি নানা রকমে বুঝাইতে লাগিলেন ও সেই বাটী হইতে তখনই মাষ্টারকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনুরোধ বৃথা হইল, কোন কাযেরই হইল না।—মাষ্টার এক গুঁয়ে লোক, তিনি আপনার বুদ্ধিতে মরিবেন সেও স্বীকার, তত্রাচ কাহারও কথা শুনেন না। তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিলেন যে যদিও আমি যাইতে পারিতাম, কিন্তু যখন ভূতের ভয় বলা হইয়াছে তখন আমি কোন মতেই যাইতে পারিব না। ভূত জগতে নাই। আর আমি ত এ বাড়ীতে ভূত দেখিলাম না। আমি যদি ভূত আছে বলিয়া যাই, তাহা হইলে আমার কতদূর মহাপাপ হবে বল দেখি; যা পৃথিবীতে নাই, আমি তাহার সত্তা লোকদের মনে বদ্ধমূল করে গেলাম, সকলেই ভাবিবেন যে, মাষ্টার ভূত মানৃত না কিন্তু এইবারে ভূতের হাতে প'ড়েছিল, তাহ'লে জগতে একটা মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলে আমাকে যেতে হবে!—

আমি সে পাপ "কখনই ক'রতে পারব না। এইরূপ অনেক ক্ষণ মাষ্টার ও তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। মাষ্টার অনুরোধ রক্ষা না করায়, বন্ধুগণ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, আজ আর ব'সিলেন না, তামাকও কেহ পান করিলেন না।—

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। মাষ্টার স্নান আহার করিলেন। স্নান আহার করিয়া পত্র লিখিলেন। আজ যেন তিনি অন্য লোক, সে মাষ্টার নহেন। তিন্ চার খানি পত্র লিখিলেন। পত্র লেখা হইল, ডাকঘরে দেওয়াও হইল, কিন্তু তাঁহার মনের ব্যাকুলতার, চিত্তের অস্থিরতার, কিছুই উপশম হইল না। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, যেন তিনি অধিকতর চঞ্চল ও অস্থির হইতে লাগিলেন। তাই অস্থির হইয়া বাড়ীতে লিখিলেন যে, কোথায় কত টাকা কড়ি আছে, কাহার কাছে কত পাওনা কত দেনা সকলই লিখিলেন, নোট্‌বুকেও তুলি-লেন, ফলকথা মাষ্টার আর সে মাষ্টার নাই, কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া গোচ্‌ হইয়া পড়িয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে চার্‌টা বাজিল, মাষ্টার 'চা খাই-লেন এবং খানসামাকে গাড়ুটা পাইখানায় রাখিতে হুকুম করিলেন। খানসামা তাহাই করিল। পাঠক মহা-শয়ের উপকারার্থ বলা উচিত যে এ বাড়ী সাহেবী কেতার

এবং ইহার পায়খানাটী কিছু দূরে ছিল আর সেই পায়খানার নিকটে কতকগুলি গাছ পালা, অবশ্য বড় বড় চাঁপা প্রভৃতি ফুলের গাছ ছিল। যাহা হউক মাষ্টার চুরোট মুখে করিয়া পায়খানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করার এক্ মিনিটের পর একটী ভয়ানক চীৎকার শব্দ হইল, আর কিছু শুনা গেল না, কে যেন মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া অত্যন্ত ভয়ে ও ব্যাকুলতায়—

"বাপ্ রে"—

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চাকর বাকর সকলেই পূর্ব্ব হইতেই সশঙ্কিত ছিল, এই শব্দ শুনিবামাত্রেই সকলেই পায়খানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাষ্টার বাবু অচেতন—মুখে সাদা সাদা গাঁজ্‌লা ভাঙ্গিতেছে, একেবারে চৈতন্য রহিত।

তত্ত্ব কথা।

দরকোচা।

নং ৭

ভারতের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি সেই দিকেই দরকোচা। আহারে দরকোচা কারণ দুব্যালা জোটে

না, বিহারে দর্‌কোচা কারণ অর্থাভাবে গৃহিণীকে সন্তোষ করতে পারি না—আমোদে দর্‌কোচা কারণ অন্ন চিন্তা চমৎকার, এই ত গ্যাল সংসারের কথা। পরিচ্ছদে দর্‌কোচা কারণ ধোপা জোটে না, স্কুলের ছেলেতে দর্‌কোচা কারণ বিএ, এমএ, পাস্‌ দেয় বটে, কিন্তু লেখা পড়া শেখে না। মেয়েতে দর্‌কোচা কারণ ডুপাতা বাঙ্গালা প'ড়ে জেটিয়ে যায়, ঠাকুর দেবতাও মানে না, যিশুখৃষ্টও মানে না। বন্ধুত্বে দর্‌কোচা কারণ এখন সব দেখন্‌হাসি হয়ে প'ড়েচে, দেখা হ'লেই গাল কাত্‌ করে হেসে দিলেন, ঐ খানেই বন্ধুত্বও ফুরাল। ঠাকুর দেবতায় দর্‌কোচা, তার সাক্ষী বাবা তারকনাথ ও এলোকেশীর ব্যাপার—চাকৃরি কাকৃরিতে দর্‌কোচা তা বোধ হয় বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন—ধর্ম্মে দর্‌কোচা প্রমাণ ধর্ম্মের দল—একজন বলে ব্রাহ্ম হও, একজন বলে বৌদ্ধ হও, কেহ বলে একমুনে হও, কেহ বলে পঞ্চমকারে মাত, কেহ বলে হবিস্যান্ন ভোজন কর আর জোগ লাগাও, অচিরে আকাশে উড়্‌বে, নানা লোকের নানামত, যার কাছে যাই সেই বলে যে আমার মতের তুল্য মত নাই অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে কোন ফলই দেখা যায়না সুতরাং ধর্ম্মেও দর্‌কোচা। আজ কাল সর্ব্বত্রে গুরু দর্শন কর, ডোম্‌ গুরু, গয়লা গুরু, তাঁতি গুরু, জোলা গুরু, রুহিদাস গুরু, কুমোর গুরু, কামার

গুরু, গুরুরও অভাব নাই উপদেশেরও অভাব নাই ফল-কথা আর কোন ফল হউক আর না হউক, গুরু দক্ষিণাটী অগ্রে চাই সুতরাং গুরুতেও দর্‌কোচা। অধিক আর কি বলিব ভবের গতিক দেখিয়া নিজের মনই দর্‌কোচা, সুপক্ক কৈ ত কিছুই দেখ্‌তেছি না, সুপক্ক কিরূপেই বা হবে, যখন অগ্নির তেজ কম হ'য়েছে তখন সকলই ত দর্‌কোচাই হবে; অত্র সন্দেহ নাস্তি। রাজায় গোজায় দর্‌কোচা, কারণ যে সে রাজা বাহাদুর রায় বাহাদুর। সোণায় দর্‌কোচা কে-মিক্যাল সোণার গহনা দেখ—বাবুগিরিতে দরকোচা যে সে বাবু, তাই ত ভারতের যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দর্-কোচা—সভা সমিতি দেখি সেখানেও দর্‌কোচা, যে যার আপনার স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। দেশের নেতায় দর্‌কোচা কারণ মিছিরির ছুরী, সংবাদ পত্রে দর্‌কোচা কারণ সম্পাদকরা দোগেড়ের চ্যাং। নূতন পুস্তকে দর্‌কোচা কারণ ছাই ভস্ম লিখে বই পোরান—তাই ত দূর হক ছাই দরকোচা! তুমি কি ভারতবাসীর জন্যেই ছিলে!

মাণিক।

যাহাহউক মাণিক বড় বিপদেই পড়িল। অবোধ

বালিকা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, নীরব হইয়া মৃত মার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল—চক্ষের জলে নয়ন ভাসিয়া গেল, ক্রমে পাড়া প্রতিবাসীর মধ্যে গোল হইল যে মাণিকের মার মৃত্যু হইয়াছে। ভাল মন্দ লোক সকল স্থানেই থাকে, দু পাঁচ জন সংলোক আসিয়া মাণিকের মার সংকারের জন্য ভার গ্রহণ করিলেন এবং নিজ নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে মাণিকের মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

এতক্ষণে মাণিক বুঝিল যে তার আর জগতে কেহই নাই, এক মাত্র অবলম্বন দুঃখিনী জননী ছিলেন তিনিও অভাগিনীকে ত্যাগ করিলেন। মাণিক এখন একাকিনী দুঃখের সমুদ্রে ভাসিল—কোন উপায় নাই, কার কাছে যাবে?—কে তার ভার লইবে?—তিন্ কুলে কেহই নাই। মাণিকের যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত তা সেরূপ অবস্থায় না পতিত হইলে কেহই সে কষ্টের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন না। মাতার মৃত্যুর পর দুই দিবস মাণিকের আহার জোটে নাই, দুঃখের বিষয়, এরূপ দুঃসময়ে মাণিকের কেহই তত্ত্বাবধারণ করেন নাই, প্রতিবাসীরাও গ্রাহ্য করেন নাই। কেনই বা করিবেন? "নিত্য নাই দেয় কে? নিত্য রোগী দেখে কে?" এটীত মেয়েলি কথাই রহিয়াছে।

যাহাহউক মাণিকের এ দুঃসময়ে কেহই সাহায্য করিবার ছিল না, কেবল বৈষ্ণব দিদি মধ্যে মধ্যে আসিতেন ও দু চার্ পয়সা, হ'লো কখন এক আদ্সের চাউল খুদ্ ইত্যাদি দিতেন—তবু ভাল।

দুঃখে কষ্টে মাণিক কাল কাটাইতে লাগিল। যাহার ভাঙ্গা কপাল তাহার চারিদিকই ভাঙ্গা ফুটা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাণিগঞ্জে কুঞ্জবিহারী বাবু বড় বাবু, কুলিডিপোর মালিক, বুড়ো আঙ্গুলের ন্যায় মোটা তেইশ টাকা বার আনার দর সোনার চেন্ আছে। মাস গেলে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন।

পাঠক! কুলিডিপোর উপার্জ্জন বেশী তা বোধ হয় জ্ঞাত আছ, যদি না জানা থাকে তবে শোন—আসাম, মরিসস্ প্রভৃতি দুর্গম স্থানে চা বাগানে চা প্রস্তুত কর্বার জন্য কুলির আবশ্যক হয়, সে সকল স্থানে লোক প্রায় মিলে না তাই বাঙ্গালা দেশ হ'তে দীনদুঃখীদিগকে "ভাল চাকরী দেব, সেখানে গেলে অনেক টাকা উপায় কর্তে পার্বি" ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে উক্ত চা বাগানে পাঠান হয়। কুলিকে একখানি চুক্তি পত্র লিখে দিতে হয় যে, পাঁচ বৎ-

সরের জন্য তাহার (মৃত্যু উপস্থিত হ'লেও) সেই চা বাগানে থাক্‌তে হবে, নড়ন্ চড়ন্ রহিত। যাহারা এই রূপ লোক পাঠান তাহারা প্রতি কুলিতে পঞ্চান্ন টাকা ষাট্ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করেন, যে সকল প্রভুদের এই কুলিচালানি-কার্য্য আছে তাঁহাদের তাঁবে কতকগুলি আড়্‌কাটী নিযুক্ত থাকেন। আড়্‌কাটীরা নানা উপায়ে কুলি সংগ্রহ করেন এবং প্রতি কুলিতে কুড়ি টাকা করিয়া লাভ পায়েন। পাঠক! সংক্ষেপে এখন এই পর্য্যন্তই বুঝিয়া রাখুন, পরে যখন কুলিডিপোতে ঢুকিবেন সেই থানে স্বচক্ষেই সমস্ত বিষয় দেখিবেন।

কুঞ্জবিহারী বাবুর কুলিডিপো বড়ই জাকাল, কারণ সাহেবের ডিপো, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সঙ্গে ডিপোর সাহেবের বড় আলাপ, একত্রে থাকেন, সুতরাং এই ডিপোর আড়্‌কাটী ও দরওয়ানরা সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না; অপর ডিপোর আড়্‌কাটীরা কুলি জোগাড় করিয়া আনিতেছে এই সাহেবের লোকেরা অবিচার করিয়া তাহাদের কুলি আপনার ডিপোতে ঢুঁকাইল, এক কথা কহে কার সাধ্য। যে কর্ম্ম সাহেবের তাহার মান মর্য্যাদা অন্য প্রকার, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়, সাহেবে যদি মেথর গিরি কর্ম্ম করেন, তার মধ্যেও কেমন একটু কায়দা

থাকে, জোর জোর ভাব থাকে। যাহাহউক এই সাহেবী ডিপো রাণিগঞ্জের মধ্যে প্রধান ডিপো, সাহেবের বাবুও বেশ ভূঁড়ো, অধিক কি বল্‌ব ডিপোটী অতি উত্তম।

আজ ডিপোতে আড়্‌কাটীর ছুটো ছুটী; দরওয়ানের হুড়াহুড়ি, কেরানি বাবুর মহানন্দ। বিস্তর কুলি এসেছে—মেয়ে কুলই বেশী। কেয়ে কুলির দরও যথেষ্ট—সকলেরই লাভ আছে। তৈলহীন, পরিচ্ছদ হীন, দীন দুঃখীরা এই ডিপোতে আসিবামাত্র এক জোড়া করিয়া নূতনকাপড় পায়, মাংস মদ্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানাবিধ আহার পায় আড়্‌কাটীরা দেবতার ন্যায় তাদের সেবা করে, সুতরাং আড়্‌কাটীকে তাহারা পরম বন্ধু মনে করিয়া এতই বশীভূত হইয়া পড়ে যে আড়্‌কাটী যাহা বলিবে তাহা কোন মতেই অবহেলা করিতে পারে না। নির্ব্বোধের দল, ভ্রমেও ভাব্‌তে পারে না যে, আড়্‌কাটীরা তাহাদের জেলে পাঠাইতেছে। যাহা হউক পাঠক! ডিপোর মধ্যে প্রবেশ কর ভয় নাই তোমাকে আসাম যাইতে হইবে না, একবার দেখ কুলি ও আড়কাটী কি'রকমে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে। বিস্তর কুলি—যুবতী কুলি—যুবক কুলীই অধিক—সকলেই উন্মত্ত, মদ্য পান করিয়া ঢোল মাদল প্রভৃতি বাজাইতেছে গান ও নৃত্য করিতেছে। যে স্ত্রীলোকেরা কখনও মদ খায় নাই,

আজ আড়কাটীদের বচন কৌশলে তাহারাও গ্লাস ধরিয়াছে এক গ্লাস দু গ্লাস তিন গ্লাসের পর মাতিয়াছে নাচিতেছে, হাসিতেছে কত মজাই করিতেছে। বলিহারী আড়কাটী তুমি কি কামরূপ থেকে যাদু শিখে এসেছ? কৈ আমাদের কথা ত কেহই শোনে না! কি কলই যে জান মানুষ গুলোকে যেন ভূত নাচাইতেছ—তারিপ আছে।

পাঠক! এই ভিড়ের মধ্যে ঐ দেখ মাণিক। কি ভয়ানক, মাণিক এরূপ কুস্থানে। কি সর্ব্বনাশ কে মাণিককে এখানে আনিল, ব্যাপার খানা কি। মাণিক ব্রাহ্মণ কন্যা, ব্রাহ্মণ জাতিকে ত কূলীর কর্ম্মে পাঠায় না—তবে মাণিক এস্থানে কেন?—মাণিক বসিয়া আছে তার সঙ্গে বৈষ্ণব দিদি!—উঃ! অবশ্য কোন গোলের কথা বটে; বৈষ্ণব দিদি ত সহজ লোক নহেন; যখন মালিনি মাসি সঙ্গে, তখন নিশ্চয়ই আজ যে অনাথিনী চিরদুঃখিনী মাণিকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত তার আর কোন সন্দেহই নাই। বৈষ্ণব দিদির সঙ্গে এক জন আড়্কাটী কত কি পরামর্শ করিতেছে। তাইত!—হা ভগবান! সরলা মাণিককে রক্ষা ক'রো, পিশাচদের হাত থেকে উদ্ধার কর, আহা। জগতে মাণিকের আর কেহ নাই।

যে আড়কাটী বৈষ্ণব দিদির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে

ছিল তাহার নাম সাঁওতাল বাবু, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ফিট্ গৌর বর্ণ, বয়ক্রম আটাশ্ উনত্রিশ বৎসর, তু চারি পাতা ইংরাজি জানেন তুচার্ গত্ সেতার—বাঁওয়া তবলা—বাঁশি ইত্যাদি বাজাতে পারেন, লোকটা মজ্‌-লিসি। দেশে কর্ম্ম কার্য্য না জোটায় আসামের কোন এক চা বাগানে কেরানি গিরিতে নিযুক্ত হইয়া যান। কেরানি-গিরির উপযুক্ত বিদ্যা ছিল না তাই সাহেব তাঁহাকে তাড়া-ইয়া দেয়, কোন গতিকে সেখানে মাস পাঁচছয় ছিলেন এবং সেই সময়ে সেই স্থানে একটী সাঁওতাল কুলিনির সঙ্গে বাবুর প্রণয় হয়। যদি বল সাঁওতালের মেয়ে ত পোড়া কাট্—রূপেও যেমন গুনেও তেমনি—কথাবার্ত্তাতেও চমৎকার, কি গুণে বাবুর সঙ্গে প্রণয় হল?—এটী বুঝিবার ভূল, গরজ বড় বালাই তাই প্রণয় উপস্থিত। যাহা হউক প্রণয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল, পরে একেবারে জমাট্ বাঁধিল, কোন সুযোগে সাঁওতাল বাবু নায়িকাকে লইয়া রুক্মিণী হরণ গোচ করিয়া দেশে পলা-য়ন করিয়া আসিলেন। সাঁওতালের ঝি লইয়া বাড়ীতে কি রূপে আসিবেন, চাকুরানী বলিলে ত ছাপা থাকবে না, তাই সাঁওতাল বাবু মধুর হাঁসিনী সাঁওতালনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বল্লামপুর কাটাডি—মানভূমের মধ্যে সাঁওতালনীর

বাপের বাড়ীতে গমন করিলেন। সাঁওতালবাবু শ্বশুরবাড়ীতে বিশেষ খাতির যত্ন পাইলেম, শ্বশুর ও সালারা বাঙ্গালী বাবু বোনাই হয়েছে বা জামাই হ'য়েছে বিশেষতঃ মেয়েটীকে যত্ন ক'রে আসাম থেকে বাঁচিয়ে এনেচে ব'লে, মহা খাতির যত্ন কর্‌ত; এমন কি দু পাঁচ মাস সাঁওতাল বাবুর খরচ পত্র তাহারাই সমস্ত দিয়াছিল।

এক রকমে কতকাল চলিতে পারে, সুতরাং সাঁওতাল-বাবু অগত্যা প্রাণের প্রিয়তমাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া শূন্য প্রাণে শূন্য মনে চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইলেন। এই সময় পাঠক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, প্রণয়ি মাত্রেই বিচ্ছেদের রাত্রে প্রায়ই নিজ নিজ মনের দুঃখ—এমন কি ভাল বাসা বজায় রাখ্‌তে খাতিরে পড়েও দুটো বিচ্ছেদের কথা কহেন, তা সাঁওতাল বাবু ও তাঁর প্রেমময়ী, তাঁহাদের সেই দুঃখের রজনীতে পরস্পর প্রেমালাপ কিরূপ করিয়াছিলেন?—এ বড় অন্যায় কথা, প্রণয় জিনিস একই, সাঁওতালেও যেমন আবার ব্রাহ্মণেও তেমনি, তবে কথা বার্ত্তা ভাব ভঙ্গি গুলো না হয় অন্য প্রকার, ফল কথা দুজ-নের মনেই যে একটা ভয়ানক চোট্‌ লেগেছিল তা একে-বারে পাকা সিদ্ধান্ত।

যাহা হউক এইরূপে সাঁওতাল বাবু অবসর লইয়া

বিস্তর চেষ্টা বেষ্টা করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে এক স্থান হইতে কএকটী টাকা জুয়াচুরী করিয়া লইয়া প্রণয়িণীর পার্শ্বে পুনরাগমন করিলেন, এবং তাঁ হ'তে যে আর কিছু হয় না, চাকরী বাকরী যোটে না, তা প্রণয়ানন্দ দায়িনীকে দুঃখের সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাঁওতালনির চক্ষেও জল আসিল। পরে অনেক যুক্তির পর সাওতালনি আপনার বাপ ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী কর্ম্ম স্থির করিয়া দিল, অর্থাৎ সাঁওতাল বাবুকে আসামে কুলি চালানি কার্য্য করিতে বলিল এবং সে নিজে আপনার জাত ভাইএর মধ্য হইতে যে কুলি যোগাড় করিয়া দিবে তাহাও স্বীকার করিল এবং বিলক্ষণ ভরসা দিল। বাবুরও এইবারে কিনারা লাগিল। সাওতাল বাবু সেই অবধি আজ সাত বৎসর কুলিচালানি কর্ম্ম করিতেছেন। সাঁওতালনির অনুগ্রহে আর কেহ সাওতালকুলি পায় না আর সাঁওতাল কুলিই চড়াদরে বিক্রয় হয়। যাহা হউক সাঁওতালবাবু এখন একজন নাম জাদা আড়কাটী, দুপয়সা বেশ উপায় করেন। এদিকে সাওতালকন্যা বৎসরের মধ্যে গড়ে প্রায় ছয় মাস আপনার বাপের বাড়িতে থাকেন, কারণ তথায় না থাকিলে কুলি যোগাড় কর্‌তে পারেন না, এই অবকাশে সাঁওতাল বাবু তাঁহাদের পবিত্র প্রণয়ের

মান রক্ষা কর্‌তে পারেন নাই কারণ নিজ হাত পুড়াইয়া না বাঁচিতে পারায় একটী অতি পরিপাটী রাঁধুনি রাখিয়াছিলেন—অপরে যে যাহাই বলুক সাওতালনি রাঁধুনি বলিয়া চলিত।

যাহা হউক বৈষ্ণব দিদির সঙ্গেও সাঁওতাল বাবুর প্রায় চার পাঁচ বৎসর প্রণয়। সাওতাল বাবু মধ্যে মধ্যে কুলির আবশ্যক হইলে পল্লীগ্রামে যাইয়া থাকেন এবং তথায় গিয়া নিজে, বোকা লোক ভুলাইবার চেষ্টা করেন এবং মালিনি মাসি সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকের যোগাড় করিয়া থাকেন।

এই সুত্রে বৈষ্ণব দিদির সঙ্গে সাঁওতাল্ বাবুর যথেষ্ট কার কারবার আছে এবং—আত্মীয়তা—ঘনিষ্টতাও, আছে। বৈষ্ণব দিদি ইতিপূর্ব্বে একবার মাণিকের মাকে আসামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, এইবারে সুযোগ বুঝিয়া মাণিককে ভুলাইয়া রাণিগঞ্জ তক্ লইয়া আসিয়াছে ধুব্‌ড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইবার কথা আছে।

পাঠক! আড়কাটী মহাশয়দিগের আর একটু কার্য্য পটুতার বিষয় বলিব। প্রায় সকল আড়কাটীরই একটী করিয়া বেশ্যা আছেন। পুরুষ কুলি ধরিলেত কথাই নাই, মদে ভাঙ্গে ঠিক করিয়া কার্য্য হাসিল হয়, কিন্তু অনেক

সময়ে ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রীলোককেও আসামে চালান করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে উহারা সেই স্ত্রীলোককে একেবারে নিজের বেশ্যার নিকট জিম্বা করিয়া রাখিয়া দেয়। আড়্-কাটী মাত্রেই একটু বাবু ধরণের লোক হয়, ধোপ পিরান, কাপড় জুতাটা ভাল পরে—দুচার পয়সা বাজে খরচও করে, চুল টুল গুলোও কেতা দুরস্ত। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বৈষ্ণব দিদির মত মাসি ধরে গৃহেস্থের বিরহিনী বৌ ঝিদের সর্ব্ব-নাশ করে, হাত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে একেবারে নিজের বেশ্যার নিকট আনিয়া ফেলে। বেশ্যাকেও শিক্ষা দেওয়া আছে ; সে ঐ নূতন স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র কাল্পনিক রাগে অন্ধ হইয়া আড়্কাটীর সঙ্গে কলহ বিবাদ করিতে থাকে। এইরূপ দু পাঁচ দিন পরে আড়্কাটী মহাশয় নূতন স্ত্রীলোককে পরামর্শ দেন যে, দেখ এই মাগি বড় খারাপ, উহারই জন্য আমি দেশ ত্যাগী হব, তুমি এক কর্ম্ম কর, ব্রাহ্মণের কন্যা বলে খবরদার কাহাকেও পরিচয় দিওনা, বাগ্দী বলিও, কাল তোমাকে একটী সাহেবের কাছে লইয়া যাইব, তুমি বলিবে যে আমি বাগ্দী—খাইতে পাই না বলিয়া আসামে যাইব, তথায় কুলির কার্য্য করিতে আমি রাজি আছি। তার পর তোমাকে আমি যেখানে পাঠাব, তার ঠিক দু তিন দিন বাদে একেবারে আমার যা টাকা

কড়ি আছে সব নিয়ে থুয়ে সেইখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব, ও দুজনে মজা করে থাকবো। একটু বেশীদূরে না গেলে এ হারামজাদি আমাকে ছাড়্‌বেনা—তোমাতে আমাতে এক সঙ্গেই যেতাম কিন্তু কিছু দেনা পাওনা আছে, সেই গুলো মেটাতে যা দু পাঁচ দিন বিলম্ব হবে। হায়!—এইরূপ মিথ্যা প্রবোধ ও আশা দিয়ে কত শত স্ত্রীলোক, সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণ কন্যারও যে সর্ব্বনাশ করে, তা মনে করিলেও পাপে হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, আরও কত শত কৌশল আছে লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হয়, ফলকথা আড়্‌কাটী আর সয়তান একই পদার্থ।

যাহা হউক আমাদের মাণিক ও বৈষ্ণব দিদি, এবং আড়কাটী পরস্পর কি কি কথা কহিতেছেন এক বার শোনা যাউক।

আড়্‌। দিদি!—মাণিকেয় ভয় কি?

বৈ। না বাবু। ও ঘরবোলা মেয়ে কখনও এ সকল দেখে নাই, মদ কাকে বলে জানে না।

আড়্‌। আমি ত আর মাণিককে মদ খাওয়াব না, তুমি কি আমাকে এই রকম অসৎ লোক মনে কর।

বৈ। না বাবু! তোমার মতন ধার্ম্মিক লোক কি আছে আহা আমার মাণিকের কষ্টে তুমি যে কত দুঃখিত আর

সেই দুঃখ ঘোচাবার জন্য যে তুমি কত চেষ্টা ক'র্‌ছ তা কি আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবে কি জান বাবু! মাণিক এ সকল হুড়াহুড়ী ভাল বাসে না, কখনও ত আর এ সকল দেখে নাই। এ বাড়ীটে ছাড়া কি আর তোমার আলাদা যায়গা নাই?

এই বলিয়া বৈষ্ণবদিদি সাঁওতালবাবুকে একটু ইসারা করিলেন, "সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে," অমনি আড়্‌কাটী বলিয়া উঠিল এই কথা—চল, উঠ, মাণিক উঠত—চল, তোমাদের ভাল যায়গায় নিয়ে যাই। এখানে পাঁচ জনে বাসা নেয়, তাই তোমাদেরও এনেছিলাম, চল।

বৈষ্ণবদিদি উঠিলেন, মাণিকও ধীরে ধীরে উঠিল— প্রথমে মাণিক, পশ্চাতে বৈষ্ণবদিদি—তার পশ্চাতে আড়-কাটী সাঁওতালবাবু—ধীরে ধীরে কুলিডিপো হইতে বাহির হইলেন, যখন বাহিরে আসেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটা, পৃথিবী নিস্তব্ধ, রজনী ঘোর অন্ধকার, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, কোলের মানুষ দেখিবার যো নাই।
